JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS



১৮৩৮-১৮৯৪ খ্রি.

- জন্ম : ২৬ জুন ১৮৩৮ খ্রি. (১৩ আষাঢ় ১২৪৫ বঙ্গা.)
- মৃত্যু : ৮ এপ্রিল ১৮৯৪ খ্রি. (২৬ চৈত্র ১৩০০ বঙ্গাব্দ)।

# বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন

## বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

- বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের জনক।
- তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম কমলাকান্ত।
- তিনি প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক।
- সাহিত্যসম্রাট ও যুগন্ধর সাহিত্যস্রষ্টা।

## এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ে যা থাকছে

**বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন**

- **Part-1: লেখক পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য**
  - Step : 1 লেখক সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন।
  - Step : 2 লেখকের গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম।
  - Step : 3 লেখক সম্পর্কিত আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।
- **Part-2: মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি**
  - Step : 1 মূলপাঠ, শব্দার্থ ও টীকা এবং পাঠ পর্যালোচনা
  - Step : 2 পাঠ-পরিচিতি।
  - Step : 3 অধ্যায়ভিত্তিক ব্যাকরণিক তথ্য।
- **Part-3: MCQ প্রশ্নোত্তর**
  - Step : 1 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 3 নার্সিং/ বিএসসি নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 4 HSC বোর্ড পরীক্ষার ও পাঠ্যবইয়ের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 5 BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 6 বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ [১১শ-১২শ শ্রেণির জন্য]
- **Part-4: লিখিত অংশ**
  - Step : 1 জ্ঞানমূলক (মূলপাঠ, লেখক ও অন্যান্য) প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 অনুধাবনমূলক (উদ্ধৃতি ও সংলাপ ব্যাখ্যাকরণ) প্রশ্নোত্তর।
- **Part-5: SELF TEST**
  - Step : 1 SELF TEST MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 SELF TEST লিখিত।

## প্রাবন্ধিক ও প্রবন্ধের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

**প্রবন্ধটির মূলবক্তব্য :**
প্রবন্ধটির মূলবাণী বা উপজীব্য বিষয় উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনার লক্ষ্যে নতুন লেখকের করণীয়।

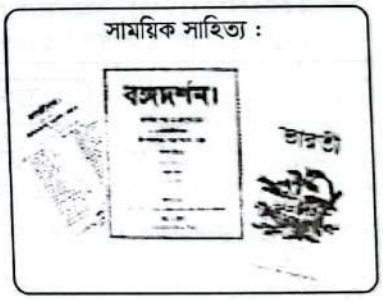



সাময়িক সাহিত্য :




প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে–



সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'বিবিধ প্রবন্ধ' থেকে

**রচনার ধরন :**
সাহিত্যের রূপরীতি অনুসারে প্রবন্ধটি রচিত।

**সাময়িক সাহিত্য :**
নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত সাহিত্য সংকলনসমূহই সাময়িক সাহিত্য হিসেবে পরিগণিত। এ ধরনের সাহিত্য মূলত অল্পসময়ে এবং জরুরি প্রকাশের জন্য তদারকি করা হয়। এখানে লেখক লেখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সময় পান না। তাই খুব কম লেখা কালজয়ী হতে পারে। সাময়িক সাহিত্য তাই নবীন লেখকের উৎকর্ষ সাধনের বলে বিবেচিত।

লেখার উদ্দেশ্য → পাঠককে বোঝানো। → লেখার উদ্দেশ্য নয় → খ্যাতি বা অর্থের উদ্দেশ্যে লেখা। → যে উদ্দেশ্যে লিখতে হবে → মানুষের কল্যাণ সাধন কিংবা সৌন্দর্য সৃষ্টির অভিপ্রায়ে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATI

CamScanner

# Part 1 লেখক পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য

## Step 1 লেখক পরিচিতি

**জন্ম :** *বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়* ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে জুন (বাংলা ১৩ আষাঢ় ১২৪৫) পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। **পিতা :** যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। **শিক্ষাজীবন :** এন্ট্রান্স (১৮৫৭) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বি.এ. (১৮৫৮) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বি.এল. (১৮৬৯) প্রেসিডেন্সি কলেজ। ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম স্নাতকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র একজন। ১৮৪৯ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন **মোহিনী দেবীর সঙ্গে** এবং প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি ১৮৬০ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন **রাজলক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে**। পেশাগত জীবনে তিনি ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট। চাকরিসূত্রে খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগদান করে তিনি নীলকরদের অত্যাচার দমন করেছিলেন। দায়িত্ব পালনে তিনি যেমন ছিলেন নিষ্ঠাবান তেমনি যোগ্য বিচারক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। বাংলা সাহিত্যচর্চায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন তিনি। বাংলা ভাষায় প্রথম শিল্পসম্মত উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব তাঁরই। উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনার বাইরে 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ তাঁর অন্যতম কীর্তি। ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে 'সম্বাদ প্রভাকর' পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যচর্চার শুরু। তাঁর রচিত গ্রন্থসংখ্যা ৩৪। বাংলা উপন্যাসের জনক ও বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সাহিত্য সম্রাট' হিসেবেও পরিচিত। 'বঙ্গদর্শন' নামে যে বিখ্যাত সাহিত্যপত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন বাংলা সাহিত্যের বিকাশে এবং শক্তিশালী লেখক সৃষ্টিতে তার অবদান অসামান্য। যুগস্রষ্টার এই সাহিত্যে স্রষ্টার বিখ্যাত উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাজসিংহ' ইত্যাদি। উল্লেখ্য, তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। তিনি ৮ এপ্রিল ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দ; ২৬ চৈত্র ১৩০০ বঙ্গাব্দে কলকাতায় মারা যান।

## Step 2 গুরুত্বপূর্ণ কিছু অভিধা, স্বীকৃতি ও সাহিত্যকর্ম

| | |
|---|---|
| ছদ্মনাম | ▪ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক ছদ্মনাম কমলাকান্ত। |
| কর্মজীবন/পেশা | ▪ পদবি : ম্যাজিস্ট্রেট (১৮৫৮) পদে নিযুক্ত। কর্মস্থল : যশোর, খুলনা, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, মেদিনীপুর, বারাসাত, হাওড়া, আলীপুর প্রভৃতি। |
| পরিচিতি | ▪ বাংলা ভাষায় প্রথম শিল্পসম্মত উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব তাঁরই। ▪ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক।<br>▪ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রধান সৃষ্টিশীল লেখকদের একজন। ▪ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক (১৮৫৮)। |
| খেতাব | ▪ 'সাহিত্যসম্রাট' সাহিত্যের রসবোদ্ধাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত খেতাব। হিন্দু ধর্মানুরাগীদের কাছ থেকে 'ঋষি' আখ্যা লাভ। তাঁকে 'বাংলার ওয়াল্টার স্কট'ও বলা হয়। |
| সাহিত্য স্বীকৃতি | ▪ বাংলা উপন্যাসের জনক • যুগস্রষ্টা সাহিত্যস্রষ্টা। ▪ বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ লেখক। |

**সাহিত্যকর্ম**

| | |
|---|---|
| উপন্যাস | Rajmohon's Wife, দুর্গেশনন্দিনী (প্রথম উপন্যাস, ১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), রজনী (১৮৭৭), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), রাজসিংহ (১৮৮২), ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী। |
| ত্রয়ী উপন্যাস | আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪), সীতারাম (১৮৮৭)। |
| কাব্যগ্রন্থ | ললিতা তথা মানস (১৮৫৬) : তাঁর রচিত প্রথম এবং একমাত্র কাব্যগ্রন্থ। |
| প্রবন্ধ | লোকরহস্য (১৮৭৪), বিজ্ঞানরহস্য (১৮৭৫), কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫, তিন অংশে বিভক্ত), সাম্য (১৮৭৯), কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৬), ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন (১৮৮৮), শ্রীমদ্ভগবদগীতা, বঙ্গদেশের কৃষক, বিবিধ প্রবন্ধ প্রভৃতি। |

### ছন্দে ছন্দে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনাসমূহ

- **উপন্যাস :** দেবী চৌধুরাণীর স্বামী রাজসিংহের আদেশে দুর্গেশনন্দিনী-কপালকুণ্ডলার জন্য বিষবৃক্ষের নিচে রজনীতে আনন্দমঠ তৈরি করেন। সীতারামের স্ত্রী মৃণালিনী, ইন্দিরাকে এ কথা বললে রাধারাণীর স্বামী চন্দ্রশেখর যুগলাঙ্গুরীয়র পরিবর্তে কৃষ্ণকান্তের উইল ফিরিয়ে নেয়।
- **প্রবন্ধ :** বঙ্গদেশের কৃষকেরা, বিবিধ প্রবন্ধ, কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিজ্ঞানরহস্যের, সাম্য বুঝতে না পেরে কমলাকান্তের দপ্তরে হাজির হলো।

## Step 3 লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাত নম্বর কম পেয়ে ফেল করেন– **Mental and Moral Science** এ।
- ১৮৫৮ সালে বি.এ. পরীক্ষায় Mental and Moral Science বিষয়ে সাত নম্বর কম পেয়ে ফেল করেন– **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু।**
- ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে সুদীর্ঘ ৩৩ বছর চাকরি করার পর অবসর গ্রহণ করেন– **১৮৯১ সালে।**
- তাঁর রচিত প্রথম ইংরেজি উপন্যাস *Rajmohon's Wife* প্রথম প্রকাশিত হয়– ***Indian Field*** **পত্রিকায়।**
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নেন– **'সাম্য' গ্রন্থটি।**
- তিনি যে সাহিত্য পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন– **বঙ্গদর্শন (১৮৭২)।**
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্সধর্মী উপন্যাস– **দুর্গেশনন্দিনী।**
- বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসটি যে ইংরেজি উপন্যাসের ছায়া অবলম্বনে রচিত– **ইংরেজ ঔপন্যাসিক E.B Lytton রচিত *The last Days of Pompeii* অবলম্বনে।**
- উপন্যাস রচনায় তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন– **ইংরেজি ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কট কর্তৃক।**
- মোগল পাঠানের যুদ্ধের পটভূমিকায় নরনারীর প্রেমের উপাখ্যান অবলম্বনে তাঁর রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত– **দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)।**
- বঙ্কিমচন্দ্রের পরে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদনা করেন– **তাঁর অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।**
- তাঁর রচিত দ্বিতীয় উপন্যাস– **কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬)।**
- দ্বাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত ৩য় উপন্যাস– **মৃণালিনী (১৮৬৯)।**
- সামাজিক সমস্যার আলোকে তাঁর উপন্যাস– **বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)।**
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস– **রজনী (১৮৭৭)।**
- বঙ্কিমচন্দ্রের রম্যব্যঙ্গ রচনা সংকলনের নাম– **কমলাকান্তের দপ্তর।**
- বঙ্কিমচন্দ্রের খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস– **রাজসিংহ।**
- বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহে 'প্রচার' পত্রিকা প্রকাশিত হয়– **১৮৮৪ সালে।**
- 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের প্রতিক্রিয়ায় ইসমাইল হোসেন সিরাজী রচনা করেন– **রায়নন্দিনী (১৯১৮) উপন্যাস।**



CamScanner

# Part 2 মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি

## Step 1 মূলপাঠ

০১। যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে **যশও** হইবে না, লেখাও ভালো হইবে না। লেখা ভালো হইলে যশ আপনি আসিবে।

০২। টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক টাকার জন্যই লেখে এবং টাকাও পায়; লেখাও ভালো হয়। কিন্তু আমাদের এখনও সে দিন হয় নাই। এখন অর্থের উদ্দেশ্যে লিখিতে গেলে, ***লোকরঞ্জন-প্রবৃত্তি*** প্রবল হইয়া পড়ে। এখন আমাদিগের দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোকরঞ্জন করিতে গেলে রচনা **বিকৃত ও অনিষ্টকর** হইয়া উঠে।

০৩। যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে ***যাত্রাওয়ালা*** প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে। —— ১

০৪। যাহা অসত্য, ***ধর্মবিরুদ্ধ***; পরনিন্দা বা **পরপীড়ন** বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে ***পরিহার্য***। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী-ধারণ মহাপাপ।

০৫। যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছু কাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছু কাল পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাব্য নাটক উপন্যাস **দুই এক বৎসর** ফেলিয়া রাখিয়া তারপর সংশোধন করিলে বিশেষ **উৎকর্ষ** লাভ করে। যাঁহারা সাময়িক সাহিত্যের কার্যে ব্রতী, তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়ম রক্ষাটি ঘটিয়া উঠে না ! এজন্য সাময়িক সাহিত্য, লেখকের পক্ষে ***অবনতিকর***। —— ২

০৬। যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, সে বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপ অকর্তব্য। এটি সোজা কথা কিন্তু সাময়িক সাহিত্যতে এ নিয়মটি রক্ষিত হয় না।

০৭। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করিবেন না। ***বিদ্যা*** থাকিলে, তাহা আপনিই প্রকাশ পায়, চেষ্টা করিতে হয় না। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা পাঠকের অতিশয় বিরক্তিকর এবং রচনার পরিপাট্যের বিশেষ ***হানিজনক***। এখনকার প্রবন্ধে ইংরাজি, সংস্কৃত, ফরাসি, জার্মান ***কোটেশন*** বড় বেশি দেখিতে পাই। যে ভাষা আপনি জানেন না, পরের গ্রন্থের সাহায্যে সে ভাষা হইতে কদাচ উদ্ধৃত করিবেন না। —— ৩

০৮। ***অলংকার***-প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলংকার বা ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে; লেখকের ভাণ্ডারে এ সামগ্রী থাকিলে, প্রয়োজন মতে আপনিই আসিয়া পৌঁছিবে- ভাণ্ডারে না থাকিলে ***মাথা কুটিলেও*** আসিবে না। অসময়ে বা শূন্য ভাণ্ডারে অলংকার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মতো ***কদর্য*** আর কিছুই নাই।

০৯। যে স্থানে অলংকার বা ***ব্যঙ্গ*** বড় সুন্দর বলিয়া বোধ হইবে, সেই স্থানটি কাটিয়া দিবে, এটি প্রাচীন বিধি। আমি সে কথা বলি না। কিন্তু আমার পরামর্শ এই যে, সে স্থানটি বন্ধুবর্গকে পুনঃ পুনঃ পড়িয়া শুনাইবে। যদি ভালো না হইয়া থাকে, তবে দুই চারি বার পড়িলে লেখকের নিজেরই আর উহা ভালো লাগিবে না– বন্ধুবর্গের নিকট পড়িতে লজ্জা করিবে। তখন উহা কাটিয়া দিবে। —— ৪

১০। ***সকল অলংকারের শ্রেষ্ঠ অলংকার সরলতা***। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেন না লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝানো। —— ৫

১১। কাহারও অনুকরণ করিও না। অনুকরণে দোষগুলি ***অনুকৃত*** হয়, গুণগুলি হয় না। অমুক ইংরাজি বা সংস্কৃত বা বাঙ্গালা লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন, আমিও এরূপ লিখিব, এ কথা ***কদাপি*** মনে স্থান দিও না।

১২। যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহা লিখিও না। প্রমাণগুলি সংযুক্ত করা সকল সময়ে প্রয়োজন হয় না, কিন্তু হাতে থাকা চাই।

১৩। ***বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালার ভরসা***। এই নিয়মগুলি বাঙ্গালার লেখকদিগের দ্বারা রক্ষিত হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে। —— ৬

## শব্দার্থ ও টীকা

- **যশ**– *সুখ্যাতি, সুনাম, কীর্তি।*
- **লোকরঞ্জন**– *জনসাধারণের মনোরঞ্জন বা সন্তোষবিধান।*
- **প্রবৃত্তি**– *প্রবণতা, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, স্পৃহা।*
- **ধর্মবিরুদ্ধ**– *নীতি-নৈতিকতার বিরোধী।*
- **পরপীড়ন**– *অন্যকে পীড়ন, অন্যকে ক্লেশদান।*
- **কোটেশন**– *উদ্ধৃতি। অন্যের লেখা থেকে বক্তব্য উদ্ধার করে অপর লেখায় ব্যবহার।*
- **অলংকার**– *ভূষণ, প্রসাধন, শোভা। ভাষার মাধুর্য ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে এমন গুণ। অলম্ + কার (সন্ধি সাধিত)।*
- **ব্যঙ্গ**– *পরিহাস, বিদ্রূপ।* **কদাপি**– *কখনও, কোনোকালে।*
- **হানিজনক**– *ক্ষতিকর, বিনাশক।*
- **বাঙ্গালা**– *বাংলা। উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্রের কালে 'বাংলা'কে 'বাঙ্গালা' লেখা হতো। শব্দটির পরিবর্তন হয়েছে এভাবে : বাঙ্গালা > বাঙ্গলা > বাংলা।*
- **প্রবল (প্র + বল)**– *অত্যন্ত শক্তিশালী, প্রচণ্ড, তীব্র, প্রচুর।*
- **যাত্রাওয়ালা**– *দৃশ্যপটহীন মঞ্চে নাট্য অভিনয়কারী।*
- **পরিহার্য** *(পরি + √হৃ + য)*– *পরিত্যাজ্য, বর্জনীয়।*
- **উৎকর্ষ** *(উৎ + √কৃষ্ + অ (ঘঞ্))*– *শ্রেষ্ঠত্ব, উন্নতি।*
- **অবনতিকর**– *অনুন্নতি, হীনকর, নিম্নগতি।*
- **বিদ্যা**– *√বিদ্ + য + আ (প্রত্যয় সাধিত)।*
- **মাথা কুটা**– *অধিক চিন্তা করা, বুদ্ধি খাটানো।*
- **কদর্য** *(কু + অর্য)*– *অতি কুৎসিত, কদাকার, ইতর।*
- **সকল অলংকারের শ্রেষ্ঠ অলংকার সরলতা**– *লেখক এখানে 'সরলতা' শব্দটি দ্বারা সহজেই প্রকাশযোগ্য এবং সহজেই অন্যকে বোঝানো যায় এমন কথা ব্যক্ত করেছেন।*
- **অনুকৃত**– *অনুকরণ করা হয়েছে এমন।*

## পাঠ পর্যালোচনা

০১. প্রাবন্ধিকের মতে, খ্যাতি বা অর্থলাভের উদ্দেশ্যে নয়, লিখতে হবে মানুষের কল্যাণ সাধন কিংবা সৌন্দর্য সৃষ্টির অভিপ্রায়ে। অর্থলাভের উদ্দেশ্যে লিখতে গেলে জনসাধারণের মনোরঞ্জনের দিকটি প্রবল হয়ে পড়ে। এতে রচনার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়, যা রচনার পক্ষে অনিষ্টকর। লেখক মনে করেন, লেখার মাধ্যমে যদি দেশ, জাতি বা সমাজের উপকার করা যায় তবে অবশ্যই লেখা উচিত। যারা অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে লিখেন তাদেরকে লেখক যাত্রাওয়ালার সাথে তুলনা করেছেন।

০২. প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য– *অর্থাৎ যা নিরেট, খাঁটি, নির্ভুল, যথার্থ, সাচ্চা, বাস্তব এবং কর্তব্যকর্ম, মানুষের কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান দেয় এমন রচনা-ই সাহিত্যের উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।* স্বল্পকালীন চাহিদা থেকে সাময়িক সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। ফলে লেখক নিজের লেখা মূল্যায়নের বা উৎকর্ষ সাধনের যথেষ্ট সময় পান না। তাই প্রাবন্ধিক মনে করেন, নবীন লেখকরা কিছু লিখেই যেন না ছাপিয়ে ফেলেন। লেখার পর কিছুদিন অপেক্ষা করে পুনরায় লেখাটি পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নিলে লেখার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়।

০৩. প্রাবন্ধিকের মতে, যার যে বিষয়ে অধিকার নেই সে বিষয়ে লেখা অনুচিত। এছাড়া লেখায় বিদ্যা জাহির করার প্রবণতাও নিন্দনীয়। কেননা লেখায় বিদ্যা জাহির করা হলে তা পাঠকের পক্ষে যেমন বিরক্তিকর তেমনি রচনার পক্ষেও ক্ষতিকর। এছাড়াও অপ্রয়োজনে বিভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি ব্যবহার এবং অনুকরণবৃত্তিকে লেখক দূষণীয় বলে মনে করেছেন।

০৪. প্রাবন্ধিকের মতে, লেখার মধ্যে অনাবশ্যকভাবে অলংকার প্রয়োগ, সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য অপ্রয়োজনে হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা কাম্য নয়। রচনায় অলংকার বা ব্যঙ্গ প্রয়োগের জন্য সূক্ষ্ম জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যার এ জ্ঞান আছে তার লেখায় আপনা থেকেই এ দুইয়ের সুসংহত প্রয়োগ ঘটে। এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান না থাকায় অনেক লেখক জোরপূর্বক অনাবশ্যক স্থানে অলংকার ও রসিকতার প্রয়োগ ঘটান। ফলে রচনার সৌন্দর্যবৃদ্ধির পরিবর্তে সৌন্দর্যের হানি ঘটে।

০৫. লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রাঞ্জলতা বা সরলতাকেই সকল অলংকারের শ্রেষ্ঠ অলংকার মনে করেছেন। কেননা রচনার সৌন্দর্যবৃদ্ধিতে যত অলংকারই ব্যবহার করা হোক না কেন পাঠক যদি লেখার মর্ম না বুঝতে পারে তাহলে তাঁর লেখার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ। তাই তাঁর মতে, রচনার প্রধান গুণ সরলতা ও প্রাঞ্জলতা।

০৬ অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয় বলে লেখক অন্য লেখকদের অনুকরণ করতে নিষেধ করেছেন। সর্বোপরি তিনি লেখার বস্তুনিষ্ঠতার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। লেখার সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য লেখক প্রয়োজনীয় প্রামাণ্য দলিল সংরক্ষণের কথা বলেছেন। নবীন লেখকগণ বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ মান্য করলে বাংলার লেখক ও পাঠক সমাজ উপকৃত হবে এবং বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে।



CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

## Step 2 পাঠ-পরিচিতি

- **উৎস পরিচিতি** : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উনিশ শতকীয় বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে পরিচিত। তাঁর 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধটি ১৮৮৫ সালে 'প্রচার' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে প্রবন্ধটি তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।
- **সারসংক্ষেপ** : সাধুরীতিতে লেখা 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধটি আকারে ছোট হলেও চিন্তার মৌলিকত্বে অসাধারণ। বক্তব্যের তাৎপর্য বিচার করলে প্রবন্ধটিতে রয়েছে সর্বকালীন বৈশ্বিক আবেদন। নতুন লেখকদের প্রতি তিনি যে পরামর্শ এখানে উপস্থাপন করেছেন তার প্রতিটি বক্তব্যই পালনযোগ্য। খ্যাতি বা অর্থের উদ্দেশ্যে লেখা নয়; লিখতে হবে মানুষের কল্যাণ সাধন কিংবা সৌন্দর্য সৃষ্টির অভিপ্রায়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, অসত্য, নীতি-নৈতিকতা বিরোধী কিংবা পরনিন্দার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত বা স্বার্থজড়িত লেখা পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। তিনি বলতে চান, নতুন লেখকরা কিছু লিখে তাৎক্ষণিকভাবে না ছাপিয়ে কিছুদিন অপেক্ষা করে পুনরায় পাঠ করলে লেখাটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। যার যে বিষয়ে অধিকার নেই সে বিষয়ে লেখার চেষ্টা করা যেমন অনুচিত তেমনি লেখায় বিদ্যা জাহির করার প্রবণতাকেও তিনি নিন্দনীয় বলে মনে করেছেন। অনুকরণবৃত্তিকেও দূষণীয় বলেছেন। অনাবশ্যকভাবে লেখার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি বা পরিহাস করার চেষ্টাও তাঁর কাছে কাম্য নয়। সারল্যকে তিনি সকল অলংকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অলংকার বলে মনে করেছেন। সর্বোপরি বস্তুনিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এভাবে এই ছোট লেখাটিতে তিনি লেখকের আদর্শ কী হওয়া উচিত তা অত্যাবশ্যকীয় শব্দ প্রয়োগে উপস্থাপন করেছেন। নবীন লেখকরা বঙ্কিমচন্দ্রের পরামর্শ মান্য করলে লেখক ও পাঠক সমাজ নিশ্চিতভাবে উপকৃত হবেন; আমাদের মননশীল ও সৃজনশীল জগৎ সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হবে।
- **ভাষারীতি** : সাধুরীতি

> উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভাবিত হন ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কট দ্বারা।

## Step 3 অধ্যায়ভিত্তিক ব্যাকরণিক তথ্য

**সন্ধিনিষ্পন্ন শব্দ**

| | |
|---|---|
| অন + ইষ্ট = অনিষ্ট | ধর্ম + বিরুদ্ধ = ধর্মবিরুদ্ধ |
| পর + নিন্দা = পরনিন্দা | পর + পীড়ন = পরপীড়ন |
| স্ব + অর্থ = স্বার্থ | অলম্ + কার = অলংকার |
| কু + অর্য = কদর্য | কদা + অপি = কদাপি |
| বি + অঙ্গ = ব্যঙ্গ | সম্ + যুক্ত = সংযুক্ত |

**প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয়**

| | |
|---|---|
| প্র + √বৃৎ + তি (ক্তি) = প্রবৃত্তি | বি + √কৃ + ত = বিকৃত |
| মনু + য = মনুষ্য | সুন্দর + য = সৌন্দর্য |
| √যা + ত্র + অ = যাত্রা | যাত্রা + ওয়ালা = যাত্রাওয়ালা |
| √ধৃ + ম = ধর্ম | √পীড় + অন = পীড়ন |
| পরি + √হৃ + য = পরিহার্য | উদ্ + √দিশ্ + য = উদ্দেশ্য |
| উৎ + √কৃষ্ + অ = উৎকর্ষ | সহিত + য = সাহিত্য |
| সময় + ইক = সাময়িক | √কৃ + তব্য = কর্তব্য |
| উদ্ + √হৃ + ত = উদ্ধৃত | উদ্ + √নম্ + তি = উন্নতি |

**উচ্চারণ**

| শব্দ | উচ্চারণ | শব্দ | উচ্চারণ |
|---|---|---|---|
| প্রবৃত্তি | প্রোবৃত্তি | প্রবল | প্রোবোল্ |
| সৌন্দর্য | শোউনদোর্‌জো | প্রবন্ধ | প্রোবোন্‌ধো |
| বিকৃত | বিকৃতো | অনিষ্টকর | অনিশ্‌টোকর |
| অতিশয় | ওতিশয় | উৎকর্ষ | উতকরশো |
| ভাণ্ডার | ভানডার | কদর্য | কদোর্‌জো |
| পুনঃপুনঃ | পুনোপ্‌পুনো | শ্রেষ্ঠ | স্রেশঠো |
| স্বার্থসাধন | শারথোশাধোন্ | উদ্দেশ্য | উদ্‌দেশ্‌শো |

**শব্দের উৎস নির্দেশ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| তৎসম | শ্রেষ্ঠ, কদাপি, অলংকার, ব্যঙ্গ, উৎকর্ষ, কদর্য। | | |
| তদ্ভব | যশ, কদাচ। | দেশি | ভাণ্ডার |
| ইংরেজি | কোটেশন, ইউরোপ। | | |

**বানান সতর্কতা**

বিকৃত, সৌন্দর্য, পরপীড়ন, পরিহার্য, উৎকর্ষ, উদ্ধৃত, ব্যঙ্গ, কদর্য, পুনঃপুনঃ।

## Part 3 MCQ প্রশ্নোত্তর

## Step 1 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. লেখকের 'লোকরঞ্জন-প্রবৃত্তি' প্রবল হয়ে ওঠে কী কারণে?
ⓚ পাঠকের রুচি বিবেচনায় আনলে ⓑ অর্থলাভের আশায় লিখলে
ⓖ সৌন্দর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য থাকলে ⓓ বিদ্যা প্রকাশের প্রচেষ্টা থাকলে **উ: ক**

০২. লেখক রচনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কীসের জন্য লিখতে বারণ করেছেন?
ⓚ যশের ⓑ ক্ষমতার ⓖ অর্থলাভের ⓓ ব্যক্তিস্বার্থের **উ: গ**

০৩. লেখা ভালো হলে কোনটি নিশ্চিত?
ⓚ অর্থ আসবে ⓑ অলংকার আসবে ⓖ খ্যাতি আসবে ⓓ প্রকাশক আসবে **উ: গ**

০৪. অর্থের উদ্দেশ্যে লিখতে গেলে কোন প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠে?
ⓚ চুরি করার প্রবৃত্তি ⓑ স্বার্থ-সাধন প্রবৃত্তি
ⓖ হিংসাত্মক প্রবৃত্তি ⓓ লোক-রঞ্জন প্রবৃত্তি **উ: ঘ**

০৫. বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য কোনটি?
ⓚ মানব-কল্যাণ ⓑ লোকরঞ্জন ⓖ যশলাভ ⓓ অর্থলাভ **উ: ক**

০৬. প্রবন্ধ অনুসারে কোথায় এখন অনেকে টাকার জন্য লেখে?
ⓚ এশিয়ায় ⓑ ইউরোপে ⓖ আফ্রিকায় ⓓ অস্ট্রেলিয়ায় **উ: খ**

০৭. 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধে কোনটিকে সাহিত্য রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য বলা হয়েছে?
ⓚ প্রতিপত্তি অর্জন ⓑ সৌন্দর্য সৃষ্টি ⓖ খ্যাতি লাভ ⓓ ব্যক্তিস্বার্থ **উ: খ**

০৮. মানবকল্যাণ ও সৌন্দর্য সৃষ্টি ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে সাহিত্য রচয়িতাদের লেখক কাদের সাথে তুলনা করেছেন?
ⓚ রিকশাওয়ালা ⓑ কাবুলিওয়ালা ⓖ ফেরিওয়ালা ⓓ যাত্রাওয়ালা **উ: ঘ**

০৯. সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করে লোকরঞ্জন করা হলে রচনা কেমন হয়?
ⓚ সত্য ও সুন্দর ⓑ জটিল ও দুর্বোধ্য
ⓖ বিকৃত ও অনিষ্টকর ⓓ সরল ও সহজবোধ্য **উ: [illegible]**

১০. প্রাবন্ধিক লেখাকে কত বছর ফেলে রাখতে বলেছেন?
ⓚ দুই-তিন বছর ⓑ দুই-এক বছর ⓖ চার-পাঁচ বছর ⓓ দুই-চার বছর **উ: [illegible]**

১১. কোন উদ্দেশ্যে লিখতে গেলে লেখায় লোকরঞ্জন-প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে পড়ে?
ⓚ অর্থের ⓑ পাঠকের রুচি বিচারে ⓖ পাঠকের মনোরঞ্জনে ⓓ সম্মানের **উ: [illegible]**

১২. কোন ধরনের প্রবন্ধ একেবারেই পরিহার্য?
ⓚ লোক দেখানো প্রবন্ধ ⓑ পাঠকের মনোরঞ্জনের প্রবন্ধ
ⓖ ধর্মবিরুদ্ধ প্রবন্ধ ⓓ খ্যাতি অর্জনের প্রবন্ধ **উ: [illegible]**

১৩. কোন সাহিত্য লেখকের পক্ষে অবনতিকর?
ⓚ পাক্ষিক সাহিত্য ⓑ মাসিক সাহিত্য ⓖ সাপ্তাহিক সাহিত্য ⓓ সাময়িক সাহিত্য **উ: [illegible]**

১৪. লেখকের ভাণ্ডারে না থাকলে কী মাথা কুটলেও আসবে না?
ⓚ অলংকার ⓑ উপযোগী শব্দ ⓖ পরিভাষা ⓓ উপমা **উ: [illegible]**

১৫. 'বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করিবেন না' কেননা বিদ্যা থাকলে–
ⓚ পাঠক অপমানিত বোধ করে ⓑ রচনার সরলতা নষ্ট হয়
ⓖ স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ পায় ⓓ সব পাঠকের রুচি এক নয় **উ: [illegible]**

১৬. রচনায় লেখকের বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা পাঠকের জন্য কী হয়ে ওঠে?
ⓚ অবমাননাকর ⓑ বিরক্তিকর ⓖ হানিকর ⓓ ভয়ংকর **উ: [illegible]**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

## Step 2 বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

### ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস– [E ২১-২২]
ⓚ চরিত্রহীন ⓚ চোখের বালি ⓖ দুর্গেশনন্দিনী ⓖ বিষবৃক্ষ উ: গ

০২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'রাজসিংহ' একটি– [পুন: ঘ ১৮-১৯]
ক গল্পগ্রন্থ খ মিথ-আশ্রয়ী উপন্যাস গ ঐতিহাসিক উপন্যাস ঘ রম্যরচনা উ: গ

০৩. বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী? [ঘ ১৩-১৪; জবি E ১৭-১৮]
ক সাধনা খ কালি ও কলম গ বঙ্গদর্শন ঘ বঙ্গভারতী উ: গ

### জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'কাঁঠালপাড়া' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন কোন লেখক? [ক ১২-১৩]
ক আহসান হাবীব খ সুকান্ত ভট্টাচার্য
গ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ ফররুখ আহমদ উ: গ

### জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. সাহিত্যসম্রাট নামে খ্যাত নিচের কোন লেখক? [E : ২৩-২৪]
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ বিহারীলাল চক্রবর্তী ঘ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উ: খ

০২. নিচের কোন গ্রন্থসমূহ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত নয়? [C।২২-২৩]
ক কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, রঙ্গমঞ্চ প্রবন্ধ
খ কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ, দুর্গেশনন্দিনী
গ দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, বিবিধ প্রবন্ধ
ঘ বিষবৃক্ষ, কমলাকান্তের দপ্তর, লোকরহস্য উ: ক

০৩. নিচের কোনটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থ নয়? [C ১৯-২০]
ক কৃষ্ণরহস্য খ বিজ্ঞানরহস্য গ সীতারাম ঘ লোকরহস্য উ: ক

০৪. রসাত্মক ও ব্যঙ্গধর্মী রচনার সংকলন কোনটি? [A ১৮-১৯; চবি A ১৮-১৯]
ক কপালকুণ্ডলা খ বিষবৃক্ষ গ কমলাকান্তের দপ্তর ঘ চন্দ্রশেখর উ: গ

০৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'বিড়াল' কী ধরনের রচনা? [A ১৭-১৮]
ক উপন্যাস খ প্রবন্ধ গ গল্প ঘ কবিতা উ: খ

০৬. কোন উপন্যাসগুচ্ছ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের? [C ১৭-১৮]
ক কালান্তর, সাম্য, বিবিধ প্রসঙ্গ খ বিজ্ঞান রহস্য, কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য
গ ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, আরণ্যক ঘ কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, সীতারাম উ: ঘ

০৭. কোন প্রবন্ধগুচ্ছ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের? [C ১৭-১৮]
ক কালান্তর, সাম্য, বিবিধ প্রসঙ্গ খ বিজ্ঞান রহস্য, কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য
গ ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রজনী ঘ কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, আরণ্যক উ: খ

০৮. পেশায় তিনি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এখানে 'তিনি' কে? [E ১৭-১৮]
ক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ প্রমথ চৌধুরী
গ জহির রায়হান ঘ সৈয়দ আলী আহসান উ: ক

### রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বিড়াল' রচনায় কোন চরিত্রের মাধ্যমে দরিদ্রের অধিকার ও সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে? [A : ২৩-২৪]
ক বিড়াল খ কমলাকান্ত গ নৈয়ায়িক ঘ নেপোলিয়ান উ: ক

০২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস কোনটি? [A ১৭-১৮; খুবি B ১৭-১৮]
ক কপালকুণ্ডলা খ বিষবৃক্ষ গ দুর্গেশনন্দিনী ঘ আনন্দমঠ উ: গ

০৩. বঙ্কিমচন্দ্র কত সালে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন? [A ১৭-১৮]
ক ১৮৯১ খ ১৮৯৪ গ ১৮৯২ ঘ ১৮৯৩ উ: ক

০৪. 'Rajmohon's Wife' উপন্যাসটি কোন লেখকের রচনা? [K ১৭-১৮]
ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উ: খ

০৫. কোনটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস নয়? [E ১৬-১৭]
ক চরিত্রহীন খ সীতারাম গ রাজসিংহ ঘ চন্দ্রশেখর উ: ক

০৬. বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস কোনটি? [A ১৩-১৪]
ক রজনী খ আনন্দমঠ গ কৃষ্ণকান্তের উইল ঘ সবগুলো উ: ঘ

### চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' রচনার শুরুতে লেখক কীসের জন্য লিখতে নিষেধ করেছেন? [D : ২৩-২৪]
ক অর্থ খ যশ গ ধর্ম ঘ সৌন্দর্য উ: খ

০২. নিচের কোনটি উপন্যাস? [D ১৯-২০]
ক সীতারাম খ কমলাকান্তের দপ্তর গ কৃষ্ণ চরিত্র ঘ লোকরহস্য উ: ক

০৩. 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' প্রথম যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, সেটির নাম– [গ ০৯-১০]
ক সবুজপত্র খ সংবাদ প্রভাকর গ তত্ত্ববোধিনী ঘ বঙ্গদর্শন উ: ঘ

০৪. বাংলা উপন্যাসের জনক কে? [গ ১৫-১৬; ইবি গ ১৩-১৪]
ক রবীন্দ্রনাথ খ শরৎচন্দ্র গ বঙ্কিমচন্দ্র ঘ বিভূতিভূষণ উ: গ

০৫. বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচর্চার শুরু কোন পত্রিকার মাধ্যমে? [F ১৬-১৭]
ক সংবাদ প্রভাকর খ তত্ত্ববোধিনী গ বঙ্গদর্শন ঘ সবুজপত্র উ: ক

### জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'লোকরহস্য' বইটির লেখক কে? [ক ১৫-১৬]
ক রবীন্দ্রনাথ খ বঙ্কিমচন্দ্র গ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘ সত্যেন্দ্রনাথ উ: খ

০২. সাহিত্যসম্রাট হলেন : [ক ১৬-১৭; চবি ঘ+খ ১১-১২; রাবি ক ১৫-১৬; ঢাবি ১৬-১৭]
ক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ কাজী নজরুল ইসলাম ঘ মাইকেল মধুসূদন দত্ত উ: ক

### বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'কমলাকান্তের দপ্তর' রচনাটিতে গোয়ালিনি চরিত্রটির নাম কী? [A ১৭-১৮]
ক মঙ্গলা খ কপিলা গ কমলা ঘ প্রসন্ন উ: ঘ

০২. 'বাংলার ওয়াল্টার স্কট' বলা হয় কাকে? [B ১৭-১৮]
ক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ প্রমথ চৌধুরী গ আবদুল করিম ঘ নজিবর রহমান উ: ক

### ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর রচিত গ্রন্থ কোনটি? [১১-১২]
ক চক্রবাক খ প্রফুল্ল গ কৃষ্ণকান্তের উইল ঘ নীল লোহিত উ: গ

### বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'যুগন্ধর সাহিত্য স্রষ্টা' বলা হয় কাকে? [C ১৮-১৯]
ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ প্রমথ চৌধুরী ঘ সৈয়দ মুজতবা আলী উ: খ

০২. 'সাম্য' গদ্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে? [F ১৭-১৮; বেরোবি খ ১৬-১৭]
ক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উ: ক

০৩. 'বিবিধ প্রবন্ধ' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কী ধরনের রচনা? [E ১৭-১৮]
ক গদ্যগ্রন্থ খ উপন্যাস গ প্রবন্ধ ঘ নাটক উ: গ

০৪. 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' প্রথম কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়? [F ১৪-১৫]
ক ফাল্গুন সংখ্যায় খ ভাদ্র সংখ্যায় গ আশ্বিন সংখ্যা ঘ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা উ: ক

০৫. কোনটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত উপন্যাস নয়? [G ১৬-১৭]
ক দুর্গেশনন্দিনী খ কমলাকান্তের দপ্তর গ বিষবৃক্ষ ঘ কৃষ্ণকান্তের উইল উ: খ

### খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'চন্দ্রশেখর' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [B ১৮-১৯]
ক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ বিহারীলাল চক্রবর্তী
গ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ টেকচাঁদ ঠাকুর উ: গ

### গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয় কত সালে? [১৭-১৮]
ক ১৮৭২ খ ১৮৮২ গ ১৮৭৫ ঘ ১৮৭৮ উ: ক

### বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

০১. কোন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগদান করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নীলকরদের অত্যাচার দমন করেছিলেন? [FASS : ২৩-২৪]
ক ঢাকা খ খুলনা গ কুমিল্লা ঘ যশোর উ: খ



CamScanner

## Step 4 HSC বোর্ড পরীক্ষা ও পাঠ্যবইয়ের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. রচনায় বিদেশি ভাষার উদ্ধৃতি কী প্রমাণ করে?
ক অনধিকার চর্চা খ সাময়িক সাহিত্যে আসক্তি
গ পাণ্ডিত্য প্রমাণের চেষ্টা ঘ অলংকারের অপ্রয়োগ
উ: গ

০২. 'এ কথা কদাপি মনে স্থান দিও না' কোন কথা?
ক লেখা ফেলে রাখার কথা খ মানবকল্যাণের উদ্দেশ্য
গ অনুকরণের বাসনা ঘ সরলতার ধারণা
উ: গ

০৩. কোনো লেখার যথেষ্ট প্রমাণ না থাকলে সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কী পরামর্শ দিয়েছেন?
ক লিখিও না খ থামিও না
গ প্রমাণ সংগ্রহ করা আবশ্যক ঘ প্রমাণ আবশ্যক নয়
উ: ক

০৪. 'বঙ্গদর্শনের নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' রচনায় কোন ব্যবসায়ীদের নীচ শ্রেণির বলা হয়েছে?
ক সবজি ব্যবসায়ীদের খ চামড়া ব্যবসায়ীদের
গ যাত্রা ব্যবসায়ীদের ঘ ধান ব্যবসায়ীদের
উ: গ

০৫. রচনার পরিপাট্যের জন্য কোনটি বিশেষ ক্ষতিজনক?
ক রচনা ফেলে রাখা খ অলংকার প্রয়োগ
গ প্রমাণাদি সংযুক্ত করা ঘ বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা

০৬. বঙ্কিমচন্দ্র রচনায় লেখককে কোন ভাষার উদ্ধৃতি ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করেছেন?
ক দেশি ভাষার খ সাধু ভাষার
গ লেখকের অজানা ভাষার ঘ ইংরেজি ভাষার

০৭. প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র এখনকার প্রবন্ধে কোনটি বড় বেশি দেখতে পান?
ক বিদেশি ভাষার উদ্ধৃতি খ মাতৃভাষার উদ্ধৃতি
গ সাধু ভাষার উদ্ধৃতি ঘ চলিত ভাষার উদ্ধৃতি

## Step 5 BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. 'জীবদেব যোশনবীশ' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কোন গ্রন্থের চরিত্র? [৪৬তম বিসিএস]
ক কমলাকান্ত খ লোকরহস্য
গ মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত ঘ যুগলাঙ্গুরীয়
উ: ক

০২. 'মনোরমা' বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসের চরিত্র? [৪৪তম বিসিএস]
ক কৃষ্ণকান্তের উইল খ দুর্গেশনন্দিনী গ মৃণালিনী ঘ বিষবৃক্ষ
উ: গ

০৩. কত সালে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয়? [৪৩তম বিসিএস]
ক ১৮৬০ খ ১৮৬১ গ ১৮৬৫ ঘ ১৮৬৭
উ: গ

০৪. বাংলা আধুনিক উপন্যাস-এর প্রবর্তক ছিলেন- [৪০তম বিসিএস]
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ প্যারীচাঁদ মিত্র
গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
উ: ঘ

০৫. নিচের যে উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজজীবনের চিত্র প্রাধান্য লাভ করেনি- [৩৬তম বিসিএস]
ক গণদেবতা খ পদ্মানদীর মাঝি গ সীতারাম ঘ পথের পাঁচালী
উ: গ

০৬. 'কপালকুণ্ডলা' কোন প্রকৃতির রচনা? [৩৫তম বিসিএস]
ক রোমান্সমূলক উপন্যাস খ ঐতিহাসিক উপন্যাস
গ বিয়োগান্তক নাটক ঘ সামাজিক উপন্যাস
উ: ক

০৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের চরিত্র কোনটি? [৩৩তম বিসিএস]
ক কুন্দনন্দিনী খ শ্যামাসুন্দরী গ বিমলা ঘ রোহিণী
উ: ক

০৮. 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের লেখক কে? [৩১তম বিসিএস]
ক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
গ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ আনন্দমোহন বাগচী

০৯. 'কাঁঠালপাড়া'য় জন্মগ্রহণ করেন কোন লেখক? [৩০তম বিসিএস]
ক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ সুভাষ মুখোপাধ্যায়
গ কাজী ইমদাদুল হক ঘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস কোনটি? [২৯তম বিসিএস]
ক রাজসিংহ খ আনন্দমঠ গ দুর্গেশনন্দিনী ঘ দেবী চৌধুরাণী

১১. 'সাম্য' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [২৪তম বিসিএস (বাতিল)]
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ
গ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

১২. রোহিণী-বিনোদিনী-কিরণময়ী কোন গ্রন্থগুচ্ছের চরিত্র? [২৩তম বিসিএস]
ক বিষবৃক্ষ-চতুরঙ্গ-চরিত্রহীন খ কৃষ্ণকান্তের উইল-যোগাযোগ-পথের দাবী
গ দুর্গেশনন্দিনী-চোখের বালি-গৃহদাহ ঘ কৃষ্ণকান্তের উইল-চোখের বালি-চরিত্রহীন

১৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্রের নাম-
ক নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনী খ মধুসূদন ও কুমুদিনী
গ গোবিন্দলাল ও রোহিণী ঘ সুরেশ ও অচলা

## Step 6 বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. 'যশের জন্য লিখিবেন না।' তা হলে-
i. যশলাভ হবে না ii. লেখার মান খারাপ হবে iii. অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে না
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উ: ক

০২. আমাদের দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনায় লেখকদের উচিত নয়-
i. রচনায় লোকরঞ্জন করা ii. মানবকল্যাণে লেখা iii. টাকার জন্য লেখা
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উ: খ

০৩. মানুনের ইচ্ছা অনেক বড়ো লেখক হয়ে অনেক টাকার মালিক হওয়া। তার প্রতি পাঠ্যভুক্ত প্রবন্ধ অনুসারে বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ হলো-
i. যশের জন্য লিখিবেন না ii. টাকার জন্য লিখিবেন না iii. মানবকল্যাণে লিখিবেন
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উ: ঘ

০৪. আমাদের দেশের পাঠক বিবেচনায়, সেই রচনা হিতকর হতে পারে না, যে রচনা-
i. লেখক স্বার্থসাধনের জন্য লেখেন ii. লেখক অর্থলাভের জন্য লেখেন
iii. পরনিন্দা বা পরপীড়নকে উৎসাহিত করে
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উ: ঘ

০৫. সাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো-
i. সত্য ও সুন্দরের চর্চা ii. পাঠকের মনোরঞ্জন iii. মানবজাতির কল্যাণ সাধন
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উ: খ

০৬. 'অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী-ধারণ মহাপাপ' অন্য উদ্দেশ্য বলতে বোঝানো হয়েছে-
i. ধর্মপ্রচার ii. ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধার iii. মানুষের অনিষ্ট সাধন
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উ: গ

০৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচনাকে কিছুকাল ফেলে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন-
i. ভুল-ত্রুটি সংশোধনের জন্য ii. রচনার উৎকর্ষ লাভের জন্য
iii. লেখকের জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের জন্য
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উ: গ

০৮. সাময়িক সাহিত্য লেখকের পক্ষে অবনতিকর। কেননা, এতে-
i. ভুলত্রুটি থাকার আশঙ্কা থাকে ii. কম অর্থ পাওয়া যায়
iii. লেখক নিজেকে শুধরে নেওয়ার সুযোগ পান না
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উ: গ

০৯. রচনায় বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করা অনুচিত, কেননা-
i. বিদ্যা থাকলে আপনিই প্রকাশ পায় ii. পাঠক বিরক্তবোধ করে
iii. রচনার গুণগত মান নষ্ট হয়
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উ: গ

১০. রচনার উৎকর্ষ সাধনে বর্জনীয়-
i. যশ লাভের আশা ii. বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করা iii. ব্যঙ্গ ও অলংকারের অযাচিত প্রয়োগ
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উ: ঘ



CamScanner

১১. রচনার উৎকর্ষ সাধনে প্রয়োজন–
i. ছাপানোর পূর্বে কিছুকাল সময় নিয়ে সংশোধন করা
ii. রচনায় যথাসম্ভব বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করা
iii. অলংকারের প্রয়োগে সাবধানতা অবলম্বন করা
নিচের কোনটি ঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: খ

১২. সরলতাকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সকল অলংকারের শ্রেষ্ঠ অলংকার বলেছেন। কারণ–
i. পাঠক সহজে লেখা বুঝতে পারে
ii. লেখকের লেখা বুঝতে পারাই লেখার সার্থকতা
iii. লেখা দুর্বোধ্য হলে তার সৌন্দর্য হারায়
নিচের কোনটি ঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: ঘ

১৩. উদ্ধৃত রচনার বৈশিষ্ট্য হলো–
i. এতে লেখকের বিদ্যার প্রকাশ ঘটে ii. এটি পাঠক সহজেই বুঝতে পারে
iii. মানবকল্যাণই এর মূল উদ্দেশ্য
নিচের কোনটি ঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: গ

১৪. ভালো লেখক হতে গেলে পরিত্যাগ করতে হবে–
i. অনুকরণপ্রিয়তা ii. যশ লাভের চেষ্টা iii. বর্ণনিষ্ঠতা
নিচের কোনটি ঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: ক

১৫. 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' রচনায় নিহিত রয়েছে–
i. মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ ii. আদর্শ লেখক হওয়ার অনুপ্রেরণা
iii. সৃজনশীলতা ও মননশীলতার সমৃদ্ধি
নিচের কোনটি ঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: ঘ

১৬. 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' রচনায় লেখকের কামনা–
i. বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ii. সৃজনশীলতার উৎকর্ষ iii. লেখক হিসেবে যশপ্রাপ্তি
নিচের কোনটি ঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: ক

১৭. 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' রচনার তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো–
i. চিন্তার মৌলিকতা ii. সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস iii. চিরন্তন আবেদন
নিচের কোনটি ঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: ঘ

১৮. বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, লেখার সময় লেখককে ভাবতে হবে–
i. খ্যাতি ও অর্থের কথা ii. সৌন্দর্য সৃষ্টির কথা iii. মানুষের মঙ্গলের কথা
নিচের কোনটি ঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: গ

১৯. উদ্ধৃত মানের রচনা লেখার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র গুরুত্ব দিয়েছেন–
i. সত্যনিষ্ঠার ওপর ii. পরিমিত সংক্ষেপণের ওপর iii. সারল্যের ওপর
নিচের কোনটি ঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: ঘ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নটির উত্তর দাও :
"আপনাদের যে জেরেছুরে গড়তে চায় পরের ছাঁদে,
অলীক, ফাঁকি, মেকি সে জন, নামটা তার কদিন বাঁচে।"

২০. কবিতাংশের ভাব 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধের লেখকের যে নিবেদনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা হলো–
i. পরানুকরণে নিরুৎসাহিতা ii. অন্য লেখকদের অনুকৃতি iii. স্বকীয়তায় সচেষ্ট থাকা
নিচের কোনটি ঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও ii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: গ

২১. বাবুল একটি প্রবন্ধ রচনার পরদিনই পত্রিকায় ছাপাতে চাইলে প্রকাশক বললেন আরও কয়েকদিন রেখে প্রবন্ধটি অনেক বার পড়ো। এরপর নিয়ে এসো। প্রকাশকের পরামর্শ মানলে বাবুল যেভাবে উপকৃত হবে–
i. ভুল-ত্রুটি শুধরে নেওয়ার সুযোগ পাবে ii. তুলনামূলক বেশি সম্মানি পাবে
iii. প্রবন্ধটির মান বৃদ্ধি করতে পারবে
নিচের কোনটি ঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: খ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নটির উত্তর দাও :
সমাজপতিদের কাছে খাতির লাভের বাসনায় শমক তাদের প্রশংসা করে প্রবন্ধ রচনা করে। তাদের অন্যায় ও দুর্নীতি আড়াল করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে সে।

২২. এরূপ তুলনার কারণ–
i. ব্যক্তিগত স্বার্থে সাহিত্য রচনা ii. মানুষের অনিষ্ট সাধনে সাহিত্য রচনা
iii. সাহিত্য রচনার মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুতি
নিচের কোনটি ঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: ঘ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নটির উত্তর দাও :
প্রিয় এক সাহিত্যিকের রচনায় নানা বিদেশি শব্দের ব্যবহার দেখে রুম্মান নিজের লেখায় বিভিন্ন ভাষার শব্দ ও উদ্ধৃতি ব্যবহার শুরু করল।

২৩. রুম্মানের রচনা যে সকল দোষে দুষ্ট হতে পারে–
i. অনুকরণপ্রিয়তা ii. বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা iii. অলংকারের অপপ্রয়োগ
নিচের কোনটি ঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উ: ক

## Part 4 লিখিত অংশ

## Step 1 জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

- 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধে লেখক লেখার ক্ষেত্রে–

**যা না করেছেন**
- * যশের জন্য লিখতে।
- * টাকার জন্য লিখতে।
- * লিখে, তা হঠাৎ ছাপাতে।
- * বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করতে।
- * যে ভাষা আপনি জানেন না, পরের গ্রন্থের সাহায্যে সে ভাষা হতে কদাচ উদ্ধৃত না করতে।
- * অনাবশ্যক অলংকার প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টা করতে।
- * কারও অনুকরণ করতে।
- * যে কথার প্রমাণ দিতে পারবে না, তা লিখতে।

- যশের জন্য লিখলে লেখা ভালো হয় না, যশও হয় না।
- প্রাবন্ধিক অর্থ প্রাপ্তির জন্য নয় বরং ভালো লেখার জন্য লেখা আহ্বান করেছেন।
- লেখা ভালো হলে আপনি আসবে– যশ।
- বঙ্কিমচন্দ্রের মতে আমাদের এখনও ইউরোপের মতো টাকার জন্য লেখার দিন হয় নাই।
- সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করে লিখলে রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর হয়ে পড়ে।
- প্রাবন্ধিক অবশ্য লিখতে বলেছেন– যে লেখা দেশের বা মনুষ্যজাতির মঙ্গল করতে পারে অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।
- যা অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ; পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যার উদ্দেশ্য এ লেখা হিতকর নয় এবং তা একবারে পরিহার্য ।
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য– সত্য ও ধর্ম।
- 'সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য' এ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ– মহাপাপ।
- প্রাবন্ধিক লেখার পর হঠাৎ লেখা না ছাপিয়ে নবীন লেখকদের কিছুকাল ফেলে রেখে সংশোধন করতে বলেছেন।
- যে ধরনের সাহিত্য লেখকের পক্ষে অবনতিকর– সাময়িক সাহিত্য।
- কাব্য, নাটক, উপন্যাস দু এক বছর ফেলে রেখে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে।
- প্রাবন্ধিকের মতে, সাময়িক সাহিত্য হচ্ছে– যা লেখা মাত্রই বিলম্ব না করে ছাপানো হয়ে থাকে।
- 'যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, সে বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপ অকর্তব্য।' সাময়িক সাহিত্যে এ নিয়মটি– রক্ষিত হয় না
- যে বিষয়ে অধিকার নেই সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ– অকর্তব্য।
- রচনায় বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা পাঠকের পক্ষে– অতিশয় বিরক্তিকর।
- রচনায় বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা পরিপাট্যের জন্য বিশেষ– হানিজনক।
- প্রাবন্ধিক বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করতে– নিষেধ করেছেন।
- বিদ্যা থাকিলে আপনিই– প্রকাশ পায়।



CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- এখনকার প্রবন্ধে লেখক ইংরেজি, সংস্কৃত, ফরাসি, জার্মান কোটেশন বড় বেশি দেখতে পান বলে উল্লেখ করেছেন।
- লেখকের ভাণ্ডারে অলংকার ও ব্যঙ্গ থাকিলে প্রয়োজন মতে আপনিই আসিয়া পৌঁছিবে।
- প্রাবন্ধিকের ভাষায়- 'যে ভাষা আপনি জানেন না, পরের গ্রন্থের সাহায্যে সে ভাষা হইতে কদাচ উদ্ধৃত করিবেন না।'
- অসময়ে বা শূন্য ভাণ্ডারে অলংকার প্রয়োগ বা রসিকতার চেষ্টা প্রয়োগের মতো কদর্য আর কিছু নাই।
- 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধ অনুসারে তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক- যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন।
- প্রাবন্ধিকের মতে, সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা।
- বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বোঝানো।
- প্রাবন্ধিকের মতে, অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, গুণগুলি হয় না।
- অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়। এ বাক্যের অনুকৃত শব্দের অর্থ- অনুকৃত (অনু-কৃত) অনুকরণ (নকল) করা হয়েছে এমন।
- প্রাবন্ধিকের মতে, যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহা লিখিও না।
- প্রাবন্ধিকের ভাষায়, প্রমাণগুলি সংযুক্ত করা সকল সময়ে প্রয়োজন হয় না, কিন্তু হাতে থাকা চা...
- বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, বাঙ্গালার ভরসা হচ্ছে- বাঙ্গালা সাহিত্য।
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ইংরেজি উপন্যাসের নাম- Rajmohan's Wife (1864)।
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'রায় বাহাদুর' খেতাব পান- ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে।
- 'সকল অলংকারের শ্রেষ্ঠ অলংকার ——।' শূন্যস্থানে বসবে- সরলতা।

## Step 2 অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

**০১. 'যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহা লিখিও না' ব্যাখ্যা কর।**

**উত্তর :** লেখার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ওপর জোর দিতে গিয়ে প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ উক্তিটি করেছেন।

রচনার বিশুদ্ধতা এবং সমালোচকের বিরূপ মন্তব্যের জবাব দেওয়ার জন্য প্রাবন্ধিক প্রমাণসাপেক্ষ লেখার কথা বলেছেন। একটি রচনার প্রাণ হলো তার বস্তুনিষ্ঠতা। এজন্য লেখককে অবশ্যই সত্যাশ্রয়ী হতে হবে। একজন লেখক তার রচনায় যে তথ্য উপস্থাপন করেন তার পক্ষে অবশ্যই কিছু প্রমাণ হাতে থাকা আবশ্যক। অনেক সময় প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও কোনো কোনো লেখক ব্যক্তিগত আবেগ বা চাপের বশবর্তী হয়ে মনগড়া তথ্য পরিবেশন করেন। নবীন লেখকদের এ বিষয়ে সতর্ক করার জন্যই প্রাবন্ধিক প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছেন।

**০২. 'বিদ্যা থাকিলে, তাহা আপনিই প্রকাশ পায়, চেষ্টা করিতে হয় না' মন্তব্যটি সপক্ষে যথাযথ যুক্তি তুলে ধর।**

**উত্তর :** সাহিত্যে বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করাকে নিষেধ করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র লেখকদের তাদের রচনায় বিদ্যা তথা অতিশয় পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি মনে করেন রচনায় বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা পাঠকদের কাছে বিরক্তিকর লাগে এবং তা রচনার সৌন্দর্যকে নষ্ট করে দেয়। অনেকে আবার তাদের রচনায় অপ্রয়োজনীয়ভাবে ইংরেজি, সংস্কৃত, ফারসি, জার্মান ভাষার কোটেশন ব্যবহার করে। এতে রচনার মান ক্ষুণ্ণ হয়। তাই প্রাবন্ধিক বলেছেন রচনায় অপ্রয়োজনীয়ভাবে পাণ্ডিত্য জাহির করার প্রয়োজন নেই। পাণ্ডিত্য থাকলে এমনিতেই প্রকাশ পাবে।

**০৩. 'অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী-ধারণ মহাপাপ' বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?**

**উত্তর :** 'অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী-ধারণ মহাপাপ' বলতে লেখক সত্য ও নীতি-নৈতিকতা বিরোধী বিষয় নিয়ে সাহিত্য রচনাকে বুঝিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে, খ্যাতি বা অর্থলাভের উদ্দেশ্যে নয়- লিখতে হবে মানুষের কল্যাণ ও সৌন্দর্য সৃষ্টির অভিপ্রায়ে। তিনি অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ, নীতি-নৈতিকতাহীন ও পরনিন্দার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বা স্বার্থতাড়িত লেখা পরিহার করতে বলেছেন। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গেই লেখক বলেছেন- অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ মহাপাপ।

**০৪. 'সাময়িক সাহিত্য লেখকের পক্ষে অবনতিকর' ব্যাখ্যা কর।**

**উত্তর :** সাময়িক সাহিত্য লেখকের লেখার মানোন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ বলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছেন।

প্রাবন্ধিক কোনো লেখা রচনা করার সাথে সাথে তা প্রকাশ না করার জন্যে লেখকদের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি মনে করেন কোনো লেখা কিছুকাল ফেলে রেখে পুনরায় পড়লে তাতে অনেক ভুল ত্রুটি চোখে পড়ে এবং সেটা সংশোধন করার সুযোগ থাকে। এতে করে লেখার মানও ভালো হয়। কিন্তু যারা সাময়িক সাহিত্যের কার্যে ব্রতী হন তাদের পক্ষে এভাবে সময় নিয়ে লেখার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে সাময়িক সাহিত্য লেখকের পক্ষে অবনতিকর হয়ে পড়ে।

**০৫. 'তিনি শ্রেষ্ঠ লেখক' বলতে কী বোঝানো হয়েছে ব্যাখ্যা কর।**

**উত্তর :** রচনায় সহজ-সরলভাবে ভাব প্রকাশ করাই শ্রেষ্ঠ লেখকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। লেখকের এই বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে প্রাবন্ধিক আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, সরলতা রচনার সেরা অলংকার। লেখার প্রধান উদ্দেশ্য পাঠককে বোধগম্য করা। অনেক সময় অতিমাত্রায় অলংকার প্রয়োগ করতে গিয়ে লেখকগণ লেখাকে দুর্বোধ্য করে তোলেন। যা লেখার মানকে বিনষ্ট করে। তাই প্রাবন্ধিক মনে করেন সকল অলংকারের শ্রেষ্ঠ অলংকার হলো সহজ সাবলীলভাবে বক্তব্যকে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা। যিনি সোজা কথায় নিজের মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন।

**০৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনুকরণপ্রবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করেছেন কেন?**

**উত্তর :** অনুকরণপ্রবৃত্তি সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের পথে অন্তরায় বলে বঙ্কিমচন্দ্র অনুকরণপ্রবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করেছেন।

অনেক লেখক বিখ্যাত লেখকদের অনুকরণ করে সাহিত্য রচনায় আগ্রহী হন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, অনুকরণপ্রবৃত্তি ভালো লেখক হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ। কেননা অনুকরণ করার ফলে লেখকের নিজস্ব সত্তার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। অনুকরণের ফলে গুণের পরিবর্তে দোষগুলিই বেশি অনুকৃত হয়। এজন্য প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনুকরণপ্রবৃত্তি বর্জন করার পরামর্শ দিয়েছেন।

**০৭. 'সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য' ব্যাখ্যা কর।**

**উত্তর :** সাহিত্য রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য মানবকল্যাণ ও সৌন্দর্য সৃষ্টি সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

লেখকগণ মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। মানুষের নিরানন্দ মনে আনন্দের সঞ্চার ও কল্যাণকর অনুভূতি জাগিয়ে তোলেন। অসত্য, ধর্মবিরোধী, নীতি-নৈতিকতা বিরোধী লেখা বা পরনিন্দা করা সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়। মহৎ চিন্তা ও সুন্দর জীবন গঠনের প্রত্যাশা নিয়েই সাহিত্য রচনা করা হয়। তাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য সত্য ও ধর্ম ব্যতীত অন্য কিছু হতে পারে না।

**০৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাময়িক সাহিত্য রচনার বিপক্ষে মত দিয়েছেন কেন?**

**উত্তর :** সাময়িক সাহিত্য লেখকের উৎকর্ষ সাধনের পথে অন্তরায় বলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাময়িক সাহিত্য রচনার বিপক্ষে মত দিয়েছেন।

সাময়িক সাহিত্য রচনাকারীদের অল্প সময়ের মধ্যে লেখা শেষ করে তাৎক্ষণিকভাবে ছাপাতে হয়। এর ফলে লেখক ভুল-ত্রুটি সংশোধনের সময় পান না। লেখা শেষ করে কিছুদিন ফেলে রাখলে লেখক পুনরায় পাঠ করে রচনার প্রয়োজনীয় সংশোধনের সুযোগ পান। এতে রচনা উৎকর্ষ লাভ করে। সাময়িক সাহিত্য রচয়িতারা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। এতে লেখকের উৎকর্ষ সাধনের পথ সংকীর্ণ হয়ে যায়। তাই প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র সাময়িক সাহিত্য রচনার বিপক্ষে মত দিয়েছেন।

**০৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নবীন লেখকদের টাকার জন্য লিখতে বারণ করেছেন কেন?**

**উত্তর :** টাকার জন্য লিখলে লোকরঞ্জন-প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে পড়ে বলে প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নবীন লেখকদের অর্থলাভের উদ্দেশ্যে লিখতে বারণ করেছেন।

টাকার জন্য লিখতে গেলে অর্থদাতার মনরক্ষার বিষয়টি এসে পড়ে। এতে লেখা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বা স্বার্থতাড়িত হয়। তাই লেখক অর্থলাভের উদ্দেশ্যে লিখতে বারণ করেছেন। শিক্ষা ও রুচির বিবেচনায় আমাদের দেশের পাঠক এখনো উন্নতির শিখর থেকে দূরে। এদের অনেকের মনন বা রুচি উন্নত নয়। তাই সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন করতে গেলে লেখককে তাদের স্তরে নামতে হবে। ফলে লেখককেও রচনার মানের সাথে আপস করতে হবে। এজন্য লেখক নবীন লেখকদের টাকার বিনিময়ে লিখতে বারণ করেছেন।

**১০. সাহিত্য রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর?**

**উত্তর :** সাহিত্য রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য মানবকল্যাণ ও সৌন্দর্য সৃষ্টি।

বিভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। কারো উদ্দেশ্য অর্থলাভ, কারো উদ্দেশ্য যশ বা খ্যাতিলাভ। কেউবা শুধু সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যই সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। আবার কেউ মানুষের কল্যাণের জন্য সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন হন। সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো সত্য ও ধর্ম। মানবকল্যাণ ও সৌন্দর্য সৃষ্টি যার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ কারণে মানবকল্যাণ ও সৌন্দর্য সৃষ্টি সাহিত্য রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

**১১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শগুলো নবীন লেখক ও পাঠকদের কীভাবে উপকৃত করবে?**

**উত্তর :** আদর্শ লেখক ও উৎকর্ষ রচনা লেখায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শগুলো লেখক ও পাঠকদের উপকৃত করবে।

'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আদর্শ লেখক হওয়ার উপায় সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেছেন। একই সাথে কীভাবে উৎকৃষ্ট রচনা লেখা যায় তার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। নবীন লেখকগণ তাঁর পরামর্শগুলো অনুসরণ করলে উৎকৃষ্ট রচনা লিখতে পারবে। এতে পাঠকদের পড়ার আগ্রহও বৃদ্ধি পাবে। এভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের পরামর্শ লেখক ও পাঠকদের উপকৃত করবে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

# Part 5 SELF TEST

## Step 1 SELF TEST MCQ

০১. কোনো বিষয়ে লেখার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কী পরামর্শ দিয়েছেন?
ক লেখায় সব প্রমাণ সংযুক্ত করতে হবে খ কিছু প্রমাণ সংরক্ষণ করতে হবে
গ সব প্রমাণ হাতে রাখতে হবে ঘ পরে প্রমাণ সংগ্রহ করে নিতে হবে

০২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোনটিকে 'বাঙ্গালার ভরসা' বলেছেন?
ক বাংলার সাহিত্য খ বাংলার প্রকৃতি গ বাংলার কৃষি ঘ বাংলার মানুষ

০৩. 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নবীন লেখকদের যে উদ্দেশ্যে পরামর্শ প্রদান করেছেন–
ক লেখকদের আর্থিক দীনতা দূর করার জন্য খ বাংলা পত্রিকাগুলোর প্রসারের জন্য
গ সাধু-চলিত রীতির দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য ঘ বাংলা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে

০৪. সৃজনশীল সাহিত্য জগৎ সমৃদ্ধ করতে কোন রচনাটি সর্বাপেক্ষা সহায়ক হবে?
ক আমার পথ খ বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন
গ জাদুঘরে কেন যাব ঘ মানব-কল্যাণ

০৫. 'বঙ্গজ' শব্দটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে–
ক বাংলাদেশ খ বাংলার মানুষ গ বাংলা ভাষা ঘ বাংলার প্রকৃতি

০৬. কোনো রচনার ভাষাগত মাধুর্য ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে এমন গুণকে কী বলে?
ক বহুনিষ্ঠা খ প্রাঞ্জলতা গ লোকরঞ্জন ঘ অলংকার

০৭. বঙ্কিমচন্দ্রের কালে 'বাংলা'কে যেভাবে লেখা হতো–
ক বাংলা খ বাঙলা গ বাঙ্গালা ঘ বাঙালা

০৮. 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' রচনাটি কত খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়?
ক ১৮৬৫ খ ১৮৭৫ গ ১৮৮০ ঘ ১৮৮৫

০৯. 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' রচনার তাৎপর্যপূর্ণ দিক কোনটি?
ক অনুকরণবৃত্তি খ বিদ্যা জাহিরের চেষ্টা গ চিন্তার মৌলিকত্ব ঘ লোকরঞ্জন প্রবৃত্তি

১০. 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' রচনাটি কাদের জন্য লেখা?
ক নবীন লেখক খ প্রাচীন লেখক গ অভিজ্ঞ লেখক ঘ আনাড়ি লেখক

১১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে, কোন ধরনের লেখা পরিহার করা বাঞ্ছনীয়?
ক সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্য লেখা খ মানব-কল্যাণের জন্য লেখা
গ বিদেশি সাহিত্যের অনুকরণে লেখা ঘ নীতি-নৈতিকতা বিরোধী লেখা

১২. 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' রচনা থেকে কোনটি জানা যাবে?
ক প্রাঞ্জল রচনা লেখার উপায় খ লেখার সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপায়
গ আদর্শ লেখক হওয়ার উপায় ঘ লেখার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের উপায়

১৩. 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' রচনাটি সহায়ক হবে–
ক চলিত ভাষা চর্চায় খ অনুকরণবৃত্তি চর্চায়
গ বিদেশি সাহিত্য চর্চায় ঘ মননশীলতা ও সৃজনশীলতা চর্চায়

১৪. লেখার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোনটিকে দূষণীয় মনে করেন?
ক অপ্রয়োজনে অলংকার প্রয়োগ খ তাৎক্ষণিকভাবে না ছাপানো
গ সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা ঘ অনুকরণের প্রবণতা

১৫. কোনো রচনা লেখার পর তাৎক্ষণিকভাবে না ছাপিয়ে পুনরায় পাঠ করা উচিত কেন?
ক লেখা ছাপানোর সাথে অর্থের যোগ আছে বলে খ যশলাভের জন্য
গ নবীন লেখকদের লেখা ভালো হয় না বলে ঘ লেখার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য

১৬. যশলাভের জন্য মূল শর্ত কী?
ক লেখা ভালো হওয়া খ লোকরঞ্জনকে প্রাধান্য দান
গ অর্থলাভের জন্য লেখা ঘ বহুভাষা মিশ্রিত সাহিত্য সৃষ্টি

১৭. 'ভাণ্ডারে না থাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না' উক্তিটিতে ফুটে উঠেছে–
ক বিদ্যা জাহির করা খ পুনঃপুন চেষ্টা করা গ অন্তঃসারশূন্যতা ঘ উৎকর্ষের চেষ্টা

১৮. 'সকল অলংকারের শ্রেষ্ঠ অলংকার সরলতা' উক্তিটির তাৎপর্য কী?
ক উপমাসমৃদ্ধ রচনা খ রচনার সহজবোধ্যতা
গ রচনার বহুনিষ্ঠতা ঘ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনা

১৯. সাহিত্যে অলংকার বা হাস্যরস ব্যবহারের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কী পরামর্শ দিয়েছেন?
ক বারবার পড়ে খারাপ লাগলে কেটে দেওয়া খ বিখ্যাত সাহিত্যিকদের অনুকরণ করা
গ বিদেশি ভাষার কোটেশন ব্যবহার করা ঘ লেখার উৎকর্ষ সাধন করা

২০. রচনায় বিভিন্ন বিদেশি লেখকের কোটেশন ব্যবহারের মাধ্যমে নবীন লেখকের কোন দিকটি ফুটে ওঠে?
ক অনুকরণপ্রিয়তা খ প্রমাণ সংযুক্ত করার প্রয়াস
গ বিদ্যা জাহির করার প্রবণতা ঘ সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস

২১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে, শ্রেষ্ঠ লেখকের বৈশিষ্ট্য কী হওয়া উচিত?
ক বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা খ সহজবোধ্য সাহিত্য রচনা
গ যশস্বী হওয়া ঘ স্থানে স্থানে অলংকার প্রয়োগ

২২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' রচনায় পরামর্শের অন্তরালে তুলে ধরেছেন–
ক আদর্শ লেখকের বৈশিষ্ট্য খ আদর্শ লেখার বৈশিষ্ট্য
গ বাংলা সাহিত্যের মূল্যায়ন ঘ বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন চিত্র

২৩. বঙ্কিমচন্দ্রের পরামর্শ মান্য করার মধ্যে কোনটি নিহিত?
ক লেখকের যশ খ লেখকের সমৃদ্ধি
গ মননশীল পাঠকের সমৃদ্ধি ঘ বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি

২৪. 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' রচনায় কোনটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক নবীন লেখকদের সৃষ্টি খ নবীন লেখকদের বৈশিষ্ট্য
গ নবীন লেখকদের প্রতি পরামর্শ ঘ বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

২৫. 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' রচনার মূল উদ্দেশ্য কোনটি?
ক রচনার মৌলিকত্ব রক্ষা খ আদর্শ লেখক তৈরি করা
গ পাঠক সমাজের উপকার করা ঘ উৎকৃষ্ট রচনার মানদণ্ড রক্ষা

**OMR**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ০১.ক খ গ ঘ | ০২.ক খ গ ঘ | ০৩.ক খ গ ঘ | ০৪.ক খ গ ঘ | ০৫.ক খ গ ঘ |
| ০৬.ক খ গ ঘ | ০৭.ক খ গ ঘ | ০৮.ক খ গ ঘ | ০৯.ক খ গ ঘ | ১০.ক খ গ ঘ |
| ১১.ক খ গ ঘ | ১২.ক খ গ ঘ | ১৩.ক খ গ ঘ | ১৪.ক খ গ ঘ | ১৫.ক খ গ ঘ |
| ১৬.ক খ গ ঘ | ১৭.ক খ গ ঘ | ১৮.ক খ গ ঘ | ১৯.ক খ গ ঘ | ২০.ক খ গ ঘ |
| ২১.ক খ গ ঘ | ২২.ক খ গ ঘ | ২৩.ক খ গ ঘ | ২৪.ক খ গ ঘ | ২৫.ক খ গ ঘ |

**Answer**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৫.ঘ | ২৪.গ | ২৩.ঘ | ২২.ক | ২১.খ | ২০.গ | ১৯.ক | ১৮.খ | ১৭.গ |
| ১৬.ক | ১৫.ঘ | ১৪.ঘ | ১৩.ঘ | ১২.গ | ১১.ঘ | ১০.ক | ০৯.গ | ০৮.ঘ |
| ০৭.গ | ০৬.ঘ | ০৫.গ | ০৪.খ | ০৩.ঘ | ০২.ক | ০১.গ | | |

## Step 2 SELF TEST লিখিত

**প্রশ্ন :**

০১. 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় কী?
০২. 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' রচনার বক্তব্যের তাৎপর্য কী?
০৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ললিতা তথা মানস' কোন ধরনের রচনা?
০৪. 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধে কোনটি প্রকাশ পেয়েছে?
০৫. অনুকরণবৃত্তির অপকারিতা কী?
০৬. 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
০৭. মানুষের মঙ্গল ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে রচিত রচনার প্রতি লেখকের কী প্রকাশ পেয়েছে?
০৮. 'ধর্মবিরুদ্ধ' শব্দটি দ্বারা কোনটি প্রকাশ পায়?
০৯. বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য 'সাহিত্যসম্রাট' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন কোন লেখক? তার লেখা প্রথম উপন্যাস কোনটি?
১০. যারা অন্য উদ্দেশ্যে সাহিত্য রচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র তাদের কাদের সাথে তুলনা করেছেন?

**উত্তর :**

০১. নবীন লেখকদের উৎকৃষ্ট রচনার জন্য পরামর্শ দান।
০২. সর্বকালীন বৈশ্বিক নিবেদন।
০৩. কাব্য।
০৪. নবীন লেখকদের পালনীয় আদর্শ।
০৫. দোষগুলো অনুকৃত হয়।
০৬. 'প্রচার' পত্রিকায়।
০৭. তীর্যক শ্লেষ।
০৮. নীতি-নৈতিকতা বিরোধী।
০৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫)।
১০. যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদের সাথে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.

- নোবেল পান- ১৯১৩ খ্রি.
- বাংলা ছোটগল্পের জনক।
- বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা।

# অপরিচিতা
## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- অপরিচিতা গল্পটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প সংকলন 'গল্পসপ্তক'- এ এবং পরে 'গল্পগুচ্ছ' তৃতীয় খণ্ডে (১৯২৭)।
- প্রথম প্রকাশিত : সবুজপত্র পত্রিকায়।
- গল্পগুচ্ছে সংকলিত ছোটগল্পের সংখ্যা- ৯৫

## এ গল্পের আলোচ্য বিষয়ে যা থাকছে

**অপরিচিতা**

- **Part-1** লেখক পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য
  - Step : 1 লেখক সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন।
  - Step : 2 লেখকের গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম।
  - Step : 3 লেখক সম্পর্কিত আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।
- **Part-2** মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি
  - Step : 1 মূলপাঠ, শব্দার্থ ও টীকা এবং পাঠ পর্যালোচনা
  - Step : 2 পাঠ-পরিচিতি।
  - Step : 3 অধ্যায়ভিত্তিক ব্যাকরণিক তথ্য।
- **Part-3** MCQ প্রশ্নোত্তর
  - Step : 1 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 3 নার্সিং/ বিএসসি নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 4 HSC বোর্ড পরীক্ষার ও পাঠ্যবইয়ের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 5 BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 6 বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ [১১শ-১২শ শ্রেণির জন্য]
- **Part-4** লিখিত অংশ
  - Step : 1 জ্ঞানমূলক *(মূলপাঠ, লেখক ও অন্যান্য)* প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 অনুধাবনমূলক *(উদ্ধৃতি ও সংলাপ ব্যাখ্যাকরণ)* প্রশ্নোত্তর।
- **Part-5** SELF TEST
  - Step : 1 SELF TEST MCQ প্রশ্নোত্তর ।
  - Step : 2 SELF TEST লিখিত।

## অপরিচিতা গল্পের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

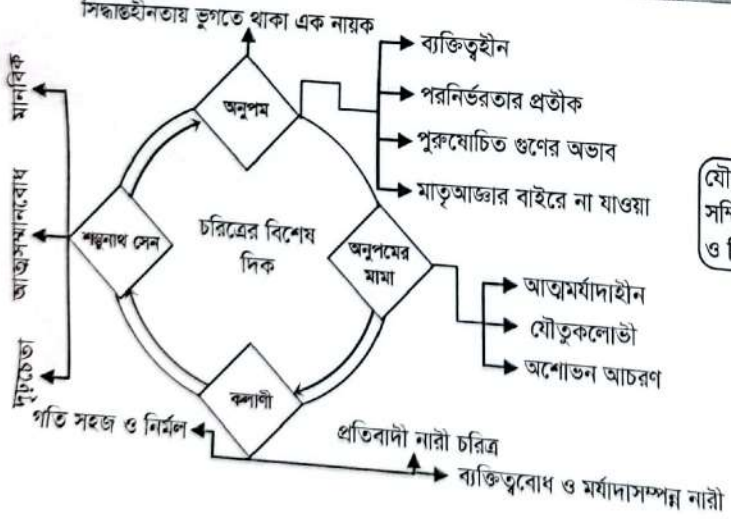


**গল্পের উপজীব্য বিষয়**

- যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধের প্রয়াস ও ধিক্কারের ভাব স্পষ্ট।
- 'অপরিচিতা' গল্পটি মনস্তাপে ভেঙে পড়া এক ব্যক্তিত্বহীন যুবকের স্বীকারোক্তি ও তার পাপস্খালনের অকপট কথামালা

**রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উপাধি বর্জন**

১৯১৯ সালের এপ্রিলে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের (১৩/৪/১৯১৯) প্রতিবাদে বর্জন করেন– স্যার বা নাইটহুড বা নাইট উপাধি।

**গল্পে উল্লেখকৃত কিছু বিষয়**

- চরিত্র : অনুপম, কল্যাণী, বিনুদা, হরিশ, শম্ভুনাথ সেন, মামা
- স্থান : কোন্নগর, হাবড়া, কানপুর, কলিকাতা, আন্দামান দ্বীপ।
- ফুল : বকুল, শিমুল, রজনীগন্ধা, পদ্ম
- প্রাণী : প্রজাপতি, রাজহংস, হস্তী, ভ্রমর, সাপ।
- নেশা দ্রব্য : হুঁকা, গুড়গুড়ি, তামাক।
- ঋতু ও রং : বসন্ত, কালো, লাল, সবুজ
- দেব-দেবী : অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, গজানন, সরস্বতী

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

## Part 2 — মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি

### Step 1 — মূলপাঠ

আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়, না গুণের হিসাবে। তবু ইহার একটু বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই ফুলের মতো যাহার বুকের উপরে ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল, এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানে ফলের মতো গুটি ধরিয়া উঠিয়াছে।

সেই ইতিহাসটুকু আকারে ছোটো, তাহাকে ছোটো করিয়াই লিখিব। ছোটোকে যাঁহারা সামান্য বলিয়া ভুল করেন না তাঁহারা ইহার রস বুঝিবেন।

কলেজে যতগুলো পরীক্ষা পাস করিবার সব আমি চুকাইয়াছি। ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া, বিদ্রূপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহাতে তখন বড়ো লজ্জা পাইতাম; কিন্তু বয়স হইয়া এ কথা ভাবিয়াছি, যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে সুরূপ এবং পণ্ডিতমশায়দের মুখে বিদ্রূপ আবার যেন অমনি করিয়াই প্রকাশ পায়।

আমার পিতা এক কালে গরিব ছিলেন। ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছেন, ভোগ করিবার সময় নিমেষমাত্রও পান নাই। মৃত্যুতে তিনি যে হাঁফ ছাড়িলেন সেই তাঁর প্রথম অবকাশ।

আমার তখন বয়স অল্প। মার হাতেই আমি মানুষ। মা গরিবের ঘরের মেয়ে; তাই, আমরা যে ধনী এ কথা তিনিও ভোলেন না, আমাকে ভুলিতে দেন না। শিশুকালে আমি কোলে কোলেই মানুষ– বোধ করি, সেইজন্য শেষ পর্যন্ত আমার পুরাপুরি বয়সই হইল না। আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি। —— ❶

আমার আসল অভিভাবক আমার মামা। তিনি আমার চেয়ে বড়োজোর বছর ছয়েক বড়। কিন্তু ফল্গুর বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে না খুঁড়িয়া এখানকার এক গণ্ডূষও রস পাইবার জো নাই। এই কারণে কোনো– কিছুর জন্যই আমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতেই হয় না।

কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করিবেন, আমি সৎপাত্র। তামাকটুকু পর্যন্ত খাই না। ভালোমানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট নাই, তাই আমি নিতান্ত ভালোমানুষ। মাতার আদেশ মানিয়া চলিবার ক্ষমতা আমার আছে– বস্তুত না মানিবার ক্ষমতা আমার নাই। অন্তঃপুরের শাসনে চলিবার মতো করিয়াই আমি প্রস্তুত হইয়াছি, যদি কোনো কন্যা স্বয়ম্বরা হন তবে এই সুলক্ষণটি স্মরণ রাখিবেন।

অনেক বড়ো ঘর হইতে আমার সম্বন্ধ আসিয়াছিল। কিন্তু মামা, যিনি পৃথিবীতে আমার ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট, বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর একটা বিশেষ মত ছিল। ধনীর কন্যা তাঁর পছন্দ নয়। আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সে মাথা হেঁট করিয়া আসিবে, এই তিনি চান। অথচ টাকার প্রতি আসক্তি তাঁর অস্থিমজ্জায় জড়িত। তিনি এমন বেহাই চান যাহার টাকা নাই অথচ যে টাকা দিতে কসুর করিবে না। যাহোক শোষণ করা চলিবে অথচ বাড়িতে আসিলে গুড়গুড়ির পরিবর্তে বাঁধা হুঁকায় তামাক দিলে যাহার নালিশ খাটিবে না। —— ❷

আমার বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করে। সে ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়া আমার মন উতলা করিয়া দিল। সে বলিল, "ওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে।"

কিছুদিন পূর্বেই এমএ পাস করিয়াছি। সামনে যত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে ছুটি ধূ ধূ করিতেছে; পরীক্ষা নাই, উমেদরি নাই, চাকরি নাই; নিজের বিষয় দেখিবার চিন্তাও নাই, শিক্ষাও নাই, ইচ্ছাও নাই– থাকিবার মধ্যেও ভিতরে আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মামা।

এই অবকাশের মরুভূমির মধ্যে আমার হৃদয় তখন বিশ্বব্যাপী নারীরূপের মরীচিকা দেখিতেছিল- আকাশে তাহার দৃষ্টি, বাতাসে তাহার নিঃশ্বাস, তরুমর্মরে তাহার গোপন কথা।

এমন সময় হরিশ আসিয়া বলিল, "মেয়ে যদি বল, তবে–"। আমার শরীর-মন বসন্তবাতাসে বকুলবনের নবপল্লবরাশির মতো কাঁপিতে কাঁপিতে আলোছায়া বুনিতে লাগিল। হরিশ মানুষটা ছিল রসিক, রস দিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি তাহার ছিল, আর আমার মন ছিল তৃষার্ত। —— ❸

### শব্দার্থ ও টীকা

◈ **সাতাশ মাত্র–** এখানে ২৭ বছর দ্বারা গল্পকথক (গল্পের নায়ক) অনুপমের বয়সকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অনুপম এ বয়সে গল্পটি লেখা শুরু করেছিল। ◈ **'এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়ো, না গুণের হিসাবে।'–** গল্পের কথক চরিত্র অনুপমের আত্মসমালোচনা। পরিমাণ ও গুণ উভয় দিক দিয়েই যে তার জীবনটি নিতান্তই তুচ্ছ সে কথাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে। ◈ **ফলের মতো গুটি–** গুটি একসময় পূর্ণ ফলে পরিণত হয়। কিন্তু গুটিই যদি ফলের মতো হয় তাহলে তার অসম্পূর্ণ সারবত্তা প্রকট হয়ে ওঠে। নিজের নিষ্ফল জীবনকে বোঝাতে অনুপমের ব্যবহৃত উপমা। ◈ **চুকানো–** শেষ করা বা মিটিয়ে ফেলা। ◈ **মাকাল ফল–** দেখতে সুন্দর অথচ ভেতরে দুর্গন্ধ ও শাঁসযুক্ত খাওয়ার অনুপযোগী ফল। বিশেষ অর্থে গুণহীন। ◈ **নিমেষমাত্র–** সামান্য সময়; অতি অল্প সময়। ◈ **অন্নপূর্ণা–** অন্নে পরিপূর্ণা। দেবী দুর্গা। ◈ **গজানন–** গজ (হাতি) আনন যার। গণেশ। ◈ **আজও আমাকে ... আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি–** দেবী দুর্গার দুই পুত্র; অগ্রজ গণেশ ও অনুজ কার্তিকেয়। মা দুর্গার কোলে থাকা দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়কে বোঝানো হয়েছে। ব্যঙ্গার্থে প্রয়োগ। ◈ **ফল্গু–** ভারতের গয়া অঞ্চলের অন্তঃসলিলা নদী। নদীটির ওপরের অংশে বালির আস্তরণ কিন্তু ভেতরে জলস্রোত প্রবাহিত। ◈ **ফল্গুর বালির মতো তিনি ... শুষিয়া লইয়াছেন–** অনুপম তার মামার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে কথাটি বলেছে। সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব পালনে তার ভূমিকা এখানে উপমার মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। ◈ **গণ্ডূষ–** একমুখ বা এককোষ জল। [এটি একটি সংস্কৃত শব্দ।] ◈ **অন্তঃপুর–** অন্দরমহল। ভেতরবাড়ি। ◈ **স্বয়ংবরা–** যে মেয়ে নিজেই স্বামী নির্বাচন করে। ◈ **এজেন্ট–** এজেন্ট অর্থ : প্রতিনিধি। ◈ **কসুর–** ত্রুটি, ভুল। ◈ **গুড়গুড়ি–** আলবোলা। ফরসি। দীর্ঘ নলযুক্ত হুকাবিশেষ। ◈ **বাঁধা হুঁকা–** সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য নারকেল-খোলে তৈরি ধূমপানের যন্ত্রবিশেষ। ◈ **উমেদারি–** প্রার্থনা। চাকরির আশায় অন্যের কাছে ধরনা দেওয়া। ◈ **অবকাশের মরুভূমি–** আনন্দহীন প্রচুর অবসর বোঝানো হয়েছে। ◈ **তৃষার্ত–** পিপাসায় কাতর, পিপাসার্ত।

### পাঠ পর্যালোচনা

০১। ২৭ বছর বয়সি নায়ক গল্পকথক অনুপমের আত্মসমালোচনার মাধ্যমে গল্পের শুরু। প্রথমে অনুপম বয়স উল্লেখ করে বলেছে **"আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়ো, না গুণের হিসাবে"** অর্থাৎ পরিমাণ ও গুণ উভয় দিক দিয়েই যে তার জীবনটি নিতান্তই তুচ্ছ সে কথাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে। মনস্তাপে ভেঙে পড়া এক ব্যক্তিত্বহীন যুবকের স্বীকারোক্তির ইঙ্গিত মেলে এ গল্পে। অনুপম নিজের জীবনকে **ফলের মতো গুটি** বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ গুটি একসময় পূর্ণ ফলে পরিণত হয়। কিন্তু গুটিই যদি ফলের মতো হয় তাহলে তার অসম্পূর্ণ সারবত্তা প্রকট হয়ে ওঠে। নিজের নিষ্ফল জীবনকে বোঝাতে অনুপম এ উপমা ব্যবহার করেছেন। গল্পের নায়ক অনুপম গল্পচ্ছলে তার শৈশবস্মৃতি ও পরিবারের অতীত ইতিহাস রোমন্থন করেছেন।

০২। এ অংশে অনুপমের চেয়ে ছয় বছরের বড় ভাগ্যদেবতা হিসেবে তার মামার কর্তৃত্ব ও অহমিকাপূর্ণ মনোভাবের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

০৩। এ অংশে অনুপমের রসিক বন্ধু হরিশ অনুপমদের বাড়িতে এসে পাত্রী সম্পর্কে অবহিত করলে অনুপম শিহরিত হয়ে ওঠে। অনুপমের মনের ভাব এরকম হয়ে ওঠে যে, তার শরীর-মন বসন্তবাতাসে বকুলবনের নবপল্লবরাশির মতো কাঁপতে কাঁপতে আলোছায়া বুনতে লাগল।



CS CamScanner

# Part 1 লেখক পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য

## Step 1 লেখক পরিচিতি

**বিশ্বকবি অভিধায় সম্ভাষিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্ম করেন। পিতা :** মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। **মাতা :** সারদা দেবী। **পিতামহ :** প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। **শিক্ষাজীবন :** রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুল, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করলেও স্কুলের পাঠ শেষ করতে পারেননি। ১৭ বছর বয়সে ব্যারিস্টারি পড়তে ইংল্যান্ড গেলেও কোর্স সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। *তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্প রচয়িতা ও জনক এবং শ্রেষ্ঠ শিল্পী।* মূলত তাঁর লেখনীতেই বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব, বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটেছে। তাঁর ছোটগল্প বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পগুলোর সমতুল্য। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে মাত্র ষোলো বছর বয়সে 'ভিখারিনী' গল্প রচনার মাধ্যমে ছোটগল্প লেখক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। এরপর থেকে জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত দীর্ঘ চৌষট্টি বছরে তিনি অখণ্ড 'গল্পগুচ্ছে' সংকলিত ৯৫টি ছোটগল্প রচনা করেছেন। 'মুসলমানীর গল্প' তাঁর রচিত সর্বশেষ গল্প। পারিবারিক জমিদারি তদারকির সূত্রে কুষ্টিয়ার শিলাইদহে বসবাসের কালই তাঁর ছোটগল্প রচনার স্বর্ণযুগ হিসেবে বিবেচ্য। তিনি একই সময়ে 'সোনার তরী' কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলো রচনা করেন। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ Song Offerings এর জন্য নোবেল পুরস্কার পান নভেম্বর ১৯১৩ সালে। গল্পকার হিসেবে তিনি যেমন বরেণ্য, ঔপন্যাসিক হিসেবেও সাহিত্যে তাঁর স্থান সুনির্দিষ্ট। তাঁর রচিত চোখের বালি, গোরা, চতুরঙ্গ, ঘরে-বাইরে, শেষের কবিতা, যোগাযোগ প্রভৃতি উপন্যাসগুলো বাংলা উপন্যাস তথা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। নাটক রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর, মুক্তধারা, রক্তকরবী তাঁর উল্লেখযোগ্য নাট্যকর্ম। খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ) জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা যান।

## Step 2 গুরুত্বপূর্ণ কিছু অভিধা, স্বীকৃতি ও সাহিত্যকর্ম

| | |
|---|---|
| ছদ্মনাম | ভানুসিংহ ঠাকুর। |
| পেশা/ কর্মজীবন | ১৮৮৪ খ্রি. থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার আদেশে বিষয়কর্ম পরিদর্শনে নিযুক্ত হন এবং ১৮৯০ থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারি দেখাশোনা করেন। এ সূত্রে তিনি কুষ্টিয়ার শিলাইদহ ও সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে দীর্ঘসময় অবস্থান করেন। |
| সম্মাননা | কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি.লিট. (১৯১৩), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি.লিট. (১৯৩৬), অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি.লিট. (১৯৪০)। |
| **সাহিত্যকর্ম** | |
| কাব্য | কবি-কাহিনী, কড়ি ও কোমল, প্রভাত সংগীত, সন্ধ্যা সংগীত, সানাই, মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, বলাকা, পূরবী, পুনশ্চ, মহুয়া, কল্পনা, পত্রপুট, বিচিত্রা, সেঁজুতি, জন্মদিনে, উৎসর্গ, আকাশ-প্রদীপ, শেষলেখা। |
| উপন্যাস | বৌ ঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩), চোখের বালি (১৯০৩), গোরা (১৯১০), ঘরে-বাইরে (১৯১৬), চতুরঙ্গ (১৯১৬), যোগাযোগ (১৯২৬), নৌকাডুবি, রাজর্ষি, শেষের কবিতা (১৯২৯), দুইবোন (১৯৩৩), চার অধ্যায় (১৯৩৪), মালঞ্চ (১৯৩৪)। |
| কাব্যনাট্য | চিত্রাঙ্গদা, বসন্ত, বিদায় অভিশাপ, বিসর্জন, বাল্মীকি প্রতিভা (গীতিনাট্য)। |
| নাটক | প্রকৃতির প্রতিশোধ, অচলায়তন, চিরকুমার সভা, ডাকঘর, মুকুট, মুক্তির উপায়, রক্তকরবী, রাজা, প্রায়শ্চিত্ত, মুক্তধারা, তাসের দেশ, বৈকুণ্ঠের খাতা, চণ্ডালিকা, নটীর পূজা, কালের যাত্রা, শারদোৎসব। |
| গল্পগ্রন্থ | গল্পগুচ্ছ, গল্পস্বল্প, তিনসঙ্গী, লিপিকা, সে, কৈশোরক প্রভৃতি। |
| প্রবন্ধগ্রন্থ | বিচিত্র প্রবন্ধ, শিক্ষা, বাংলা শব্দতত্ত্ব, কালান্তর, সভ্যতার সংকট, পঞ্চভূত, মানুষের ধর্ম। |
| ভ্রমণকাহিনি | জাপানযাত্রী, পথের সঞ্চয়, রাশিয়ার চিঠি, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র। |
| আত্মজীবনী | জীবনস্মৃতি (১৯১২), ছেলেবেলা (১৯৪০), আত্মপরিচয় (১৯৪৩)। |

## ছন্দে ছন্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাসমূহ

☑ **উপন্যাস :** রাজর্ষি ও গোরা ঘরে-বাইরে পরস্পর চোখের বালি। তারা বৌ ঠাকুরাণীর হাট ও চতুরঙ্গ দেখতে মালঞ্চকে নিয়ে যাত্রা করলে নৌকাডুবিতে তার মৃত্যু হলো। পরে শেষ কবিতার চার অধ্যায়ে তার প্রতি করুণা প্রকাশ করা হলেও যোগাযোগ করা যায়নি।

☑ **নাটক :** তাসের দেশের রাজা রবীন্দ্রনাথ পৃথ্বিরাজের ঘোড়ায় চড়ে নটীর পূজায় রক্তকরবী বিসর্জন দিতে গেলেন। সেখানে মুক্তধারা নাট্যদল অচলায়তনে বসন্তের নাটক পরিবেশ করছিল। ডাকঘরের চিরকুমার সভায় সিদ্ধান্ত হলো এ কালের যাত্রায় চিত্রাঙ্গদার মতো প্রতিভা (বাল্মীকি প্রতিভা) খুব বিরল। কিন্তু লম্পট অধিকারিণীর মায়ার খেলায় বাশরী, তাসের শ্যামা, ফাল্গুনী চার বোনের একজনও পরিত্রাণ পেলেন না।

☑ **প্রবন্ধগ্রন্থ :** স্বদেশের আধুনিক সাহিত্যের পাশাপাশি প্রাচীন ও লোকসাহিত্য বিচিত্র প্রবন্ধে সমৃদ্ধ করেছে। ফলে কালান্তরে সভ্যতার সংকট থেকে পঞ্চভূতও দূর হয়েছে।

## Step 3 লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন– **আট বছর বয়সে।**
- তাঁর প্রথম কবিতাটির নাম ছিল– **'হিন্দুমেলার উপহার'।**
- প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম– **'কবি-কাহিনী'** (প্রকাশকাল : ১৮৭৮)।
- দ্বিতীয় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ– **বনফুল** (প্রকাশকাল : ১৮৮০)।
- প্রথম প্রকাশিত গীতিনাট্যের নাম– **'বাল্মীকি প্রতিভা'** (প্রকাশকাল : ১৮৮১)
- প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম– **বৌ ঠাকুরাণীর হাট** (প্রকাশ : ১৮৮৩)।
- কবি 'শান্তিনিকেতনে' পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করেন– **১৯০১ সালে।**
- কবি শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামে একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন– **১৯০১ সালে।**
- 'গীতাঞ্জলি' কাব্য প্রকাশিত হয়– **১৯১০ সালে।**
- 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ Song Offerings নামে প্রকাশিত হয়– **১৯১২ সালে।**
- Song Offerings এর ভূমিকা লেখেন– ইংরেজ কবি **W. B. Yeats.**
- তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ– **শেষলেখা** (১৯৪১)।
- ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠির সমাহার– **ছিন্নপত্র (১৯১২)।**
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী গ্রন্থের নাম– **জীবনস্মৃতি** (১৯১২)।
- শান্তিনিকেতন থেকে তাঁর নোবেল পদক চুরি হয়ে যায়– **২৪ মার্চ ২০০৪ দিবাগত রাতে।**
- ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 'নাইটহুড' বা 'স্যার' উপাধি পান– **৩ জুন ১৯১৫ সাল।**
- রবীন্দ্রনাথ জমিদারি পরিদর্শনে শাহজাদপুরে আসেন– **১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে।**
- রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে কুষ্টিয়ার শিলাইদহ আসেন– **১৮৯২ সালে।**



CamScanner

## Part 2 মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি

### Step 1 মূলপাঠ

আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়, না গুণের হিসাবে। তবু ইহার একটু বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই ফুলের মতো যাহার বুকের উপরে ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল, এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানে ফলের মতো গুটি ধরিয়া উঠিয়াছে।

সেই ইতিহাসটুকু আকারে ছোটো, তাহাকে ছোটো করিয়াই লিখিব। ছোটোকে যাঁহারা সামান্য বলিয়া ভুল করেন না তাঁহারা ইহার রস বুঝিবেন।

কলেজে যতগুলো পরীক্ষা পাস করিবার সব আমি চুকাইয়াছি। ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া, বিদ্রূপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহাতে তখন বড়ো লজ্জা পাইতাম; কিন্তু বয়স হইয়া এ কথা ভাবিয়াছি, যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে সুরূপ এবং পণ্ডিতমশায়দের মুখে বিদ্রূপ আবার যেন অমনি করিয়াই প্রকাশ পায়।

আমার পিতা এক কালে গরিব ছিলেন। ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছেন, ভোগ করিবার সময় নিমেষমাত্রও পান নাই। মৃত্যুতে তিনি যে হাঁফ ছাড়িলেন সেই তাঁর প্রথম অবকাশ।

আমার তখন বয়স অল্প। মার হাতেই আমি মানুষ। মা গরিবের ঘরের মেয়ে; তাই, আমরা যে ধনী এ কথা তিনিও ভোলেন না, আমাকে ভুলিতে দেন না। শিশুকালে আমি কোলে কোলেই মানুষ– বোধ করি, সেইজন্য শেষ পর্যন্ত আমার পুরাপুরি বয়সই হইল না। আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি। —— ❶

আমার আসল অভিভাবক আমার মামা। তিনি আমার চেয়ে বড়োজোর বছর ছয়েক বড়। কিন্তু ফল্গুর বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে না খুঁড়িয়া এখানকার এক গণ্ডূষও রস পাইবার জো নাই। এই কারণে কোনো– কিছুর জন্যই আমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতেই হয় না।

কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করিবেন, আমি সৎপাত্র। তামাকটুকু পর্যন্ত খাই না। ভালোমানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট নাই, তাই আমি নিতান্ত ভালোমানুষ। মাতার আদেশ মানিয়া চলিবার ক্ষমতা আমার আছে– বস্তুত না মানিবার ক্ষমতা আমার নাই। অন্তঃপুরের শাসনে চলিবার মতো করিয়াই আমি প্রস্তুত হইয়াছি, যদি কোনো কন্যা স্বয়ম্বরা হন তবে এই সুলক্ষণটি স্মরণ রাখিবেন।

অনেক বড়ো ঘর হইতে আমার সম্বন্ধ আসিয়াছিল। কিন্তু মামা, যিনি পৃথিবীতে আমার ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট, বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর একটা বিশেষ মত ছিল। ধনীর কন্যা তাঁর পছন্দ নয়। আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সে মাথা হেঁট করিয়া আসিবে, এই তিনি চান। অথচ টাকার প্রতি আসক্তি তাঁর অস্থিমজ্জায় জড়িত। তিনি এমন বেহাই চান যাহার টাকা নাই অথচ যে টাকা দিতে কসুর করিবে না। যাহোক শোষণ করা চলিবে অথচ বাড়িতে আসিলে গুড়গুড়ির পরিবর্তে বাঁধা হুঁকায় তামাক দিলে যাহার নালিশ খাটিবে না। —— ❷

আমার বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করে। সে ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়া আমার মন উতলা করিয়া দিল। সে বলিল, "ওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে।"

কিছুদিন পূর্বেই এমএ পাস করিয়াছি। সামনে যত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে ছুটি ধূ ধূ করিতেছে; পরীক্ষা নাই, উমেদারি নাই, চাকরি নাই; নিজের বিষয় দেখিবার চিন্তাও নাই, শিক্ষাও নাই, ইচ্ছাও নাই– থাকিবার মধ্যেও ভিতরে আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মামা।

এই অবকাশের মরুভূমির মধ্যে আমার হৃদয় তখন বিশ্বব্যাপী নারীরূপের মরীচিকা দেখিতেছিল- আকাশে তাহার দৃষ্টি, বাতাসে তাহার নিশ্বাস, তরুমর্মরে তাহার গোপন কথা।

এমন সময় হরিশ আসিয়া বলিল, "মেয়ে যদি বল, তবে–"। আমার শরীর-মন বসন্তবাতাসে বকুলবনের নবপল্লবরাশির মতো কাঁপিতে কাঁপিতে আলোছায়া বুনিতে লাগিল। হরিশ মানুষটা ছিল রসিক, রস দিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি তাহার ছিল, আর আমার মন ছিল তৃষার্ত। —— ❸

### শব্দার্থ ও টীকা

◈ সাতাশ মাত্র– এখানে ২৭ বছর বয়স্ক গল্পকথক (গল্পের নায়ক) অনুপমের বয়সকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অনুপম এ বয়সে গল্পটি বলা শুরু করেছিল। ◈ 'এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়, না গুণের হিসাবে।'– গল্পের নায়ক নিজে অনুপমের আত্মসমালোচনা। পরিমাণ ও গুণ উভয় দিক দিয়েই যে তার জীবনটি নিতান্তই তুচ্ছ সে কথাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে। ◈ ফলের মতো গুটি– গুটি একসময় পূর্ণ ফলে পরিণত হয়। কিন্তু গুটিই যদি ফলের মতো হয় তাহলে তার অসম্পূর্ণ সারবত্তা প্রকট হয়ে ওঠে। নিজের নিষ্ফল জীবনকে বোঝাতে অনুপমের ব্যবহৃত উপমা। ◈ চুকানো– শেষ করা বা মিটিয়ে ফেলা। ◈ মাকাল ফল– দেখতে সুন্দর অথচ ভেতরে দুর্গন্ধ ও শাঁসযুক্ত খাওয়ার অনুপযোগী ফল। বিশেষ অর্থে গুণহীন। ◈ নিমেষমাত্র– সামান্য সময়; অতি অল্প সময়। ◈ অন্নপূর্ণা– অন্নে পরিপূর্ণা। দেবী দুর্গা। ◈ গজানন– গজ (হাতি) আনন যার। গণেশ। ◈ আজও আমাকে ... আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি– দেবী দুর্গার দুই পুত্র: অগ্রজ গণেশ ও অনুজ কার্তিকেয়। মা দুর্গার কোলে থাকা দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়কে বোঝানো হয়েছে। ব্যঙ্গার্থে প্রয়োগ। ◈ ফল্গু– ভারতের গয়া অঞ্চলের অন্তঃসলিলা নদী। নদীটির ওপরের অংশে বালির আবরণ কিন্তু ভেতরে জলস্রোত প্রবাহিত। ◈ ফল্গুর বালির মতো তিনি ... শুষিয়া লইয়াছেন– অনুপম তার মামার চরিত্রবৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে কথাটি বলেছে। সংসারের সমস্ত ভার-দায়িত্ব পালনে তার ভূমিকা এখানে উপমার মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। ◈ গণ্ডূষ– এককুষ বা এককোষ জল। [এটি একটি সংস্কৃত শব্দ।] ◈ অন্তঃপুর– অন্দরমহল। ভেতরবাড়ি। ◈ স্বয়ম্বরা– যে মেয়ে নিজেই স্বামী নির্বাচন করে। ◈ এজেন্ট– এজেন্ট অর্থ: প্রতিনিধি। ◈ কসুর– ত্রুটি, ভুল। ◈ গুড়গুড়ি– আলবোলা। ফরসি। দীর্ঘ নলযুক্ত হুঁকাবিশেষ। ◈ বাঁধা হুঁকা– সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য নারকেল-খোলে তৈরি ধূমপানের যন্ত্রবিশেষ। ◈ উমেদারি– প্রার্থনা। চাকরির আশায় অন্যের কাছে ধরনা দেওয়া। ◈ অবকাশের মরুভূমি– আনন্দহীন প্রচুর অবসর বোঝানো হয়েছে। ◈ তৃষার্ত– পিপাসায় কাতর, পিপাসার্ত।

### পাঠ পর্যালোচনা

০১। ২৭ বছর বয়সি নায়ক গল্পকথক অনুপমের আত্মসমালোচনার মাধ্যমে গল্পের শুরু। প্রথমে অনুপম বয়স উল্লেখ করে বলেছে **"আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়ো, না গুণের হিসাবে"** অর্থাৎ পরিমাণ ও গুণ উভয় দিক দিয়েই যে তার জীবনটি নিতান্তই তুচ্ছ সে কথাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে। মনস্তাপে ভেঙে পড়া এক ব্যক্তিত্বহীন যুবকের স্বীকারোক্তির ইঙ্গিত মেলে এ গল্পে। অনুপম নিজের জীবনকে **ফলের মতো গুটি** বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ গুটি একসময় পূর্ণ ফলে পরিণত হয়। কিন্তু গুটিই যদি ফলের মতো হয় তাহলে তার অসম্পূর্ণ সারবত্তা প্রকট হয়ে ওঠে। নিজের নিষ্ফল জীবনকে বোঝাতে অনুপম এ উপমা ব্যবহার করেছেন। গল্পের নায়ক অনুপম গল্পচ্ছলে তার শৈশবস্মৃতি ও পরিবারের অতীত ইতিহাস রোমন্থন করেছেন।

০২। এ অংশে অনুপমের চেয়ে ছয় বছরের বড় ভাগ্যদেবতা হিসেবে তার মামার কর্তৃত্ব ও অহমিকাপূর্ণ মনোভাবের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

০৩। এ অংশে অনুপমের রসিক বন্ধু হরিশ অনুপমদের বাড়িতে এসে পাত্রী সম্পর্কে অবহিত করলে অনুপম শিহরিত হয়ে ওঠে। অনুপমের মনের ভাব এরকম হয়ে ওঠে যে, তার শরীর-মন বসন্তবাতাসে বকুলবনের নবপল্লবরাশির মতো কাঁপতে কাঁপতে আলোছায়া বুনতে লাগল।



CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

## মূলপাঠ

আমি হরিশকে বলিলাম, "একবার মামার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখো।"

হরিশ আসর জমাইতে অদ্বিতীয়। তাই সর্বত্রই তাহার খাতির। মামাও তাহাকে পাইলে ছাড়িতে চান না। কথাটা তার বৈঠকে উঠিল। মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাঁহার কাছে গুরুতর। বাপের অবস্থা তিনি যেমনটি চান তেমনি। এক কালে ইহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল। এখন তাহা শূন্য বলিলেই হয়, অথচ তলায় সামান্য কিছু বাকি আছে। দেশে বংশমর্যাদা রাখিয়া চলা সহজ নয় বলিয়া ইনি পশ্চিমে গিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে গরিব গৃহস্থের মতোই থাকেন। একটি মেয়ে ছাড়া তাঁর আর নাই। সুতরাং তাহারই পশ্চাতে লক্ষ্মীর ঘটটি একেবারে উপুড় করিয়া দিতে দ্বিধা হইবে না।

এসব ভালো কথা। কিন্তু, মেয়ের বয়স যে পনেরো, তাই শুনিয়া মামার মন ভার হইল। বংশে তো কোনো দোষ নাই? না, দোষ নাই– বাপ কোথাও তাঁর মেয়ের যোগ্য বর খুঁজিয়া পান না। একে তো বরের হাট মহার্ঘ, তাহার পরে ধনুক-ভাঙা পণ, কাজেই বাপ কেবলই সবুর করিতেছেন– কিন্তু মেয়ের বয়স সবুর করিতেছে না।

যাই হোক, হরিশের সরস রসনার গুণ আছে। মামার মন নরম হইল। বিবাহের ভূমিকা-অংশটা নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। কলিকাতার বাহিরে বাকি যে পৃথিবীটা আছে সমস্তটাকেই মামা আন্ডামান দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া জানেন। জীবনে একবার বিশেষ কাজে তিনি কোন্নগর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। মামা যদি মনু হইতেন তবে তিনি হাবড়ার পুল পার হওয়াটাকে তাঁহার সংহিতায় একেবারে নিষেধ করিয়া দিতেন। মনের মধ্যে ইচ্ছা ছিল, নিজের চোখে মেয়ে দেখিয়া আসিব। সাহস করিয়া প্রস্তাব করিতে পারিলাম না। —— ④

কন্যাকে আশীর্বাদ করিবার জন্য যাহাকে পাঠানো হইল সে আমাদের বিনুদাদা, আমার পিসতুতো ভাই। তাহার মতো রুচি এবং দক্ষতার 'পরে আমি ষোলো- আনা নির্ভর করিতে পারি। বিনুদা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে।"

বিনুদাদার ভাষাটা অত্যন্ত আঁট। যেখানে আমরা বলি 'চমৎকার' সেখানে তিনি বলেন 'চলনসই'। অতএব বুঝিলাম, আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই। —— ⑤

(২)

বলা বাহুল্য, বিবাহ-উপলক্ষে কন্যাপক্ষকেই কলিকাতায় আসিতে হইল। কন্যার পিতা শম্ভুনাথবাবু হরিশকে কত বিশ্বাস করেন তাহার প্রমাণ এই যে, বিবাহের তিন দিন পূর্বে তিনি আমাকে প্রথম চক্ষে দেখেন এবং আশীর্বাদ করিয়া যান। বয়স তাঁর চল্লিশের কিছু এপারে বা ওপারে। চুল কাঁচা, গোঁফে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। সুপুরুষ বটে। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে সকলের আগে তাঁর উপরে চোখ পড়িবার মতো চেহারা।

আশা করি আমাকে দেখিয়া তিনি খুশি হইয়াছিলেন। বোঝা শক্ত, কেননা তিনি বড়ই চুপচাপ। যে দুটি-একটি কথা বলেন যেন তাহাতে পুরা জোর দিয়া বলেন না। মামার মুখ তখন অনর্গল ছুটিতেছিল– ধনে মানে আমাদের স্থান যে শহরের কারও চেয়ে কম নয়, সেইটেকেই তিনি নানা প্রসঙ্গে প্রচার করিতেছিলেন। শম্ভুনাথবাবু এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না– কোনো ফাঁকে একটা হুঁ বা হ্যাঁ কিছুই শোনা গেল না। আমি হইলে দমিয়া যাইতাম, কিন্তু মামাকে দমানো শক্ত। তিনি শম্ভুনাথবাবুর চুপচাপ ভাব দেখিয়া ভাবিলেন, লোকটা নিতান্ত নির্জীব, একেবারে কোনো তেজ নাই। বেহাই-সম্প্রদায়ের আর যাই থাক, তেজ থাকাটা দোষের, অতএব মামা মনে মনে খুশি হইলেন। শম্ভুনাথবাবু যখন উঠিলেন তখন মামা সংক্ষেপে উপর হইতেই তাঁকে বিদায় করিলেন, গাড়িতে তুলিয়া দিতে গেলেন না। —— ⑥

পণ সম্বন্ধে দুই পক্ষে পাকাপাকি কথা ঠিক হইয়া গিয়াছিল। মামা নিজেকে অসামান্য চতুর বলিয়াই অভিমান করিয়া থাকেন। কথাবার্তায় কোথাও তিনি কিছু ফাঁক রাখেন নাই। টাকার অঙ্ক তো স্থির ছিলই, তারপরে গহনা কত ভরির এবং সোনা কত দরের হইবে সেও একেবারে বাঁধাবাঁধি হইয়া গিয়াছিল। আমি নিজে এসমস্ত কথার মধ্যে ছিলাম না; জানিতাম না দেনা-পাওনা কী স্থির হইল। মনে জানিতাম, এই ভুল অংশটাও বিবাহের একটা প্রধান অংশ, এবং সে অংশের ভার যার উপরে তিনি এক কড়াও ঠকিবেন না। বস্তুত, আশ্চর্য পাকা লোক বলিয়া মামা আমাদের সমস্ত সংসারের প্রধান গর্বের সামগ্রী। যেখানে আমাদের কোনো সম্বন্ধ আছে সেখানে সর্বত্রই তিনি বুদ্ধির লড়াইয়ে জিতিবেন, এ একেবারে ধরা কথা, এই জন্য আমাদের অভাব না থাকিলেও এবং অন্য পক্ষের অভাব কঠিন হইলেও জিতিব, আমাদের সংসারের এই জেদ– ইহাতে যে বাঁচুক আর যে মরুক। গায়ে-হলুদ অসম্ভব রকম ধুম করিয়া গেল। বাহক এত গেল যে তাহার আদম-শুমারি করিতে হইলে কেরানি রাখিতে হয়। তাহাদিগকে বিদায় করিতে অপর পক্ষকে যে নাকাল হইতে হইবে, সেই কথা স্মরণ করিয়া মামার সঙ্গে মা একযোগে বিস্তর হাসিলেন।

ব্যান্ড, বাঁশি, শঙ্খের কর্কট প্রভৃতি যেখানে যতপ্রকার উচ্চ শব্দ আছে সমস্ত একসঙ্গে মিশাইয়া বর্বর কোলাহলের মত্ত হস্তী দ্বারা সংগীত সরস্বতীর পদ্মবন দলিত বিদলিত করিয়া আমি তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম। আংটিতে হারেতে জরি-জহরতে আমার শরীর যেন গহনার দোকান নিলামে চড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাদের ভাবী জামাইয়ের মূল্য কত সেটা যেন কতক পরিমাণে সর্বাঙ্গে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে চলিয়াছিলাম। —— ⑦

## শব্দার্থ ও টীকা

◈ **এক কালে ইহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল– লক্ষ্মী** ধন ও ঐশ্বর্যের দেবী। মঙ্গলঘট তাঁর প্রতীক। কল্যাণীদের বংশে একসময় লক্ষ্মীর কৃপায় ঐশ্বর্যের ঘট পূর্ণ ছিল। ◈ **পশ্চিমে–** এখানে ভারতের পশ্চিম অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে। ◈ **মন ভার–** অপ্রসন্ন হওয়া, মন খারাপ হওয়া (বাগ্‌ধারা)। ◈ **মহার্ঘ–** অত্যন্ত দামি, মহামূল্য, দুর্মূল্য। ◈ **ধনুক ভাঙা পণ–** অতি কঠোর প্রতিজ্ঞা (বাগ্‌ধারা)। এখানে 'ধনুক ভাঙা পণ' দ্বারা যৌতুককে বোঝানো হয়েছে। ◈ **আন্ডামান দ্বীপ–** ভারতীয় সীমানাভুক্ত বঙ্গোপসাগরের দ্বীপবিশেষ। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে রাজবন্দিদের নির্বাসন শাস্তি দিয়ে আন্ডামান বা আন্দামানে পাঠানো হতো। ◈ **মনু–** বিধানকর্তা বা শাস্ত্রপ্রণেতা মুনিবিশেষ। ◈ **মনু সংহিতা–** মনু-প্রণীত মানুষের আচরণবিধি সংক্রান্ত গ্রন্থ। ◈ **কোন্নগর–** কলকাতার নিকটস্থ একটি স্থান। ◈ *সরস– রসযুক্ত, রসালো, রসিক, রসিকতায় পরিপূর্ণ; রসের সহিত বর্তমান = সরস (সমাস)।* ◈ **হরিশের সরস রসনার গুণ–** *এ উক্তির মাধ্যমে অনুপমের বন্ধু হরিশ গল্পচ্ছলে সুন্দর বাচনভঙ্গি দ্বারা অন্যকে বোঝাতে পারে এ কথা-ই বোঝানো হয়েছে।* ◈ **বিবাহের ভূমিকা-অংশটা–** *এখানে মেয়ের বংশের কৌলীন্য, দেখা-শুনা, পছন্দ পর্বকে বোঝানো হয়েছে।* ◈ **নির্বিঘ্নে–** *বাধাহীন, বিঘ্নশূন্য, বিপদহীন। নিঃ + বিঘ্ন = নির্বিঘ্ন (সন্ধি)।* ◈ **ষোলো আনা–** *এখানে সম্পূর্ণ, পুরোপুরি (বাগ্‌ধারা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।* ◈ **আঁট–** *দৃঢ়, সংযম।* ◈ **প্রজাপতি–** জীবের স্রষ্টা। ব্রহ্মা। ইনি বিয়ের দেবতা। ◈ **পঞ্চশর–** মদনদেবের ব্যবহার্য পাঁচ ধরনের বাণ। ◈ **আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই–** *বাক্যটিতে অনুপমের ভাগ্যের সুপ্রসন্নতার কথা বলা হয়েছে। তার ভাগ্যে বিবাহের দেবতা প্রজাপতি ও প্রেমের দেবতা মদনের শুভ দৃষ্টি পড়েছে। উভয় দেবতা তার পক্ষে বিরোধ নেই কারো সাথে।* ◈ **কর্কট–** নানা রকম বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান। ◈ **বর্বর কোলাহলের মত্ত হস্তী ... বিবাহ বাড়িতে গিয়া উঠিলাম–** অনুপম নিজের বিবাহযাত্রার পরিস্থিতি বর্ণনায় সুরশূন্য বিকট কোলাহলের সঙ্গে সংগীত সরস্বতীর পদ্মবন দলিত হওয়ার ঘটনার সঙ্গে তুলনা করেছে।

## পাঠ পর্যালোচনা

০৪। হরিশ আসর জমাইতে অদ্বিতীয়। অনুপমের মামার কাছে পাত্রীর সন্ধান দিলে প্রথমে মেয়ের বয়স বেশি বলে রাজি না হলেও শেষ পর্যন্ত হরিশের সরস রসনার গুণে মামা রাজি হন। বিবাহের ভূমিকা অংশটা নির্বিঘ্নে (কোনো ঝামেলা ছাড়াই) সমাধান হয়ে গেল। কিন্তু অনুপমের মেয়ে দেখার ইচ্ছাটা অপূর্ণ থেকে গেল।

০৫। কন্যাকে আশীর্বাদ করার জন্য বিনুদাকে (অনুপমের ফুফাতো ভাই) পাঠানো হয়। বিনুদা আশীর্বাদ করে ফিরে এসে কন্যার প্রশংসা করায় অনুপম দারুণ স্বস্তি লাভ করে। এ অংশে বিবাহ-উপলক্ষে কন্যাপক্ষ কলকাতায় আসে। কন্যার পিতা শম্ভুনাথবাবু হরিশকে বিশ্বাস করে অনুপমকে বিবাহের তিন দিন পূর্বে প্রথম নিজ চোখে দেখেন এবং আশীর্বাদ করে যান। এ অংশে কন্যার পিতা শম্ভুনাথবাবুর বয়স, চুল, গোঁফ ও তার চেহারা সম্পর্কে নিখুঁত বর্ণনা করা হয়েছে।

০৬। এ অংশে অনুপমকে আশীর্বাদ করার জন্য কন্যাপক্ষের কলকাতায় আগমন অর্থাৎ অনুপমদের বাড়িতে আগমন ও অনুপমের মামার অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা, সম্পদের অহমিকা প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া মামার এত কিছু বলাতে যে শম্ভুনাথ বাবুর মনে কোনো তেজ নেই এতে সে বেশ খুশি হয়। শম্ভুনাথবাবুকে বিদায় জানানোর ঐ মুহূর্তটুকু সামাজিক রীতির স্বাভাবিক ভঙ্গির পরিবর্তে অহমিকা প্রকাশ পেয়েছে।

০৭। অনুপমের মামা নিজেকে অসামান্য চতুর ভেবে অভিমান (গর্ব, অহংকার) করে থাকেন। অতএব অনুপম মনে করেন টাকার অঙ্ক তো স্থির ছিলই, তারপরে গহনা কত ভরির এবং সোনা কত দরের হবে নানাবিধ কথাবার্তায় কোথাও ফাঁক রাখেননি মামা। প্রকৃতপক্ষে, আশ্চর্য পাকা লোক বলে অনুপমের মামা তাদের সংসারের প্রধান গর্বের সামগ্রী। এ অংশে দুপক্ষের বিবাহের পণ পাকাপাকি ও বর হিসেবে অনুপমের সাজ-সজ্জা, বরযাত্রীদের তুমুল হট্টগোলের মাধ্যমে কনেপক্ষকে নাকাল করা এবং অনুপমকে বর হিসেবে সজ্জিত করার জন্য অলংকারের অতিরিক্ত ব্যবহারে অহমিকাপূর্ণ মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

## মূলপাঠ

মামা বিবাহ-বাড়িতে ঢুকিয়া খুশি হইলেন না। একে তো উঠানটাতে বরযাত্রীদের জায়গা সংকুলান হওয়াই শক্ত, তাহার পরে সমস্ত আয়োজন নিতান্ত মধ্যম রকমের। ইহার পরে শম্ভুনাথবাবুর ব্যবহারটাও নেহাত ঠান্ডা। তাঁর বিনয়টা অজস্র নয়। মুখে তো কথাই নাই কোমরে চাদর বাঁধা, গলা ভাঙা, টাক-পড়া, মিশ-কালো এবং বিপুল-শরীর তাঁর একটি উকিল-বন্ধু যদি নিয়ত হাত জোড় করিয়া মাথা হেলাইয়া, নম্রতার স্মিতহাস্যে ও গদগদ বচনে কন্সর্ট পার্টির করতাল-বাজিয়ে হইতে শুরু করিয়া বরকর্তাদের প্রত্যেককে বার বার প্রচুররূপে অভিষিক্ত করিয়া না দিতেন তবে গোড়াতেই এটা এসপার-ওসপার হইত।

আমি সভায় বসিবার কিছুক্ষণ পরেই মামা শম্ভুনাথবাবুকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কী কথা হইল জানি না, কিছুক্ষণ পরেই শম্ভুনাথবাবু আমাকে আসিয়া বলিলেন, "বাবাজি, একবার এই দিকে আসতে হচ্ছে।"

ব্যাপারখানা এই। –সকলের না হউক, কিন্তু কোনো কোনো মানুষের জীবনের একটা কিছু লক্ষ্য থাকে। মামার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তিনি কোনোমতেই কারও কাছে ঠকিবেন না। তাঁর ভয় তাঁর বেহাই তাঁকে গহনায় ফাঁকি দিতে পারেন– বিবাহকার্য শেষ হইয়া গেলে সে ফাঁকির আর প্রতিকার চলিবে না। বাড়িভাড়া সওগাদ লোক-বিদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে যেরকম টানাটানির পরিচয় পাওয়া গেছে তাহাতে মামা ঠিক করিয়াছিলেন– দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে এ লোকটির শুধু মুখের কথার উপর ভর করা চলিবে না। সেইজন্য বাড়ির সেকরাকে সুদ্ধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম, মামা এক তক্তপোশে এবং সেকরা তাহার দাঁড়িপাল্লা কষ্টিপাথর প্রভৃতি লইয়া মেঝেয় বসিয়া আছে। —— ❽

শম্ভুনাথবাবু আমাকে বলিলেন, "তোমার মামা বলিতেছেন বিবাহের কাজ শুরু হইবার আগেই তিনি কনের সমস্ত গহনা যাচাই করিয়া দেখিবেন, ইহাতে তুমি কী বল।"

আমি মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

মামা বলিলেন, "ও আবার কী বলিবে। আমি যা বলিব তাই হইবে।"

শম্ভুনাথবাবু আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সেই কথা তবে ঠিক? উনি যা বলিবেন তাই হইবে? এ সম্বন্ধে তোমার কিছুই বলিবার নাই?"

আমি একটু ঘাড়-নাড়ার ইঙ্গিতে জানাইলাম, এসব কথায় আমার সম্পূর্ণ অনধিকার।

"আচ্ছা তবে বোসো, মেয়ের গা হইতে সমস্ত গহনা খুলিয়া আনিতেছি।" এই বলিয়া তিনি উঠিলেন।

মামা বলিলেন, "অনুপম এখানে কী করিবে। ও সভায় গিয়া বসুক।"

শম্ভুনাথ বলিলেন, "না, সভায় নয়, এখানেই বসিতে হইবে।" —— ❾

কিছুক্ষণ পরে তিনি একখানা গামছায় বাঁধা গহনা আনিয়া তক্তপোশের উপর মেলিয়া ধরিলেন। সমস্তই তাঁহার পিতামহীদের আমলের গহনা– হাল ফ্যাশনের সূক্ষ্ম কাজ নয়– যেমন মোটা তেমনি ভারী।

সেকরা গহনা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, "এ আর দেখিব কী। ইহাতে খাদ নাই– এমন সোনা এখনকার দিনে ব্যবহারই হয় না।"

এই বলিয়া সে মকরমুখো মোটা একখানা বালায় একটু চাপ দিয়া দেখাইল তাহা বাঁকিয়া যায়।

মামা তখনই নোটবইয়ে গহনাগুলির ফর্দ টুকিয়া লইলেন, পাছে যাহা দেখানো হইল তাহার কোনোটা কম পড়ে। হিসাব করিয়া দেখিলেন, গহনা যে পরিমাণ দিবার কথা এগুলি সংখ্যায়, দরে এবং ভারে তার অনেক বেশি।

গহনাগুলির মধ্যে একজোড়া এয়ারিং ছিল। শম্ভুনাথ সেইটে সেকরার হাতে দিয়া বলিলেন, "এইটে একবার পরখ করিয়া দেখো।"

সেকরা কহিল, "ইহা বিলাতি মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামান্যই আছে।"

শম্ভুবাবু এয়ারিং জোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, "এটা আপনারাই রাখিয়া দিন।"

মামা সেটা হাতে লইয়া দেখিলেন, এই এয়ারিং দিয়াই কন্যাকে তাঁহারা আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল। দরিদ্র তাঁহাকে ঠকাইতে চাহিবে কিন্তু তিনি ঠকিবেন না এই আনন্দ-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং তাহার উপরেও কিছু উপরি-পাওনা জুটিল। অত্যন্ত মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "অনুপম, যাও, তুমি সভায় গিয়ে বোসো গে।"

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, "না, এখন সভায় বসিতে হইবে না। চলুন, আগে আপনাদের খাওয়াইয়া দিই।"

মামা বলিলেন, "সে কী কথা। লগ্ন–"

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, "সেজন্য কিছু ভাবিবেন না– এখন উঠুন।"

লোকটি নেহাত ভালোমানুষ-ধরনের, কিন্তু ভিতরে বেশ একটু জোর আছে বলিয়া বোধ হইল। মামাকে উঠিতে হইল। বরযাত্রীদেরও আহার হইয়া গেল। আয়োজনের আড়ম্বর ছিল না। কিন্তু রান্না ভালো এবং সমস্ত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলিয়া সকলেরই তৃপ্তি হইল। —— ❿

## শব্দার্থ ও টীকা

◈ **নিতান্ত মধ্যম রকমের**– খুব ভালোও নয় মন্দও নয় এরকম অবস্থা। ◈ **নেহাত**– সম্পূর্ণ, একান্ত, নিদেনপক্ষে, একেবারে, যারপরনাই। ◈ **অভিষিক্ত**– অভিষেক করা হয়েছে এমন। ◈ **এসপার-ওসপার**– চূড়ান্ত, ভালোমন্দ, চূড়ান্ত মীমাংসা। ◈ **সওগাদ**– উপঢৌকন। ভেট। ◈ **লোক বিদায়**– পাওনা পরিশোধ। এখানে অনুষ্ঠানের শেষে পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধের কথা বলা হয়েছে। ◈ **কষ্টিপাথর**– যে পাথরে ঘষে সোনার খাঁটিত্ব যাচাই বা পরীক্ষা করা হয়। ◈ **দেওয়া-থোওয়া**– বিয়ের যৌতুক ও আনুষঙ্গিক খরচ বোঝাতে কথাটি বলা হয়েছে। ◈ **সেকরা**– স্বর্ণকার, সোনার অলংকার প্রস্তুতকারক। ◈ **অনধিকার**– স্বত্ব বা অধিকারের অভাব; [*ন + অধিকার (সমাস)*]। ◈ **মকরমুখো**– মকর বা কুমিরের মুখের অনুরূপ। ◈ **মকরমুখো মোটা একখানা বালা**– মকর বা কুমিরের মুখাকৃতিযুক্ত হাতে পরিধেয় অলঙ্কারবিশেষ। ◈ **এয়ারিং**– কানের দুল। Earring. ◈ **সভায় গিয়া বসুক**– এখানে সভায় বলতে বোঝানো হয়েছে বিয়ের আসরকে। ◈ **পিতামহী**– নানি, ঠাকুরমা। ◈ **হাল ফ্যাশনের সূক্ষ্ম কাজ নয়– যেমন মোটা তেমনি ভারী**– এ উক্তাংশ দ্বারা কন্যাপক্ষের গহনা সম্পর্কে প্রশংসা করা হয়েছে। ◈ **খাদ**– সোনারুপার সাথে মিশ্রিত নিকৃষ্ট ধাতু, ভেজাল। ◈ **মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল**– অনুপমের মামা শম্ভুনাথের দেওয়া স্বর্ণ যাচাই করে দেখালো গহনাগুলো খাঁটি পক্ষান্তরে অনুপমদের দেওয়া স্বর্ণ ভেজাল ও বিলাতিমাল। যার জন্য মামার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল। ◈ **সম্ভোগ**– উপভোগ। ◈ **উপরি-পাওনা**– বাড়তি আয় উপার্জন (বাগ্‌ধারা)। ◈ **দরিদ্র তাঁহাকে ঠকাইতে চাহিবে কিন্তু তিনি ঠকিবেন না এই আনন্দ-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং তাহার উপরেও কিছু উপরি-পাওনা জুটিল**– অনুপমের মামা কৌশলে শম্ভুনাথ বাবুকে অস্বস্তি বা বিব্রত করতে চান কিন্তু কন্যাপক্ষের গহনা খাঁটি হওয়ার কারণে এই নিছক আনন্দ উপভোগ করতে পারলেন না। বরং মামা নিজেই লজ্জার সম্মুখীন হলেন। ◈ **লগ্ন**– উপযুক্ত বা শুভ সময়। ◈ **একটু জোর**– শক্তি। মূলত এখানে জোর শব্দটি দ্বারা শম্ভুনাথের চরিত্রের দৃঢ়তা বা বলিষ্ঠতাকে বোঝানো হয়েছে। ◈ **আড়ম্বর**– জাকজমক, ঘটা।

## পাঠ পর্যালোচনা

❽। উঠানটাতে বরযাত্রীদের জায়গার ব্যবস্থা সামান্য থাকা, বিবাহের সমস্ত আয়োজন নিতান্ত মধ্যম রকমের। শম্ভুনাথবাবুর ব্যবহারটাও নেহাত (একেবারে) ঠান্ডা। তাঁর বিনয়টা অজস্র (অনেক বেশি) নয়। মুখে তো কথাই নাই, কোমরে চাদর বাঁধা। এ সব দেখে অনুপমের মামা বিবাহ-বাড়িতে প্রবেশ করে খুশি হননি। এ অংশে অনুপমের মামার চরম সংকীর্ণ মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বিবাহ উপলক্ষে তুমুল হট্টগোল দ্বারা, নিজেদের অস্তিত্বের গৌরব প্রচার; কন্যাপক্ষের ধার্য গহনা যেন ঠিকঠাক বুঝে পায় সেজন্য বাড়ির সেকরাসহ বিয়ে বাড়িতে গমন– এসবই সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয় বহন করে।

❾। এ অংশে বিয়ে সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে অনুপমের মামা প্রাপ্ত গহনা যাচাই করবে বলে শম্ভুনাথকে জানান। শম্ভুনাথবাবু এ বিষয়ে অনুপমের মত জানতে চাইলে অনুপমের নিকট বিষয়টি খুবই ন্যক্কারজনক মনে হয় এবং অনুপম একটু ঘাড়-নাড়ার ইঙ্গিতে জানায়, এসব কথায় তার মত দেওয়া সম্পূর্ণ অনধিকার।

❿। এ অংশে বিয়ে সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে অনুপমের মামা প্রাপ্ত গহনা যাচাই করার নামে শম্ভুনাথকে বিব্রত করতে চেয়েছিল। সেকরা সব গহনা পরীক্ষা করে দেখে গহনাগুলো হাল ফ্যাশনের সূক্ষ্ম কাজ নয়। যেমন মোটা তেমন ভারী। বরং বরপক্ষের দেওয়া এয়ারিংটা সেকরা পরীক্ষা করে বলল– "ইহা বিলাতি মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামান্যই আছে।" এমন অবস্থাতে উল্টো অনুপমের মামা নিজেই বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হয়। এরকম অপমানের পরেও শম্ভুনাথবাবু বিচলিত না হয়ে কৌশলে বিনয় দেখিয়ে বরযাত্রীদের ভোজনপর্বটাও শেষ করেন।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

## মূলপাঠ

বরযাত্রীদের খাওয়া শেষ হইলে শম্ভুনাথবাবু আমাকে খাইতে বলিলেন। মামা বলিলেন, "সে কী কথা। বিবাহের পূর্বে বর খাইবে কেমন করিয়া।"

এ সম্বন্ধে মামার কোনো মতপ্রকাশকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কী বল। বসিয়া যাইতে দোষ কিছু আছে?"

মূর্তিমতী মাতৃ-আজ্ঞা-স্বরূপে মামা উপস্থিত, তাঁর বিরুদ্ধে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আহারে বসিতে পারিলাম না।

তখন শম্ভুনাথবাবু মামাকে বলিলেন, "আপনাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। আমরা ধনী নই, আপনাদের যোগ্য আয়োজন করিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবেন। রাত হইয়া গেছে, আর আপনাদের কষ্ট বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। এখন তবে-"

মামা বলিলেন, "তা, সভায় চলুন, আমরা তো প্রস্তুত আছি।"

শম্ভুনাথ বলিলেন, "তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই?"

মামা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "ঠাট্টা করিতেছেন নাকি।"

শম্ভুনাথ কহিলেন, "ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।"

মামা দুই চোখ এত বড়ো করিয়া মেলিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

শম্ভুনাথ কহিলেন, "আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব এ কথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।"

আমাকে একটি কথা বলাও তিনি আবশ্যক বোধ করিলেন না। কারণ, প্রমাণ হইয়া গেছে, আমি কেহই নই।

তারপরে যা হইল সে আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। ঝাড়লণ্ঠন ভাঙিয়া-চুরিয়া, জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করিয়া, বরযাত্রের দল দক্ষযজ্ঞের পালা সারিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাড়ি ফিরিবার সময় ব্যান্ড রসনচৌকি ও কন্সর্ট একসঙ্গে বাজিল না এবং অভ্রের ঝাড়গুলো আকাশের তারার উপর আপনাদের কর্তব্যের বরাত দিয়া কোথায় যে মহানির্বাণ লাভ করিল সন্ধান পাওয়া গেল না। —— ⑪

৩

বাড়ির সকলে তো রাগিয়া আগুন। কন্যার পিতার এত গুমর! কলি যে চারপোয়া হইয়া আসিল! সকলে বলিল, "দেখি, মেয়ের বিয়ে দেন কেমন করিয়া।" কিন্তু মেয়ের বিয়ে হইবে না এ ভয় যার মনে নাই তার শাস্তির উপায় কি।

মস্ত বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহের আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে। এত বড়ো সৎপাত্রের কপালে এত বড়ো কলঙ্কের দাগ কোন নষ্ট গ্রহ এত আলো জ্বালাইয়া, বাজনা বাজাইয়া, সমারোহ করিয়া আঁকিয়া দিল? বরযাত্রীরা এই বলিয়া কপাল চাপড়াইতে লাগিল যে, "বিবাহ হইল না অথচ আমাদের ফাঁকি দিয়া খাওয়াইয়া দিল- পাকযন্ত্রটাকে সমস্ত অন্নসুদ্ধ সেখানে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আফসোস মিটিত।"

বিবাহের চুক্তিভঙ্গ ও মানহানির দাবিতে নালিশ করিব বলিয়া মামা অত্যন্ত গোল করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হিতৈষীরা বুঝাইয়া দিল, তাহা হইলে তামাশার যেটুকু বাকি আছে তাহা পুরা হইবে।

বলা বাহুল্য, আমিও খুব রাগিয়াছিলাম। কোনো গতিকে শম্ভুনাথ বিষম জব্দ হইয়া আমাদের পায়ে ধরিয়া আসিয়া পড়েন, গোঁফের রেখায় তা দিতে দিতে এইটেই কেবল কামনা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু, এই আক্রোশের কালো রঙের স্রোতের পাশাপাশি আর একটা স্রোত বহিতেছিল যেটার রঙ একবারেই কালো নয়। সমস্ত মন যে সেই অপরিচিতার পানে ছুটিয়া গিয়াছিল- এখনো যে তাহাকে কিছুতেই টানিয়া ফিরাইতে পারি না। দেয়ালটুকুর আড়ালে রহিয়া গেল গো। কপালে তার চন্দন আঁকা, গায়ে তার লাল শাড়ি, মুখে তার লজ্জার রক্তিমা, হৃদয়ের ভিতরে কী যে তা কেমন করিয়া বলিব। আমার কল্পলোকের কল্পলতাটি বসন্তের সমস্ত ফুলের ভার আমাকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য নত হইয়া পড়িয়াছিল। হাওয়া আসে, গন্ধ পাই, পাতার শব্দ শুনি- কেবল আর একটিমাত্র পা ফেলার অপেক্ষা-এমন সময়ে সেই এক পদক্ষেপের দূরত্বটুকু এক মুহূর্তে অসীম হইয়া উঠিল! —— ⑫

## শব্দার্থ ও টীকা

◈ **মূর্তিমতী**– স্পষ্ট মূর্তিযুক্ত। ◈ **মূর্তিমতী মাতৃ-আজ্ঞা স্বরূপে মামা উপস্থিত**– অনুপমের সকল কাজের ক্ষেত্রে মামা মায়ের আদেশের মতো স্পষ্টরূপে দাঁড়িয়ে যায়। আর এ আদেশের বাইরে অনুপম কোনো কাজ করতে পারে না। ◈ **ঝাড়লণ্ঠন**– একধরনের বাতি; (লণ্ঠন (Lantern) ইংরেজি শব্দ)। ◈ **দক্ষ**– পারদর্শী, কুশল। এখানে দক্ষ হলো- হিন্দু পুরাণে বর্ণিত প্রজাপতিবিশেষ যিনি সতী ও নক্ষত্ররূপিণী সপ্তবিংশ কন্যার জনক। ◈ **যজ্ঞ**– দেবতার অনুগ্রহ লাভের জন্য হিন্দুদের বেদবিহিত অনুষ্ঠান, বিরাট আয়োজন। ◈ **বরাত**– দায়িত্ব, কর্মভার। ◈ **দক্ষযজ্ঞ**– প্রজাপতি দক্ষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞ। এ যজ্ঞে পতিনিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে শিব অনুচরসহ যজ্ঞস্থলে পৌঁছে যজ্ঞ ধ্বংস করে দেন এবং সতীর শব কাঁধে তুলে নিয়ে প্রলয় নৃত্যে মত্ত হন। এখানে প্রলয়কাণ্ড বা হট্টগোল বোঝাচ্ছে। ◈ **রসনচৌকি**– শানাই, ঢোল ও কাঁসি- এ তিন বাদ্যযন্ত্রে সৃষ্ট ঐকতানবাদন। ◈ **অভ্র**– এক ধরনের খনিজ ধাতু। Mica. ◈ **অভ্রের ঝাড়**– অভ্রের তৈরি ঝাড়বাতি। ◈ **মহানির্বাণ**– সবরকমের বন্ধন থেকে মুক্তি। ◈ **গুমর**– অহংকার। ◈ **কলি**– পুরাণে বর্ণিত চার যুগের শেষ যুগ। কলিযুগ। কলিকাল। ◈ **কলি যে চারপোয়া হইয়া আসিল!**– কলিকাল পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করল। ◈ **মস্ত**– বিরাট। ◈ **কলঙ্ক**– অপবাদ, নিন্দা। ◈ **নষ্ট গ্রহ**– গ্রহের ফের, গ্রহের অশুভ প্রভাব। ◈ **সমারোহ**– জাকজমক, আড়ম্বর, ঘটা। ◈ **চাপড়াইতে**– মন্দ ভাগ্যের জন্য বা ক্ষতির জন্য আফসোস করা। ◈ **পাকযন্ত্র**– পাকস্থলী। ◈ **অন্নসুদ্ধ**– খাবারসহ। ◈ **আফসোস (ফারসি)**– অনুশোচনা, অনুতাপ। ◈ **বাহুল্য**– অনাবশ্যক। ◈ **কোনো গতিকে**– যেকোনো অবস্থায় বা প্রকারে। ◈ **বিষম**– খুব, ভীষণ। ◈ **জব্দ**– অপদস্থ, লাঞ্ছিত। ।◈ **গোঁফের রেখায় তা দেওয়া**– ভবিষ্যৎ লাভের আশায় উৎফুল্ল হওয়া।◈ **আক্রোশ**– ক্রোধ, বিদ্বেষ। ◈ **রক্তিমা**– রক্ত বর্ণ। ◈ **কল্পলোকের**– কল্পনার জগৎ, মানসভূমি। ◈ **কল্পলতা**– অভীষ্ট, বাসনা বা ইচ্ছা পূরণের/প্রদানের ক্ষমতা বিশিষ্ট লতা। এখানে কল্যাণীকে বোঝানো হয়েছে। ◈ **নিবেদন**– সমর্পণ, উৎসর্গ। ◈ **পদক্ষেপ**– পা ফেলা।

## পাঠ পর্যালোচনা

১১। এ অংশে শম্ভুনাথবাবু বরপক্ষের সংকীর্ণ মানসিকতার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন। আর বরপক্ষের আচরণে অসন্তুষ্ট শম্ভুনাথবাবুর যুক্তিসঙ্গত প্রতিক্রিয়ায় অনুপমের মামা হতভম্ব হয়ে যায়। এছাড়া বিয়ের কার্য শেষ না করে বরপক্ষকে বিদায় দেওয়ার মুহূর্তটি যেন নিরন্তর বয়ে চলা যৌতুকপ্রথার বিরুদ্ধে কুঠারাঘাত। এ অংশে 'দক্ষযজ্ঞ' দ্বারা প্রলয়কাণ্ড বা হট্টগোল এবং 'রসনচৌকি' দ্বারা শানাই, ঢোল ও কাঁসি- এ তিন বাদ্যযন্ত্রে সৃষ্ট ঐকতানবাদনকে বোঝায়।

১২। এ অংশে কন্যার বাড়ি থেকে বরপক্ষ বিতাড়িত হওয়ার ঘটনায় তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এবং অনুপমের মামা বিবাহের চুক্তি ভঙ্গের দরুন মামলা করতে প্রস্তুত কিন্তু শুভাকাঙ্ক্ষীরা নিষেধ করায় তা বন্ধ হয়েছে। অনুপমও চাচ্ছিল যে কোনো প্রকারে শম্ভুনাথবাবু যেন ক্ষমা চেয়ে নেন। এ সব ভাবনা অনুপমকে কিছুতেই নিষ্কৃতি দিচ্ছিল না, কারণ তার সমস্ত মন সেই অপরিচিতার (কল্যাণীর) পানে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অনুপম মনে করেন তার কল্পলোকের কল্পলতাটি (এখানে কল্যাণীর কথা বলা হয়েছে) বসন্তের সমস্ত ফুলের ভার তাকে নিবেদন করে দেওয়ার জন্য নত হয়ে পড়েছিল। কেবল আর একটি মাত্র পা ফেলার অপেক্ষা বাকি রয়ে গেল। অর্থাৎ বিবাহটা সম্পন্ন হলো না। সর্বোপরি এ অংশে অনুপমের না পাওয়ার বেদনা ব্যক্ত হয়েছে।



CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

## মূলপাঠ

একদিন যে প্রতি সন্ধ্যায় আমি বিনুদাদার বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলাম। বিনুদার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্ফুলিঙ্গের মতো আমার মনের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য; কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে, না দেখিলাম তাহার ছবি, সমস্তই অস্পষ্ট হইয়া রহিল। বাহিরে তো সে ধরা দিলই না, তাহাকে মনেও আনিতে পারিলাম না— এইজন্য মন সেদিনকার সেই বিবাহসভার দেয়ালটার বাহিরে ভূতের মতো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।
হরিশের কাছে শুনিয়াছি, মেয়েটিকে আমার ফটোগ্রাফ দেখানো হইয়াছিল। পছন্দ করিয়াছে বৈকি। না করিবার তো কোনো কারণ নাই। আমার মন বলে, সে ছবি তার কোনো একটি বাক্সের মধ্যে লুকানো আছে। একলা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া এক-একদিন নিরালা দুপুরবেলায় সে কি সেটি খুলিয়া দেখে না? যখন ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে তখন ছবিটির উপরে কি তার মুখের দুই ধার দিয়া এলোচুল আসিয়া পড়ে না? হঠাৎ বাহিরে কারও পায়ের শব্দ পাইলে সে কি তাড়াতাড়ি তার সুগন্ধ আঁচলের মধ্যে ছবিটিকে লুকাইয়া ফেলে না?
দিন যায়। একটা বৎসর গেল। মামা তো লজ্জায় বিবাহসম্বন্ধের কথা তুলিতেই পারেন না। মার ইচ্ছা ছিল, আমার অপমানের কথা যখন সমাজের লোকে ভুলিয়া যাইবে তখন বিবাহের চেষ্টা দেখিবেন। —— 13

এদিকে শুনিলাম সে মেয়ের নাকি ভালো পাত্র জুটিয়াছিল, কিন্তু সে পণ করিয়াছে বিবাহ করিবে না। শুনিয়া আমার মন পুলকের আবেশে ভরিয়া গেল। আমি কল্পনায় দেখিতে লাগিলাম, সে ভালো করিয়া খায় না; সন্ধ্যা হইয়া আসে, সে চুল বাঁধিতে ভুলিয়া যায়। তার বাপ তার মুখের পানে চান আর ভাবেন, "আমার মেয়ে দিনে দিনে এমন হইয়া যাইতেছে কেন।" হঠাৎ কোনোদিন তার ঘরে আসিয়া দেখেন, মেয়ের দুই চক্ষু জলে ভরা। জিজ্ঞাসা করেন, "মা, তোর কী হইয়াছে বল্ আমাকে।" মেয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলে, "কই কিছুই তো হয় নি বাবা।" বাপের এক মেয়ে যে-বড়ো আদরের মেয়ে। যখন অনাবৃষ্টির দিনে ফুলের কুঁড়িটির মতো মেয়ে একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে তখন বাপের প্রাণে আর সহিল না। তখন অভিমান ভাসাইয়া দিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন আমাদের দ্বারে। তার পরে? তার পরে মনের মধ্যে সেই যে কালো রঙের ধারাটা বহিতেছে সে যেন কালো সাপের মতো রূপ ধরিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল। সে বলিল, "বেশ তো, আর একবার বিবাহের আসর সাজানো হোক, আলো জ্বলুক, দেশ-বিদেশের লোকের নিমন্ত্রণ হোক, তার পরে তুমি বরের টোপর পায়ে দলিয়া দলবল লইয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া এসো।" কিন্তু, যে ধারাটি চোখের জলের মতো শুভ্র সে রাজহংসের রূপ ধরিয়া বলিল, "যেমন করিয়া আমি একদিন দময়ন্তীর পুষ্পবনে গিয়াছিলাম, তেমনি করিয়া আমাকে একবার উড়িয়া যাইতে দাও- আমি বিরহিণীর কানে কানে একবার সুখের খবরটা দিয়া আসি গে।" তার পরে? তার পরে দুঃখের রাত পোহাইল, নববর্ষার জল পড়িল, ম্লান ফুলটি মুখ তুলিল- এবারে সেই দেয়ালটার বাহিরে রহিল সমস্ত পৃথিবীর আর সবাই আর ভিতরে প্রবেশ করিল একটিমাত্র মানুষ। তার পরে? তার পরে আমার কথাটি ফুরালো। —— 14

৪

কিন্তু, কথা এমন করিয়া ফুরাইল না। যেখানে আসিয়া তাহা অফুরান হইয়াছে সেখানকার বিবরণ একটুখানি বলিয়া আমার এ লেখা শেষ করিয়া দিই।
মাকে লইয়া তীর্থে চলিয়াছিলাম। আমার উপরেই ভার ছিল। কারণ মামা এবারেও হাবড়ার পুল পার হন নাই। রেলগাড়িতে ঘুমাইতেছিলাম। ঝাঁকানি খাইতে খাইতে মাথার মধ্যে নানাপ্রকার এলোমেলো স্বপ্নের ঝুমঝুমি বাজিতেছিল। হঠাৎ একটা কোন স্টেশনে জাগিয়া উঠিলাম। আলোতে অন্ধকারে মেশা সেও এক স্বপ্ন। কেবল আকাশের তারাগুলি চিরপরিচিত-আর সবই অজানা অস্পষ্ট; স্টেশনের দীপ-কয়টা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আলো ধরিয়া এই পৃথিবীটা যে কত অচেনা এবং যাহা চারিদিকে তাহা যে কতই বহু দূরে তাহাই দেখাইয়া দিতেছে। গাড়ির মধ্যে মা ঘুমাইতেছেন; আলোর নিচে সবুজ পর্দা টানা; তোরঙ্গ বাক্স জিনিসপত্র সমস্তই কে কার ঘাড়ে এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে, তাহারা যেন স্বপ্নলোকের উলট-পালট আসবাব, সবুজ প্রদোষের মিটমিটে আলোতে থাকা এবং না-থাকার মাঝখানে কেমন একরকম হইয়া পড়িয়া আছে। এমন সময়ে সেই অদ্ভুত পৃথিবীর অদ্ভুত রাত্রে কে বলিয়া উঠিল, "শিগগির চলে আয় এই গাড়িতে জায়গা আছে।" মনে হইল, যেন গান শুনিলাম। বাঙালি মেয়ের গলায় বাংলা কথা যে কী মধুর তাহা এমনি করিয়া অসময়ে অজায়গায় আচমকা শুনিলে তবে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু, এই গলাটিকে কেবলমাত্র মেয়ের গলা বলিয়া একটি শ্রেণিভুক্ত করিয়া দেওয়া চলে না, এ কেবল একটি মানুষের গলা; শুনিলেই মন বলিয়া ওঠে "এমন তো আর শুনি নাই।"
চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড়ো সত্য। রূপ জিনিসটি বড়ো কম নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম এবং অনির্বচনীয়, আমার মনে হয় কণ্ঠস্বর যেন তারই চেহারা। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির জানালা খুলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিলাম, কিছুই দেখিলাম না। প্ল্যাটফর্মের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া গার্ড তাহার একচক্ষু লণ্ঠন নাড়িয়া দিল, গাড়ি চলিল; আমি জানলার কাছে বসিয়া রহিলাম। আমার চোখের সামনে কোনো মূর্তি ছিল না, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমি একটি হৃদয়ের রূপ দেখিতে লাগিলাম। সে যেন এই তারাময়ী রাত্রির মতো, আবৃত করিয়া ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। ওগো সুর, অচেনা কণ্ঠের সুর, এক নিমেষে তুমি যে আমার চিরপরিচয়ের আসনটির উপরে আসিয়া বসিয়াছ। কী আশ্চর্য পরিপূর্ণ তুমি- চঞ্চল কালের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের উপরে ফুলটির মতো ফুটিয়াছ, অথচ তার ঢেউ লাগিয়া একটি পাপড়িও টলে নাই, অপরিমেয় কোমলতায় এতটুকু দাগ পড়ে নাই।
গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলিল; আমি মনের মধ্যে গান শুনিতে শুনিতে চলিলাম। তাহার একটিমাত্র ধুয়া- "গাড়িতে জায়গা আছে।" আছে কি, জায়গা আছে কি। জায়গা যে পাওয়া যায় না, কেউ যে কাকেও চেনে না। অথচ সেই না-চেনাটুকু যে কুয়াশামাত্র, সে যে মায়া, সেটা ছিন্ন হইলেই যে চেনার আর অন্ত নাই। ওগো সুধাময় সুর, যে হৃদয়ের অপরূপ রূপ তুমি, সে কি আমার চিরকালের চেনা নয়। জায়গা আছে আছে- শীঘ্র আসিতে ডাকিয়াছ, শীঘ্রই আসিয়াছি, এক নিমেষও দেরি করি নাই।
রাত্রে ভালো করিয়া ঘুম হইল না। প্রায় প্রতি স্টেশনে একবার করিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, ভয় হইতে লাগিল যাহাকে দেখা হইল না সে পাছে রাত্রে নামিয়া যায়। —— 15

## শব্দার্থ ও টীকা

◈ **অস্থির**- চঞ্চল, উতলা। ◈ **সংকীর্ণ**- অপ্রশস্ত, সংকুচিত। ◈ **স্ফুলিঙ্গ**- অগ্নিকণা, আগুনের ফুলকি। ◈ **মন সেদিনকার সেই বিবাহসভার দেয়ালটার বাহিরে ভূতের মতো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল**- অনুপমের তখন তার সমস্ত স্মৃতি ভূতের মতো অতৃপ্ত হয়ে গভীর ও প্রবল ব্যথা দেয়ালের চারিদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। ◈ **পুলকের আবেশ**- রোমাঞ্চকর ভালোলাগা। ◈ **যখন অনাবৃষ্টির দিনে ফুলের কুঁড়িটির মতো মেয়ে একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে তখন বাপের প্রাণে আর সহিল না**- বৃষ্টির অভাবে ফুলের কুঁড়ি যেমন শুকিয়ে যেতে থাকে তেমনি কল্যাণীর বিমর্ষ অবস্থা দেখে বাবা শম্ভুনাথের অসহ্য হয়ে গেল। ◈ **দময়ন্তী**- মহাভারতোক্ত নল রাজার স্ত্রী ও বিদর্ভ রাজকন্যা। রাজহংসের রূপ ধরে রাজা নল একদিন দময়ন্তীকে ভালোবাসা নিবেদন করেছিল। ◈ **নববর্ষার জল পড়িল, ম্লান ফুলটি মুখ তুলিল**- এখানে ম্লান ফুলটি দ্বারা কল্যাণীর কথা বলা হয়েছে। ◈ **তোরঙ্গ**- টিন, ইস্পাত প্রভৃতি দ্বারা তৈরি বাক্স, trunk। ◈ **শিগগির চলে আয় এই গাড়িতে জায়গা আছে**- এ কথাটি কল্যাণীর, যা অনুপম শুনেছিল। ◈ **একচক্ষু লণ্ঠন**- একদিক খোলা তিনদিক ঢাকা বিশেষ ধরনের লণ্ঠন, যা রেলপথের সংকেত দেখানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। ◈ **প্রদোষ**- সন্ধ্যা। ◈ **চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড়ো সত্য ... আমার মনে হয় কণ্ঠস্বর যেন তারই চেহারা**- অনুপম বিবাহের আসরেও কল্যাণীকে দেখেনি কেবল কথায় শুনেছে। তাই অনুপম যখন কানপুর স্টেশনে এক নারীর সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনতে পায় তখন সে চমকে উঠে এবং কণ্ঠস্বরই যেন চেহারার প্রতিবিম্ব। যেন সে কল্যাণীকে সামনে থেকে দেখছে। ◈ **ক্ষুব্ধ**- বিচলিত, ব্যাকুল, চঞ্চল। ◈ **অপরিমেয়**- পরিমাপের অসাধ্য, পরিমাপ করা যায় না এমন। ◈ **মৃদঙ্গ**- মাটির খোলের দুপাশে চামড়া লাগানো এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। ◈ **গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলিল**- চলন্ত রেলগাড়ির অবিরাম ধাতব ধ্বনি বোঝানো হয়েছে। ◈ **তাহার একটিমাত্র ধুয়া গাড়িতে জায়গা আছে**- এই 'তাহার' হলো কল্যাণী; আর 'ধুয়া' হলো গানের যে অংশ দোহারগণ (গায়কের সহকারী) বারবার পরিবেশন করে।

## পাঠ পর্যালোচনা

১৩। এ অংশে বিনুদাদার মুখ থেকে কল্যাণীর রূপ বর্ণনা শুনে অনুপম তার জন্য সদা ব্যাকুল থাকতো এবং বিবাহ সভার সেদিনকার কথা সে আজো ভুলতে পারেনি। অনুপম হরিশের কাছ থেকে জানতে পেরেছে, মেয়েটিকে তার ফটোগ্রাফ দেখানো হয়েছিল। অনুপম এ বিষয়ে নানা চিন্তা করে, যেমন মেয়েটি ফটোগ্রাফ নিঃসন্দেহে পছন্দ করেছে, ছবিটি বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রাখা, নিরালা দুপুরবেলায় ছবিটি দেখা আবার ছবিটির উপর ঝুঁকে পড়া এবং ছবিটির উপরে তার মুখের দুই ধার দিয়া এলোচুল এসে পড়া, হঠাৎ বাইরের কারো পায়ের শব্দ পেলে তাড়াতাড়ি তার সুগন্ধ আঁচলের মধ্যে ছবিটিকে লুকিয়ে ফেলা ইত্যাদি। ইতোমধ্যে এক বছর কেটে গেলেও অনুপমের বিয়ে নিয়ে আর কেউ চিন্তা করেনি।

১৪। এ অংশে কল্যাণীকে ঘিরে অনুপমের ভাবকল্পনা নানা রঙের দ্যুতি ছড়িয়েছে। কল্যাণীর জন্য তার বাবা পাত্র দেখলেও কল্যাণী বিয়ে করেনি এ কথা শুনে অনুপম বলে- 'শুনিয়া আমার মন পুলকের আবেশে ভরিয়া গেল।' তখন কল্যাণী ও তার পরিবারের জন্য অনুপমের হৃদয়ে নানা ভাবনা চিন্তা জড়ো হতে থাকে। যেমন কল্যাণী কীভাবে দিনাতিপাত করছে, তার বাবা-মার মনের অবস্থা কী। অর্থাৎ অনুপমের ভাবনায় অতীত স্মৃতিচারণা বর্তমানকে বিমর্ষ করে তুলেছে।

১৫। এ অংশে অনুপমের মাকে নিয়ে তীর্থযাত্রার প্রাক্কালে ট্রেনের ভেতরকার বর্ণনা, হঠাৎ অদ্ভুত এক ডাক- 'শিগগির চলে আয় এই গাড়িতে জায়গা আছে।' অনুপমের মনে হলো, যেন গান শুনলো। তাই অনুপমের কাছে মনে হলো- 'রূপ জিনিসটি বড়ো কম নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম এবং অনির্বচনীয়, আমার মনে হয় কণ্ঠস্বর যেন তারই চেহারা।' কল্যাণীর আহ্বান ধ্বনি অনুপমের হৃদয়ের মাঝে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

## মূলপাঠ

পরদিন সকালে একটা বড়ো স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইবে। আমাদের ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট-মনে আশা ছিল, ভিড় হইবে না। নামিয়া দেখি, প্লাটফর্মে সাহেবেদের আর্দালি-দল আসবাবপত্র লইয়া গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কোন এক ফৌজের বড় জেনারেল সাহেব ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। দুই-তিন মিনিট পরেই গাড়ি আসিল। বুঝিলাম, ফার্স্ট ক্লাসের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। মাকে লইয়া কোন গাড়িতে উঠি সে এক বিষম ভাবনায় পড়িলাম। সব গাড়িতেই ভিড়। দ্বারে দ্বারে উঁকি মারিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমন সময়ে সেকেণ্ড ক্লাসের গাড়ি হইতে একটি মেয়ে আমার মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন না- এখানে জায়গা আছে।"

আমি তো চমকিয়া উঠিলাম। সেই আশ্চর্যমধুর কণ্ঠ এবং সেই গানেরই ধুয়া "জায়গা আছে।" ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া মাকে লইয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম। জিনিসপত্র তুলিবার প্রায় সময় ছিল না। আমার মতো অক্ষম দুনিয়ায় নাই। সেই মেয়েটিই কুলিদের হাত হইতে তাড়াতাড়ি চলতি গাড়িতে আমাদের বিছানাপত্র টানিয়া লইল। আমার একটা ফটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা স্টেশনেই পড়িয়া রহিল-গ্রাহ্যই করিলাম না। তার পরে -কী লিখিব জানি না। আমার মনের মধ্যে একটি অখণ্ড আনন্দের ছবি আছে- তাহাকে কোথায় শুরু করিব, কোথায় শেষ করিব? বসিয়া বসিয়া বাক্যের পর বাক্য যোজনা করিতে ইচ্ছা করে না।

এবার সেই সুরটিকে চোখে দেখিলাম; তখনো তাহাকে সুর বলিয়াই মনে হইল। মায়ের মুখের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম তাঁর চোখে পলক পড়িতেছে না। মেয়েটির বয়স ষোলো কি সতেরো হইবে, কিন্তু নবযৌবন ইহার দেহে মনে কোথাও যেন একটুও ভার চাপাইয়া দেয় নাই। ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব, ইহার কোনো জায়গায় কিছু জড়িমা নাই। —— ⑯

আমি দেখিতেছি, বিস্তারিত করিয়া কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। এমন-কি সে যে কী রঙের কাপড় কেমন করিয়া পরিয়াছিল তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। এটা খুব সত্য যে, তার বেশ ভূষায় এমন কিছুই ছিল না যেটা তাহাকে ছাড়াইয়া বিশেষ করিয়া চোখে পড়িতে পারে। সে নিজের চারিদিকের সকলের চেয়ে অধিক- রজনীগন্ধার শুভ্র মঞ্জরীর মতো সরল বৃন্তটির উপরে দাঁড়াইয়া, যে গাছে ফুটিয়াছে সে গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে দুটি-তিনটি ছোটো ছোটো মেয়ে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া তাহার হাসি এবং কথার আর অন্ত ছিল না। আমি হাতে একখানা বই লইয়া সে দিকে কান পাতিয়া রাখিয়াছিলাম। যেটুকু কানে আসিতেছিল সে তো সমস্তই ছেলেমানুষদের সঙ্গে ছেলেমানুষি কথা। তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহার মধ্যে বয়সের তফাত কিছুমাত্র ছিল না- ছোটদের সঙ্গে সে অনায়াসে এবং আনন্দে ছোট হইয়া গিয়াছিল। সঙ্গে কতকগুলি ছবিওয়ালা ছেলেদের গল্পের বই-তাহারই কোনো-একটা বিশেষ গল্প শোনাইবার জন্য মেয়েরা তাহাকে ধরিয়া পড়িল। এ গল্প নিশ্চয় তারা বিশ-পঁচিশ বার শুনিয়াছে। মেয়েদের কেন যে এত আগ্রহ তাহা বুঝিলাম। সেই সুধাকণ্ঠের সোনার কাঠিতে সকল কথা যে সোনা হইয়া ওঠে। মেয়েটির সমস্ত শরীর মন যে একেবারে প্রাণে ভরা, তার সমস্ত চলায় বলায় স্পর্শে প্রাণ ঠিকরিয়া ওঠে। তাই মেয়েরা যখন তার মুখে গল্প শোনে তখন গল্প নয়, তাহাকেই শোনে; তাহাদের হৃদয়ের উপর প্রাণের ঝর্ণা ঝরিয়া পড়ে। তার সেই উদ্ভাসিত প্রাণ আমার সেদিনকার সমস্ত সূর্যকিরণকে সজীব করিয়া তুলিল; আমার মনে হইল, আমাকে যে প্রকৃতি তাহার আকাশ দিয়া বেষ্টন করিয়াছে সে ঐ তরুণীরই অক্লান্ত অম্লান প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিস্তার। পরের স্টেশনে পৌঁছিতেই খাবারওয়ালাকে ডাকিয়া সে খুব খানিকটা চানা- মুঠ কিনিয়া লইল এবং মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়া নিতান্ত ছেলেমানুষের মতো করিয়া কলহাস্য করিতে করিতে অসংকোচে খাইতে লাগিল। আমার প্রকৃতি যে জাল দিয়া বেড়া- আমি কেন বেশ সহজে হাসিমুখে মেয়েটির কাছে এই চানা একমুঠ চাহিয়া লইতে পারিলাম না। হাত বাড়াইয়া দিয়া কেন আমার লোভ স্বীকার করিলাম না। —— ⑰

মা ভালো-লাগা এবং মন্দ-লাগার মধ্যে দোমনা হইয়াছিলেন। গাড়িতে আমি পুরুষমানুষ, তবু ইহার কিছুমাত্র সংকোচ নাই, বিশেষত এমন লোভীর মতো খাইতেছে, সেটা ঠিক তাঁর পছন্দ হইতেছিল না; অথচ ইহাকে বেহায়া বলিয়াও তাঁর ভ্রম হয় নাই। তাঁর মনে হইল, এ মেয়ের বয়স হইয়াছে কিন্তু শিক্ষা হয় নাই। মা হঠাৎ কারও সঙ্গে আলাপ করিতে পারেন না। মানুষের সঙ্গে দূরে দূরে থাকাই তাঁর অভ্যাস। এই মেয়েটির পরিচয় লইতে তাঁর খুব ইচ্ছা, কিন্তু স্বাভাবিক বাধা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

এমন সময়ে গাড়ি একটা বড়ো স্টেশনে আসিয়া থামিল। সেই জেনারেল-সাহেবের একদল অনুসঙ্গী এই স্টেশন হইতে উঠিবার উদ্‌যোগ করিতেছে। গাড়িতে কোথাও জায়গা নাই। বার বার আমাদের গাড়ির সামনে দিয়া তারা ঘুরিয়া গেল। মা তো ভয়ে আড়ষ্ট, আমিও মনের মধ্যে শান্তি পাইতেছিলাম না। গাড়ি ছাড়িবার অল্পকাল-পূর্বে একজন দেশি রেলওয়ে কর্মচারী নাম-লেখা দুইখানা টিকিট গাড়ির দুই বেঞ্চের শিয়রের কাছে লটকাইয়া দিয়া আমাকে বলিল, "এ গাড়ির এই দুই বেঞ্চ আগে হইতেই দুই সাহেব রিজার্ভ করিয়াছেন, আপনাদিগকে অন্য গাড়িতে যাইতে হইবে।"

আমি তো তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। মেয়েটি হিন্দিতে বলিল " না, আমরা গাড়ি ছাড়িব না।"

সে লোকটি রোখ করিয়া বলিল, "না ছাড়িয়া উপায় নাই।"

কিন্তু মেয়েটির চলিষ্ণুতার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া সে নামিয়া গিয়া ইংরেজ স্টেশন-মাস্টারকে ডাকিয়া আনিল। সে আসিয়া আমাকে বলিল, "আমি দুঃখিত, কিন্তু-"

শুনিয়া আমি 'কুলি কুলি করিয়া ডাক ছাড়িতে লাগিলাম। মেয়েটি উঠিয়া দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিয়া বলিল, "না, আপনি যাইতে পারিবেন না, যেমন আছেন বসিয়া থাকুন।"

বলিয়া সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া স্টেশন-মাস্টারকে ইংরেজি ভাষায় বলিল, "এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ করা, এ কথা মিথ্যা কথা।"

বলিয়া নাম লেখা টিকিটটি খুলিয়া প্লাটফর্মে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ইতিমধ্যে আর্দালি-সমেত ইউনিফর্ম-পরা সাহেব দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গাড়িতে সে তার আসবাব উঠাইবার জন্য আর্দালিকে প্রথমে ইশারা করিয়াছিল। তাহার পর মেয়েটির মুখে তাকাইয়া, তার কথা শুনিয়া, ভাব দেখিয়া, স্টেশন-মাস্টারকে একটু স্পর্শ করিল এবং তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কী কথা হইল জানি না। দেখা গেল, গাড়ি ছাড়িবার সময় অতীত হইলেও আর-একটা গাড়ি জুড়িয়া তবে ট্রেন ছাড়িল। মেয়েটি তার দলবল লইয়া আবার একপত্তন চানা-মুঠ খাইতে শুরু করিল, আর আমি লজ্জায় জানলার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম। —— ⑱

## শব্দার্থ ও টীকা

◈ **আর্দালি** (ইং.orderly)- চাপরাশি, পিয়ন, পদস্থ কর্মচারীর আজ্ঞাবহ। ◈ **ফৌজ** (আ.)- অনেক লোকজন, সৈন্যদল, সেনাদল। ◈ **ক্ষণ**- কালের অংশবিশেষ, এক মুহূর্তের ১২ ভাগের এক ভাগ; অর্থাৎ ৪মিনিট। ◈ **যোজনা** [স. √যুজ + অন + আ]- সংযোজন, যুক্তকরণ, বিশেষ কর্মোদ্যোগ বা পরিকল্পনা। ◈ **এবার সেই সুরটিকে চোখে দেখিলাম**- এখানে 'সুরটিকে' বলতে মেয়েটিকে অর্থাৎ কল্যাণীকে বোঝানো হয়েছে। তখন তার বয়স ষোলো কী সতেরো। ◈ **শুচিতা** [শুচি + তা]-পবিত্রতা, নির্মলতা। ◈ **জড়িমা** [স. জড় + ইমন]- জাড্য, জড়তা, আড়ষ্টতা। জড়ত্ব, অস্পষ্টতা। ◈ **মঞ্জরী** [স.√মঞ্জ + অরি]- কিশলয়যুক্ত কচি ডাল। মুকুল। ◈ **বৃন্ত**- পাতা ফুল ও ফল যে দণ্ডের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে; বোঁটা। ◈ **কান পাতা**- শোনার জন্য মনোযোগী হওয়া; গোপনে শোনা। ◈ **অনায়াসে** [স. ন + আয়াস]- সহজে, বিনা পরিশ্রমে। ◈ **কোনো একটা বিশেষ গল্প তারা শুনেছে**- বিশ-পঁচিশবার। ◈ **সুধাকণ্ঠ**- সুমধুর কণ্ঠ; যার কণ্ঠ অতি মধুর। ◈ **সোনার কাঠি রূপোর কাঠি**- জীবন কাঠি ও মরণ কাঠি; বাঁচা মরার উপায়। অর্থাৎ সোনার কাঠি বলতে এখানে জীবন্ত প্রাণবন্ত কথার কথা বলা হয়েছে। ◈ **ঠিকরিয়া ওঠা**- ছটকানো। ছড়িয়ে পড়া। ◈ **কলহাস্য**- মধুর উচ্চহাস্য, উচ্ছ্বসিত মধুর হাসি; হাস্যময় মধুর ধ্বনি। ◈ **অসংকোচে**- উদারতা, সঙ্কোচহীনতা, প্রশস্ততা। ◈ **বিশেষত**- বিশেষ করে। ◈ **ভ্রম**- ভ্রান্তি, ভুল, মিথ্যাজ্ঞান, ধাঁধা। ◈ **আড়ষ্ট**- জড়তা, সঙ্কুচিত, অবশ, অসাড়। ◈ **নাম-লেখা দুইখানা টিকিট গাড়ির দুই বেঞ্চের শিয়রের কাছে লটকাইয়া দিল**- একজন দেশি রেলওয়ে কর্মচারী। ◈ **'না, আমরা গাড়ি ছাড়িব না।' কথাটি মেয়েটি বলেছিল**- হিন্দি ভাষায়। ◈ **চলিষ্ণু** [√চল্ + ইষ্ণু]- গতিশীল, সচল, চঞ্চল; প্রস্থান করতে উদ্যত। ◈ **এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ করা, এ কথা মিথ্যা কথা।" মেয়েটি কোন ভাষায় বলেছিল**- ইংরেজি ভাষায় স্টেশন মাস্টারকে [মাস্টার ইংরেজি শব্দ]। ◈ **একপত্তন**- একপ্রস্থ, একবারের মতো, একদফা।

## পাঠ পর্যালোচনা

১৬। এ অংশে অনুপম যখন তার মাকে নিয়ে ট্রেনে উঠতে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে তখন ট্রেনের সেকেন্ড ক্লাস থেকে সেই পরিচিত ডাক (অর্থাৎ কল্যাণীর ডাক) তাদের সাহায্য করে। অনুপম যেই গানের ধুয়া (গানের যে অংশ দোহাররা বারবার পরিবেশন করে) 'জায়গা আছে' শুনে বারবার চমকে উঠে। এবার বাস্তবে সেই সুর তার সামনে প্রতীয়মান হওয়ায় তার সৌন্দর্য দেখে অনুপম বলে- 'ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব, ইহার কোনো জায়গায় কিছু জড়িমা নাই।' অর্থাৎ ষোলো-সতেরো বছর বয়সী কল্যাণীর রূপের মোহে অনুপম যেন মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে।

১৭। এ অংশে অনুপম কর্তৃক কল্যাণীর অপরূপ রূপ বর্ণনার চিত্র ফুটে ওঠেছে। কল্যাণীর রূপ তার বেশভূষাকে অতিক্রম করেছে। অনুপমের ভাষায়- 'যে গাছে ফুটিয়াছে সে গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে।' সেদিনকার কল্যাণীর সেই প্রাণবন্ত চলাফেরা অনুপমের হৃদয়কে সজীব করে দিয়েছিল।

১৮। এ অংশে কল্যাণীর ছেলেমানুষি চাল-চলনে অনুপমের মায়ের মনে সংকোচ, উৎকণ্ঠা এবং নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়। কল্যাণীর মূর্তিমতী চেহারার কাছে রেলওয়ে স্টেশন-মাস্টারের আত্মসমর্পণে অনুপম আশ্চর্যান্বিত হয়েছে। কল্যাণীর কারণে অনুপম ও তার মায়ের যাত্রাপথের বিড়ম্বনা দূরীভূত হয়েছে।



CamScanner

## মূলপাঠ

কানপুরে গাড়ি আসিয়া থামিল। মেয়েটি জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত- স্টেশনে একটি হিন্দুস্থানি চাকর ছুটিয়া আসিয়া ইহাদিগকে নামাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

মা তখন আর থাকিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী মা।"

মেয়েটি বলিল, "আমার নাম কল্যাণী।"

শুনিয়া মা এবং আমি দুজনেই চমকিয়া উঠিলাম।

"তোমার বাবা–"

"তিনি এখানকার ডাক্তার, তাঁহার নাম শম্ভুনাথ সেন।"

তার পরেই সবাই নামিয়া গেল।

মামার নিষেধ অমান্য করিয়া, মাতৃ-আজ্ঞা ঠেলিয়া, তার পরে আমি কানপুরে আসিয়াছি। কল্যাণীর বাপ এবং কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। হাত জোড় করিয়াছি, মাথা হেঁট করিয়াছি; শম্ভুনাথবাবুর হৃদয় গলিয়াছে। কল্যাণী বলে, "আমি বিবাহ করিব না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন।"

সে বলিল, "মাতৃ-আজ্ঞা।"

কী সর্বনাশ। এ পক্ষেও মাতুল আছে নাকি।

তার পরে বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে। সেই বিবাহ-ভাঙার পর হইতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই সুরটি যে আমার হৃদয়ের মধ্যে আজও বাজিতেছে- সে যেন কোন ওপারের বাঁশি-আমার সংসারের বাহির হইতে আসিল- সমস্ত সংসারের বাহিরে ডাক দিল। আর, সেই-যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল, "জায়গা আছে", সে যে আমার চিরজীবনের গানের ধুয়া হইয়া রহিল। তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ। এখনো আশা ছাড়ি নাই, কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়াছি। নিতান্ত এক ছেলে বলিয়া মা আমাকে ছাড়িতে পারেন নাই।——১৯

তোমরা মনে করিতেছ, আমি বিবাহের আশা করি? না, কোনো কালেই না। আমার মনে আছে, কেবল সেই এক রাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা- জায়গা আছে। নিশ্চয়ই আছে। নইলে দাঁড়াব কোথায়। তাই বৎসরের পর বৎসর যায় আমি এইখানেই আছি। দেখা হয়, সেই কণ্ঠ শুনি, যখন সুবিধা পাই কিছু তার কাজ করিয়া দিই- আর মন বলে, এই তো জায়গা পাইয়াছি। ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।——২০

### শব্দার্থ ও টীকা

- কানপুর- ভারতের একটি শহর।
- হিন্দুস্থানি- আরবি-ফারসি মিশ্রিত হিন্দি ভাষা, উর্দু, উত্তর ভারতের মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ভাষা, যা বর্তমানে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। হিন্দুস্থানি বলতে হিন্দুস্থানের বা ভারতের অধিবাসী; ভারতীয়।
- মাতৃ-আজ্ঞা- মাতৃভূমি সেবায় কল্যাণী যে ব্রত বা সংকল্প গ্রহণ করেছে সেটিকেই সে 'মাতৃআজ্ঞা' বলে উল্লেখ করেছে। কারণ তার বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর সে প্রতিজ্ঞা করে যে সে আর বিয়ে না করে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করে কাটাবে।
- তার পরে বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে। - কল্যাণী যে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, অনুপমের এই আত্মোপলব্ধি এখানে প্রকাশিত।
- ধুয়া- গানের যে অংশ দোহারেরা বারবার পরিবেশন করে।
- এই তো জায়গা পাইয়াছি- কল্যাণীকে জীবনসঙ্গী হিসেবে না পেলেও তার পাশে থেকে দেশমাতৃকার সেবা করার প্রসঙ্গে অনুপম আলোচ্য উক্তিটি করেছে।

## পাঠ পর্যালোচনা

১৯। অনুপমের স্বপ্ন এতদিনে বাস্তব রূপ পেল। কানপুরে গাড়ি থামলে মেয়েটি নামার উপক্রম করতে অনুপমের মা মেয়েটির নাম জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে বলে- 'আমার নাম কল্যাণী, বাবা শম্ভুনাথ সেন, এখানকার ডাক্তার।' এভাবে নাটকীয় সাক্ষাৎকারের পর মামার নিষেধ ও মাতৃ-আজ্ঞা ঠেলে (অমান্য) অনুপম কানপুরে চলে আসে। জোড় হাতে ক্ষমা ও মাথা হেঁট করার পর শম্ভুনাথবাবুর হৃদয় গললেও কল্যাণী বলে- সে বিবাহ করবে না। কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করেছে। কিন্তু অনুপম আশা ছাড়েনি। বিয়ের সময় তার বয়স ছিল তেইশ কিন্তু এখন তার বয়স সাতাশ, তাই এখন সে মাতুলকে ছাড়তে পেরেছে কিন্তু মায়ের এক ছেলে হওয়ায় মা তাকে ছাড়েনি।

২০। গল্পের সমাপ্তিতে কল্যাণীকে পাওয়ার আশা ভঙ্গ হওয়ার কারণে অনুপম চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তারপরেও অনুপম কল্যাণীর মুখ থেকে উচ্চারিত 'জায়গা আছে' ধুয়া ধ্বনিকে মনের গহীনে সান্ত্বনা হিসেবে পেয়ে নিজেকে সন্তুষ্ট রেখেছে। সে কল্যাণীকে আপন করে না পেলেও তার সঙ্গে দেখা হওয়া, কাজ করে দেওয়া, তার কণ্ঠ চিরদিনের জন্য মনের মাঝে জায়গা করে নিয়েছে। যা স্পর্শের বাইরে কিন্তু অনুভবের সীমানায় প্রতিনিয়ত জাগ্রত ও বিরাজমান থাকবে।

## Step 2 পাঠ-পরিচিতি

- **উৎস** : 'অপরিচিতা' প্রথম প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক 'সবুজপত্র' পত্রিকার ১৩২১ বঙ্গাব্দের (১৯১৪) **কার্তিক সংখ্যায়**। এটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয় রবীন্দ্রগল্পের সংকলন 'গল্পসপ্তক'-এ এবং পরে, 'গল্পগুচ্ছ' তৃতীয় খণ্ডে (১৯২৭)।
- **সারসংক্ষেপ** : 'অপরিচিতা' গল্পে অপরিচিতা বিশেষণের আড়ালে যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী নারীর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, তার নাম কল্যাণী। অমানবিক যৌতুক প্রথার নির্মম বলি হয়েছে এমন নারীদের গল্প ইতঃপূর্বে রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এই গল্পেই প্রথম যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের কথকতা শোনালেন তিনি। এ গল্পে পিতা শম্ভুনাথ সেন এবং কন্যা কল্যাণীর স্বতন্ত্র বীক্ষা ও আচরণে সমাজে গেড়ে-বসা ঘৃণ্য যৌতুকপ্রথা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছেন। পিতার বলিষ্ঠ প্রতিরোধ এবং কন্যা কল্যাণীর দেশচেতনায় ঋদ্ধ ব্যক্তিত্বের জাগরণ ও তার অভিব্যক্তিতে গল্পটি সার্থক।

  ***'অপরিচিতা' উত্তম পুরুষের জবানিতে লেখা গল্প।*** গল্পের কথক অনুপম বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের যুদ্ধসংলগ্ন সময়ের সেই বাঙালি যুবক, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর উপাধি অর্জন করলেও ব্যক্তিত্বরহিত, পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় পুতুলমাত্র। তাকে দেখলে আজো মনে হয়, সে যেন মায়ের কোলসংলগ্ন শিশুমাত্র। তারই বিয়ে উপলক্ষে যৌতুক নিয়ে নারীর চরম অবমাননাকালে শম্ভুনাথ সেনের কন্যা-সম্প্রদানে অসম্মতি গল্পটির শীর্ষ মুহূর্ত। অনুপম নিজের গল্প বলতে ব্যঙ্গার্থে জানিয়ে দিয়েছে সেই অঘটন সংঘটনের কথাটি। বিয়ের লগ্ন যখন প্রস্তুত তখন কন্যার লগ্নভ্রষ্ট হওয়ার লৌকিকতাকে অগ্রাহ্য করে শম্ভুনাথ সেনের নির্বিকার অথচ বলিষ্ঠ প্রত্যাখ্যান নতুন এক সময়ের আশু আবির্ভাবকেই সংকেতবহ করে তুলেছে। কর্মীর ভূমিকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জাগরণের মধ্য দিয়ে গল্পের শেষাংশে কল্যাণীর শুচিশুভ্র আত্মপ্রকাশও ভবিষ্যতের নতুন নারীর আগমনীর ইঙ্গিতে পরিসমাপ্ত।

  'অপরিচিতা' মনস্তাপে ভেঙেপড়া এক ব্যক্তিত্বহীন যুবকের স্বীকারোক্তির গল্প, তার পাপস্খালনের অকপট কথামালা। অনুপমের আত্মবিবৃতির সূত্র ধরেই গল্পের নারী কল্যাণী অসামান্যা হয়ে উঠেছে। গল্পটিতে পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতার স্ফুরণ যেমন ঘটেছে, তেমনি একই সঙ্গে পুরুষের ভাষ্যে নারীর প্রশস্তিও কীর্তিত হয়েছে।
- **প্রথম লাইন**- আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র।
- **শেষ লাইন**- ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।
- **ভাষারীতি** : সাধুরীতি।



CS CamScanner

## Step 3 অধ্যায়ভিত্তিক ব্যাকরণিক তথ্য

| সন্ধিনিষ্পন্ন শব্দ | |
|---|---|
| সম্ + গীত = সংগীত | আ + চর্য = আশ্চর্য |
| আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ | তৃষ্ণা + ঋত = তৃষ্ণার্ত |
| পরিঃ + কার = পরিষ্কার | প্রতি + এক = প্রত্যেক |
| অতি + অন্ত = অত্যন্ত | দৃশ্ + তি = দৃষ্টি |
| সর্ব + অঙ্গ = সর্বাঙ্গ | মহা + অর্থ = মহার্থ |
| উৎ + যোগ = উদ্যোগ | সম্ + ধান = সন্ধান |
| পরি + ছন্ন = পরিচ্ছন্ন | সম্ + সার = সংসার |

| প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় | |
|---|---|
| দীর্ঘ + য = দৈর্ঘ্য | প্র + √কাশ্ + অ = প্রকাশ |
| √লস্জ + অ + আ = লজ্জা | √পা + তৃ = পিতা |
| অভি + √ভূ + অক = অভিভাবক | √স্মৃ + অন = স্মরণ |
| সম্ + √বন্ধ্ + অ = সম্বন্ধ | প্র + √ধা + অন = প্রধান |
| √দৃশ্ + তি = দৃষ্টি | বি + √স্মি + অ = বিস্ময় |
| অব + √স্থা + অ = অবস্থা | √ভজ্ + য = ভাগ্য |
| বি + √শ্বস্ + অ = বিশ্বাস | √শক্ + ত = শক্ত |
| √দল্ + ত = দলিত | √বৃ + বর = বর্বর |
| √গ্রহ্ + অন = গ্রহণ | √চল্ + ইষ্ণু= চলিষ্ণু |

| সমাস নির্ণয় | | |
|---|---|---|
| ব্যাসবাক্য | সমস্তপদ | সমাসের নাম |
| গজ আনন যার | গজানন | বহুব্রীহি |
| গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে | গায়ে-হলুদ | অলুক বহুব্রীহি |
| অন্য জন্ম | জন্মান্তর | নিত্য সমাস |
| নব যে যৌবন | নবযৌবন | কর্মধারয় |
| মিশির ন্যায় কালো | মিশকালো | উপমান কর্মধারয় |
| নেই ছায়া যার | বেহায়া | নঞ্ বহুব্রীহি |
| আদমের শুমারি | আদমশুমারি | ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ |
| মকরের ন্যায় মুখ যার | মকরমুখো | ব্যধিকরণ বহুব্রীহি |
| দেশ ও বিদেশ | দেশ-বিদেশ | দ্বন্দ্ব সমাস |
| সৎ যে পাত্র | সৎপাত্র | কর্মধারয় সমাস |
| গৃহে স্থিত যে | গৃহস্থ | বহুব্রীহি |
| মাতার আজ্ঞা | মাতৃআজ্ঞা | ষষ্ঠী তৎপুরুষ |
| স্বয়ং বর নির্বাচন করে যে কন্যা | স্বয়ংবরা | উপপদ তৎপুরুষ |

| উচ্চারণ | | | |
|---|---|---|---|
| শব্দ | উচ্চারণ | শব্দ | উচ্চারণ |
| অন্তঃপুর | অনতোপপুর | জিজ্ঞাসা | জিগ্গাঁশা |
| সম্বন্ধ | শমবনধো | সরস্বতী | শরোশশোতি |
| অদ্বিতীয় | অদদিতিয়ো | নিঃশ্বাস | নিশশাশ |
| স্যাকরা | শ্যাকরা | অভ্র | অবভ্রো |
| অজস্র | অজোসস্রো | লক্ষ্মী | লোকখি |
| সুলক্ষণ | শুলকখোন | ক্ষুব্ধ | খুবধো |

| শব্দের উৎস নির্দেশ | |
|---|---|
| তদ্ভব | কুয়াশা, বালা। |
| আরবি | ফৌজ, আসবাব, জিনিস, ইশারা, ফর্দ, সবুর, কসুর, সাহেব, খাস, দাবি, গরিব, ওকালতি, জব্দ, দুনিয়া। |
| ফারসি | কোমর, চাদর, জরি, চেহারা, আফসোস, জায়গা, দোকান, নালিশ, রোজগার, চাকরি, তামাশা, স্যাকরা। |

| বানান সতর্কতা |
|---|
| অন্তঃপুর, সরস্বতী, দক্ষযজ্ঞ, অভিষিক্ত, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, কোন্নগর, প্রদোষ, পক্ষর, গণ্ডূষ, স্বয়ংবরা, সংহিতা, কষ্টিপাথর, লণ্ঠন (ইংরেজি শব্দ Lantern), মাতৃভূমি। |

# Part 3 MCQ প্রশ্নোত্তর

## Step 1 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. 'অপরিচিতা' গল্পে 'যেখানে আমাদের কোনো সম্বন্ধ আছে' এমন ক্ষেত্রে বুদ্ধির লড়াইয়ে সব সময় কে জিতবেন?
ⓚ কল্যাণী ⓚ মামা ⓖ বিনুদা ⓖ হরিশ উঃ খ

০২. অনুপমের বিয়েতে বাড়ির সেকরাকে সঙ্গে আনা হয়েছিল কেন?
ⓚ বরযাত্রী হিসেবে ⓚ বাড়ির লোক বলে ⓖ গহনা পরখ করতে ⓖ গাড়ি চালাতে উঃ গ

০৩. অনুপমের মামার সঙ্গে মা একযোগে হাসলেন কেন?
ⓚ বিয়ের খবর শুনে ⓚ পাত্রীপক্ষের দুরবস্থা কল্পনা করে ⓖ পাত্রীপক্ষের দুর্দশা দেখে ⓖ বিয়েতে ছেলের খুশি দেখে উঃ খ

০৪. অনুপমের বিয়েতে বরযাত্রীর বাদ্য বাজনাকে অনুপম কী বলে অভিহিত করেছে?
ⓚ ঐকতান ⓚ বিকট শব্দ ⓖ বর্বর কোলাহল ⓖ সরস্বতীর সংগীত উঃ গ

০৫ বিয়েবাড়িতে প্রবেশ করে কে খুশি হলেন না?
ⓚ মামা ⓚ বিনুদাদা ⓖ হরিশ ⓖ অনুপম উঃ ক

০৬. 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের বিয়ের আয়োজন কী রকমের ছিল?
ⓚ সাদামাঠা ⓚ নিতান্ত মধ্যম রকমের ⓖ নিম্নমানের ⓖ জমকালো উঃ খ

০৭. 'অপরিচিতা' গল্পে কার মুখে কোনো কথা নেই?
ⓚ লেখকের ⓚ কল্যাণীর ⓖ শম্ভুনাথের ⓖ বিনুদাদার উঃ গ

০৮. 'বাবাজি, একবার এই দিকে আসতে হচ্ছে।' উক্তিটি কার?
ⓚ শম্ভুনাথ বাবুর ⓚ বিনুদাদার ⓖ বিশ্বম্ভর বাবুর ⓖ অনুপমের মামার উঃ ক

০৯. 'তিনি কোনোমতেই কারও কাছে ঠকিবেন না।' এই তিনিটা কে?
ⓚ শম্ভুনাথ বাবু ⓚ অনুপমের মামা ⓖ হরিশ ⓖ বিনুদাদা উঃ ঘ

১০. অনুপমের মামা ধনীর কন্যা পছন্দ করতেন না কেন?
ⓚ আহ্লাদি হয় বলে ⓚ মাথা উঁচু করে চলে বলে ⓖ অহংকারী বলে ⓖ রাগী বলে উঃ ক

১১. বিয়েতে দেওয়া পাত্রীপক্ষের গহনাগুলো কেমন?
ⓚ প্রাচীন আমলের ⓚ সেকেলে আমলের কারুকার্যময় ⓖ যেমন মোটা তেমনি ভারী ⓖ যেমন মোটা তেমনি বিশ্রী উঃ গ

১২. বিয়ের আসরে মামা অনুপমের সামনে কী রূপে অবস্থান করছিলেন?
ⓚ সংসারের কাণ্ডারি ⓚ মূর্তিমতী মাতৃ-আজ্ঞা ⓖ একমাত্র অভিভাবক ⓖ সাক্ষাৎ যমদূত উঃ খ

১৩. 'অপরিচিতা' গল্পে 'তারপরে বুঝিলাম মাতৃভূমি আছে' আলোচ্য লাইনে প্রকাশ পেয়েছে
ⓚ অনুপম সম্বন্ধে কল্যাণীর উপলব্ধি ⓚ কল্যাণী সম্বন্ধে অনুপমের উপলব্ধি ⓖ অনুপমের দেশপ্রেম ⓖ শম্ভুনাথ সেনের দেশপ্রেম উঃ ঘ

১৪. কল্যাণী স্টেশনে খাবারওয়ালাকে ডেকে কী কিনেছিল?
ⓚ চানাচুর ⓚ চানা ⓖ চানা-মুঠ ⓖ চাটনি উঃ গ

১৫. বিয়ের আসর থেকে বরযাত্রীর দলের প্রস্থানকে অনুপম কী বলে অভিহিত করেছে?
ⓚ দক্ষযজ্ঞের পালা ⓚ লঙ্কাকাণ্ডের পালা ⓖ বিষাদের পালা ⓖ বেলাশেষের পালা উঃ ক

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১৬. পাত্রের বাড়ির সবাই রেগে আগুন হয়েছিল কেন?
ক) পাত্রীর পিতার ব্যবহার খ) কন্যার পিতার ওজর-এর কারণে
গ) বিয়েবাড়ির ব্যবস্থা না থাকায় ঘ) যৌতুক হাতছাড়া হওয়ায় উ: খ

১৭. অনুপমের মামা কী নিয়ে নালিশ করবেন বলে গোপন করে বেরুতে পারলেন?
ক) বাইরে বেড়াবার জন্য খ) কন্যাপক্ষের সাথে বাড়াবাড়ি করার
গ) নিজের চুক্তিপত্র ও মামলাবাজির দলিলে ঘ) বিয়ের আগে কন্যাপক্ষ ভাবনা করে উ: গ

১৮. অনুপমের মামা বিবাহ সম্বন্ধে কথা তুলতে পারেন না কেন?
ক) অভিমানে খ) কষ্টে গ) রাগে ঘ) লজ্জায় উ: ঘ

১৯. 'অপরিচিতা' গল্পে 'পিসপিস চলে আর, এই গাড়িতে জায়গা আছে।' শীর্ষক বাক্যটি অনুপমের কাছে কেমন মনে হলো?
ক) ছড়ার মতো খ) তানের মতো গ) সুরবাহারের মতো ঘ) গানের মতো উ: ঘ

২০. অনুপমের কাছে চিরকালই সবচেয়ে বড় সত্য কী?
ক) গানের সুর খ) গলার স্বর গ) বিবাহ ঘ) মনুষ্যত্ব উ: খ

২১. 'অপরিচিতা' গল্পের নায়কের কাছে রেলগাড়ির কোন ক্লাসের টিকিট ছিল?
ক) সেকেন্ড ক্লাস খ) ফার্স্ট ক্লাসের গ) ভিআইপি ঘ) থার্ড ক্লাসের উ: খ

২২. অনুপমের বাবা নিজের উপার্জিত টাকা ভোগ করতে পারলেন না কেন?
ক) কেবল উপার্জনে ব্যস্ত ছিলেন বলে খ) টাকা পয়সা লুট হয়েছিল
গ) ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন বলে ঘ) মিতব্যয়ী ছিলেন বলে উ: ক

২৩. কার চোখের পলক পড়ছিল না?
ক) অনুপমের খ) হরিশের গ) মেয়েটির ঘ) মায়ের উ: ঘ

২৪. অনুপমের কল্পনাকানে শোনা মেয়েটির সুধাকণ্ঠকে কীসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?
ক) হীরার কাঠি খ) সোনার কাঠি গ) রূপার কাঠি ঘ) জিয়ন কাঠি উ: খ

২৫. কলিকাতার বাইরে বাকি পৃথিবীটাকে আন্দামান দ্বীপের অন্তর্গত মনে করায় মামার চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে?
ক) অদূরদর্শিতা খ) কূপমণ্ডূকতা গ) নির্বুদ্ধিতা ঘ) কাণ্ডজ্ঞানহীনতা উ: খ

২৬. শম্ভুনাথবাবু কোন প্রসঙ্গের আলোচনায় একেবারেই যোগ দিলেন না?
ক) যৌতুকের খ) কৌলিন্যের গ) ভালো-মন্দের ঘ) ধন-মানের উ: খ

২৭. রেলের কামরার দুটি বেঞ্চ রিজার্ভ করার কথা বলা হয়েছিল কার জন্য?
ক) জমিদার বাবুর খ) জেনারেল সাহেবের
গ) ইংরেজ জেনারেল সাহেবের ঘ) বড় লাট সাহেবের উ: গ

২৮. মেয়ের বাবা পশ্চিমে কী অবস্থায় থাকেন?
ক) রাজার হালে খ) অভিজাতের মতো গ) রাজার মতো ঘ) গরিব মজুরের মতো উ: খ

২৯. মামার মন ভার হওয়ার পেছনে অন্তর্নিহিত কারণটি হলো-
ক) কৌলিন্যতা খ) গোঁ ধরা গ) কন্যার বয়স বেশি হওয়া ঘ) দরিদ্রতা উ: গ

৩০. শম্ভুনাথ সেন পেশায় কী ছিলেন?
ক) উকিল খ) মোক্তার গ) ব্যারিস্টার ঘ) ডাক্তার উ: ঘ

৩১. অনুপম কার নিষেধ অমান্য করে কানপুর এসেছে?
ক) মামার খ) মায়ের গ) হরিশের ঘ) বিনুদার উ: ক

৩২. অনুপমের হাত জোড় করে মাথা হেঁট করায় কার হৃদয় গলেছে?
ক) মামার খ) মায়ের গ) শম্ভুনাথ বাবুর ঘ) কল্যাণীর উ: গ

৩৩. কল্যাণী বিয়ে করবে না কেন?
ক) উচ্চ শিক্ষার জন্য খ) মাতৃ-আজ্ঞায় গ) দেশব্রতী হওয়ায় ঘ) বয়স হওয়ায় উ: খ

৩৪. 'অপরিচিতা' গল্পের নায়িকা কল্যাণী কীসের ব্রত গ্রহণ করেছে?
ক) দেশ সেবার খ) দেশমাতাকে উদ্ধারের
গ) মেয়েদের শিক্ষার ঘ) সমাজ সংস্কারের উ: গ

৩৫. 'জায়গা আছে' এটি নায়কের জীবনে কী হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে?
ক) চিরজীবনের গানের ধুয়া খ) চিরজীবনের অনির্বাণ আশা
গ) জীবনের অক্ষয় নিদর্শন ঘ) জীবনের পরম প্রত্যাশা উ: ক

৩৬. কত বছর ধরে অনুপম কল্যাণীর পাশে অবস্থান করছে?
ক) এক খ) তিন গ) চার ঘ) পাঁচ উ: গ

৩৭. বছরের পর বছর অনুপম কোথায় অবস্থান করছে?
ক) মায়ের খ) মামার পাশে গ) বন্ধুর পাশে ঘ) কল্যাণীর পাশে উ: ঘ

৩৮. সবকিছুর পরেও অনুপম তার ভাগ্যকে কেমন বলছে?
ক) সুপ্রসন্ন খ) ভালো গ) মন্দ ঘ) চমৎকার উ: ক

## Step 2 বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

### ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বেহাই সম্প্রদায়ের আর যাই থাক, —— থাকাটা দোষের।' বাক্যটির শূন্যস্থানে বসবে। [ব্যবসায় : ২৩-২৪]
ক) রাগ খ) জেদ গ) খেদ ঘ) তেজ উ: ঘ

০২. 'পাকযন্ত্রটাকে সমস্ত অন্ত্রসুদ্ধ সেখানে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আপসোস মিটিত।' উদ্ধৃতাংশটি কোন গল্পভুক্ত? [বিজ্ঞান : ২৩-২৪]
ক) বিলাসী খ) অপরিচিতা গ) রেইনকোট ঘ) মাসি-পিসি উ: খ

০৩. 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের সুন্দর চেহারাকে পণ্ডিতমশায় কীসের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন? [ক ২২-২৩; খ : ১৯-২০; চবি : B1 ১৬-১৭]
ক) জবা ফুল ও আম খ) গোলাপ ফুল ও তরমুজ
গ) শিমুল ফুল ও মাকাল ফল ঘ) জবা ফুল ও আপেল উ: গ

০৪. 'অপরিচিতা' গল্পের কথকের 'জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়, না ——।' [গ ২২-২৩]
ক) গুণের হিসাবে খ) প্রস্থের হিসাবে গ) উচ্চতার হিসাবে ঘ) ভাগের হিসাবে উ: ক

০৫. 'অপরিচিতা' গল্পটি কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়? [C : ২১-২২; রাবি B : ২১-২২, C: ১৮-১৯; A ১৮-১৯; GST : A : ২১-২২]
ক) ভারতী খ) সবুজপত্র গ) কল্লোল ঘ) মাহে নও উ: খ

০৬. 'ফল্গু' কী? [C : ২১-২২; খ ২১-২২]
ক) ফাল্গুন খ) অন্তঃসলিলা একটি নদী গ) নদীর প্রবল স্রোত ঘ) যমজ নক্ষত্র বিশেষ উ: খ

০৭. 'উহার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।' উক্তিটি- [খ ১৭-১৮]
ক) মামার খ) শম্ভুনাথের গ) অনুপমের ঘ) কল্যাণীর উ: খ

০৮. 'কার্তিকের' এর অগ্রজ কে? [গ ১৭-১৮]
ক) বরুণ খ) বিভীষণ গ) গজানন ঘ) দুঃশাসন উ: গ

০৯. 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের নায়ক কে? [চ ১৭-১৮]
ক) মদন খ) অমিত রায় গ) অজয় কুমার ঘ) অনয় রায় উ: খ

১০. 'অপরিচিতা' গল্পে কোন বয়সটা না দৈর্ঘ্যে না গুণে বড়ো? [ক ১৬-১৭]
ক) আঠারো বছর খ) উনিশ বছর গ) সাতাশ বছর ঘ) বত্রিশ বছর উ: গ

১১. 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের বন্ধু কে? [গ ১৬-১৭]
ক) শম্ভুনাথ খ) বিনুদা গ) কল্যাণী ঘ) হরিশ উ: ঘ

### জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কে 'অপরিচিতা' গল্পের চরিত্র নয়? [খ ১৭-১৮]
ক) শম্ভুনাথ খ) লোকনাথ গ) হরিশ ঘ) বিনু উ: খ

### জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহের আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে।' এখানে ফিরিয়ে দেওয়ার কারণ কন্যার পিতা শম্ভুনাথ বাবুর- [C : ২৩-২৪]
ক) আত্মসম্মানবোধ খ) প্রতিপত্তি গ) অহংকার ঘ) অর্থার্জন উ: ক

০২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [B : ২৩-২৪]
ক) বিবিধপ্রসঙ্গ খ) বৌঠাকুরানীর হাট গ) বনফুল ঘ) পূরবী উ: গ

০৩. "আশা করি আমাকে দেখিয়া তিনি খুশি হইয়াছিলেন। বোঝা শক্ত, কেননা তিনি বড়ই চুপচাপ।" উক্তিটি কোন গল্প থেকে নেওয়া? [B : ২৩-২৪ E : ২৩-২৪ D ২২-২৩]
ক) আমার পথ খ) মাসি-পিসি গ) অপরিচিতা ঘ) বিলাসী উ: গ

০৪. নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সর্বশেষ ছোটগল্প? [C : ২৩-২৪]
ক) ভিখারিনী খ) স্ত্রীর পত্র গ) মুসলমানীর গল্প ঘ) পোস্টমাস্টার উ: গ

০৫. 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটি কোন ধরনের? [D : ২৩-২৪]
ক) রূপক খ) মনস্তাত্ত্বিক গ) আঞ্চলিক ঘ) রাজনৈতিক উ: খ

০৬. 'আমার চোখের সামনে কোনো মূর্তি ছিল না, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমি একটি হৃদয়ের রূপ দেখিতে লাগিলাম।' উক্তিটি কোন গল্পের অন্তর্গত? [C : ২৩-২৪]
ক) বিলাসী খ) অপরিচিতা গ) মাসি-পিসি ঘ) রেইনকোট উ: খ

০৭. কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক নয়? [C : ২৩-২৪]
ক) মুক্তধারা খ) কালের যাত্রা গ) ফাল্গুনী ঘ) যুদ্ধ এবং যুদ্ধ উ: ঘ

০৮. প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক 'সবুজপত্র' পত্রিকার কোন সংখ্যায় 'অপরিচিতা' প্রথম প্রকাশিত হয়? [E : ২৩-২৪]
ক) কার্তিক খ) পৌষ গ) বৈশাখ ঘ) শ্রাবণ উ: ক

০৯. 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের অবকাশের সাথে তুলনা করা হয়েছিল- [F : ২৩-২৪]
ক) মৌমাছির খ) মোহরের গ) মরুভূমির ঘ) নদীর উ: গ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত মোট ছোটগল্পের সংখ্যা কয়টি? [ক ২২-২৩]
ক ৭৮ খ ৯৫ গ ৯০ ঘ ১০০ উ: খ

১১. "তার পরে বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে" 'অপরিচিতা' গল্পে কাকে উদ্দেশ্য করে উক্তিটি করা হয়েছে? [ক ২২-২৩]
ক অনুপম খ কল্যাণী গ শম্ভুনাথ সেন ঘ বিনুদা উ: খ

১২. 'অপরিচিতা' গল্প অবলম্বনে কোন বাক্যাংশটি ঠিক? [ক ২২-২৩]
ক আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।
খ এ জীবনটা না অঙ্কের হিসেবে বড়ো, না গুণের হিসাবে।
গ সংগীতলক্ষ্মীর পদ্মবন দলিত বিদলিত করিয়া আমি তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম।
ঘ উপরের সব ঠিক। উ: ক

১৩. "ইহা বিলাতি মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামান্যই আছে" এখানে 'অপরিচিতা' গল্পে 'মাল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [B : ২১-২২]
ক বিদেশে তৈরি পাত্র খ এয়ারিং
গ পাত্রীর গলার নেকলেস ঘ বাড়িতে আগত অতিথি উ: খ

১৪. "তারি 'পরে ভর দিয়া চলিতেছে – সংসার" চরণটির শূন্যস্থানে কোন শব্দটি বসবে? [B : ২১-২২]
ক জগৎ খ সমাজ গ সমস্ত ঘ আমার উ: গ

১৫. 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের পণ্ডিতমশায় অনুপমকে কোন ফুলের সাথে তুলনা করেছেন? [B : ২১-২২; চবি অধি. সাত কলেজ (বিজ্ঞান) : ২১-২২]
ক শিমুল খ পলাশ গ বকুল ঘ রক্তজবা উ: ক

১৬. 'অপরিচিতা' গল্পে বিনু সম্পর্কে অনুপমের কী ছিল? [B : ২১-২২]
ক বন্ধু খ পিসি গ পিসতুতো ভাই ঘ মাসতুতো ভাই উ: গ

১৭. 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপম স্টেশনে যখন কল্যাণীকে দেখল তখন কল্যাণীর বয়স কত হবে? [B : ২১-২২]
ক চৌদ্দ কি পনেরো খ ষোল কি সতেরো
গ পনেরো কি ষোল ঘ সতেরো কি আঠারো উ: খ

১৮. 'অপরিচিতা' গল্পটি প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয় রবীন্দ্রগল্পের– [B : ২১-২২]
ক গল্পসপ্তকে খ গল্পসামগ্রীতে গ গল্পগুচ্ছে ঘ গল্পসল্পে উ: ক

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক নয় কোনটি? [C : ২১-২২]
ক রাজা খ অচলায়তন গ কৃষ্ণকুমারী ঘ রক্তকরবী উ: গ

২০. 'অতএব বুঝিলাম, আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই।'- উক্তিটি কে করেছে? [C : ২১-২২]
ক অনুপম খ শম্ভুনাথ গ শরৎচন্দ্র ঘ মৃত্যুঞ্জয় উ: ক

২১. 'অপরিচিতা' গদ্যে 'মনু' শব্দের অর্থ কী? [D : ২১-২২]
ক শাস্ত্রপ্রণেতা খ শিশু গ স্রষ্টা ঘ লক্ষ্মী উ: ক

২২. জোড়াসাঁকোর 'ঠাকুর' পরিবারের আসল পদবি ছিল– [E : ২১-২২]
ক ঘোষ খ কুশারী গ শাস্ত্রী ঘ মুখোপাধ্যায় উ: খ

২৩. "যেখানে আমরা বলি 'চমৎকার' সেখানে তিনি বলেন 'চলনসই'।" উক্তিটি কোন লেখার অন্তর্গত? [E : ২১-২২]
ক আমার পথ খ অপরিচিতা গ নেকলেস ঘ রেইনকোট উ: খ

২৪. 'গাড়ি লোহার —— তাল দিতে দিতে চলিল; আমি মনের মধ্যে —— শুনিতে শুনিতে চলিলাম।' শূন্যস্থানে কী হবে? [C ১৯-২০]
ক চাকায়, ঘর্ঘর খ ছন্দে, কবিতা গ শব্দে, কণ্ঠস্বর ঘ মৃদঙ্গে, গান উ: ঘ

২৫. 'অপরিচিতা' গল্পে একজোড়া এয়ারিং সম্বন্ধে সেকরার মন্তব্য– [C ১৯-২০]
ক ইহা নিশ্চিত নিখাত খ পিতামহীদের আমলের গহনা
গ ইহা বিলাতি মাল ঘ হাল ফ্যাশনের সূক্ষ্ম গহনা উ: গ

২৬. রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার স্বর্ণযুগ– [C ১৯-২০]
ক সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর খ কুষ্টিয়ার শিলাইদহ
গ শান্তিনিকেতন ঘ খুলনার দক্ষিণডিহি উ: খ

২৭. 'অপরিচিতা' গল্পে বিয়েবাড়ি যাত্রাকালে নিচের কোন যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়নি? [C ১৯-২০]
ক শখের কর্নেট খ ব্যান্ড গ বাঁশি ঘ বেহালা উ: ঘ

২৮. 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপম সম্পর্কে নিচের কোন বর্ণনাটি ঠিক নয়? [F ১৯-২০]
ক তামাক খায় না। খ অন্তঃপুরের শাসনে চালিত হতে প্রস্তুত।
গ নিজস্ব মতামত দিতে অক্ষম। ঘ বিবাহ আসরে আহার করেছে। উ: ঘ

২৯. 'অপরিচিতা' গল্পে হরিশের কোন গুণের বর্ণনা আছে? [F ১৯-২০]
ক আসর জমানো খ ভাষাটা অত্যন্ত আঁট গ ঘটকালি ঘ বিদ্যা অর্জন উ: ক

৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নাটক- [C, ১৮-১৯]
ক রাজা ও রানি, বিসর্জন, রাজা, নবান্ন
খ মুক্তধারা, মুকুট, সাজাহান, রক্তকরবী
গ অচলায়তন, হরগজ, বিসর্জন, নটীর পূজা
ঘ মুক্তির উপায়, চিরকুমার সভা, রথের রশি, তাসের দেশ উ: ঘ

৩১. রবীন্দ্রনাথের 'অপরিচিতা' গল্পের মূল বিষয়বস্তু কী? [A ১৭-১৮]
ক নারী শিক্ষা খ যৌতুক প্রথা গ গ্রাম্য সমাজ ঘ কুসংস্কার

৩২. 'শাস্ত্রশিক্ষা, নীতিশিক্ষা একেবারে নাই, কাজেই' উক্তিটি কোন গল্পের? [B ১৭-১৮]
ক বিলাসী খ দেনাপাওনা গ হৈমন্তী ঘ সুভা

৩৩. 'অপর্ণা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন নাটকের চরিত্র? [C, ১৭-১৮]
ক রক্তকরবী খ ডাকঘর গ বিসর্জন ঘ মুক্তধারা

৩৪. কোন প্রবন্ধগুচ্ছ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের? [C ১৭-১৮]
ক পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরি, পারস্যে, পথে ও পথের প্রান্তে
খ ব্যথার দান, রিক্তের বেদনা, হেনা
গ ঘাটের কথা, রাজপথের কথা, খাতা
ঘ সংসারসীমান্তে, সাগর সঙ্গম, তেলেনাপোতা আবিষ্কার

৩৫. কোন প্রবন্ধগুচ্ছ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের? [C ১৭-১৮]
ক লোকরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত
খ সভ্যতার সঙ্কট, কালান্তর, স্বদেশ
গ কৃষ্ণচরিত্র, বিজ্ঞানরহস্য, সাম্য
ঘ বাংলার ইতিহাস, অনুকরণ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা

৩৬. নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ? [E ১৭-১৮]
ক লোকরহস্য খ বাংলা ভাষা পরিচয় গ প্রবন্ধ ঘ সাম্য

৩৭. কোন নাটকগুচ্ছ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের? [C ১৭-১৮]
ক ভানুমতী চিত্তবিলাস, কৌরব বিয়োগ, চারুমুখ চিত্তহরা
খ কুলীনকুলসর্বস্ব, কীর্তিবিলাস, ভদ্রার্জুন
গ চক্ষুদান, যেমন কর্ম তেমনি ফল, উভয় সঙ্কট
ঘ চিত্রাঙ্গদা, বিদায় অভিশাপ, মালিনী

৩৮. কোন উপন্যাসগুচ্ছ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের? [C ১৭-১৮]
ক লালসালু, চাঁদের অমাবস্যা, কাঁদো নদী কাঁদো
খ চোখের বালি, ঘরে বাইরে, গোরা
গ বড়দিদি, বিরাজবৌ, শুভদা
ঘ অরণ্যের অধিকার, হাজার চুরাশির মা, অক্রান্ত কৌরব

৩৯. কোন কবিতাগুচ্ছ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের? [C ১৭-১৮]
ক সারদামঙ্গল, সাধের আসন, বঙ্গ সুন্দরী খ প্রদীপ, কনকাঞ্জলি, ভুল
গ বিরহ বিলাপ, কুসুম কানন, অশ্রুমালা ঘ কল্পনা, খেয়া, চৈতালি, সেঁজুতি

৪০. 'রাজা' নাটক কোন সালে প্রকাশিত? [গ,সেট৬ : ১১-১২]
ক ১৯০৯ খ ১৯১২ গ ১৯২২ ঘ ১৯১০

৪১. কোনটি রবীন্দ্রনাথের রচনা? [গ,সেট৬ : ১১-১২]
ক পদ্মরাগ খ রায়নন্দিনী গ শেষ সপ্তক ঘ কুহু ও কেকা

## রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'আমার মন উতলা করিয়া দিল' কে মন উতলা করে দিল? [A : ২৩-২৪]
ক মানিক খ হরেন্দ্র গ হরিশ ঘ মহেশ

০২. 'তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ'– কোন রচনায় এবং কার বয়সের কথা বলা হয়েছে? [A : ২৩-২৪]
ক 'বিলাসী' গল্পে বিলাসীর খ 'বিলাসী' গল্পে মৃত্যুঞ্জয়ের
গ 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের ঘ 'গৃহ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের

০৩. 'ফল্গু' কী? [A : ২৩-২৪]
ক হোলি খেলায় ব্যবহৃত ফ্লাগ খ পাহাড়ি ঝর্ণা
গ অন্তঃসলিলা নদী ঘ পয়লা ফাল্গুনের উৎসবের গান

০৪. কোনটি রবীন্দ্রনাথের 'মুসলমানীর গল্প'র চরিত্র? [A : ২৩-২৪]
ক গফুর খ মেহের আলী গ হবির খাঁ ঘ অপূর্ব

০৫. 'অপরিচিতা' গল্পে 'ফলের মতো গুটি' উপমাটি দ্বারা যা বুঝায়– [ক ২২-২৩]
ক ফলে পরিণত হওয়া গুটি খ ফলের মতো আকৃতি
গ নিষ্ফল জীবন ঘ তুচ্ছ জীবন উ: গ

০৬. 'অপরিচিতা' গদ্যে অনুপমের বাবা কী করে জীবিকা নির্বাহ করতেন? [B : ২১-২২; জাবি C ১৯-২০; জাককানইবি AP ১৮-১৯]
ক ডাক্তারি খ ব্যবসা গ শিক্ষকতা ঘ ওকালতি উ: ঘ

০৭. নিচের কোন গল্পটির মাধ্যমে ছোটগল্প লেখক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মপ্রকাশ ঘটে? [B : ২১-২২, রাবি : ০৬-০৭]
ক শেষের কবিতা খ ঘরে-বাইরে গ ভিখারিনী ঘ মুসলমানীর গল্প উ: গ

০৮. 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর বিয়ে না করার কারণ কী ছিল? [B : ২১-২২]
ক পিতার আদেশ খ লোকলজ্জা গ আত্মমর্যাদা ঘ অপবাদ উ: গ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

০৯. রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' : [A ১৮-১৯; ইবি ঘ ০৬-০৭]
ক) একটি কাব্য খ) একটি নাটক গ) একটি প্রবন্ধ ঘ) একটি নৃত্যনাট্য উ: খ

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এশীয়দের মধ্যে কততম নোবেল বিজয়ী? [A ১৭-১৮]
ক) প্রথম খ) দ্বিতীয় গ) তৃতীয় ঘ) চতুর্থ উ: ক

১১. 'মৃন্ময়ী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন ছোটগল্পের নায়িকা? [E ১৭-১৮]
ক) অপরিচিতা খ) দেনা-পাওনা গ) পোস্টমাস্টার ঘ) সমাপ্তি উ: ঘ

১২. 'এ আর দেখিব কী। ইহাতে খাদ নাই' উক্তিটি কার? [E ১৭-১৮]
ক) শম্ভুনাথের খ) অনুপমের গ) সেকরার ঘ) বিনুদাদার উ: গ

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কাব্য কোনটি? [E ১৭-১৮; ক-১৫-১৬]
ক) জন্মদিনে খ) শেষলেখা গ) বনফুল ঘ) কণিকা উ: গ
Note : গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম কাব্য 'কবিকাহিনী'।

১৪. 'আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব এ কথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারিনা' উক্তিটিতে কী প্রকাশ পেয়েছে? [E ১৭-১৮]
ক) আক্ষেপ খ) অভিমান গ) একগুঁয়েমি ঘ) আত্মমর্যাদাবোধ উ: ঘ

১৫. বাংলা সাহিত্যে আধুনিক ছোটগল্পের জনক- [১৭-১৮; ইবি ১১-১২]
ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) মধুসূদন দত্ত গ) বঙ্কিমচন্দ্র ঘ) সত্যেন সেন উ: ক

১৬. 'মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে।' উক্তিটি কার? [K ১৭-১৮]
ক) পিন্টুদা খ) বিনুদা গ) মিনুদি ঘ) ঝন্টুদা উ: খ

১৭. চলিত ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস- [খ ০৭-০৮]
ক) নৌকাডুবি খ) গোরা গ) দুই বোন ঘ) শেষের কবিতা উ: ঘ

১৮. 'Song Offerings' কোন কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ? [০৯-১০]
ক) এটি একটি মৌলিক কাব্যগ্রন্থ খ) গীতাঞ্জলি ও অন্যান্য কিছু কবিতা
গ) গীতাঞ্জলির কিয়দংশ ঘ) গীতাঞ্জলি উ: খ

১৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডি.লিট. উপাধি দেয়- [D -১৩-১৪]
ক) ১৯১৩ সালে খ) ১৯৩৬ সালে গ) ১৯৪০ সালে ঘ) ১৯৪১ সালে উ: খ

২০. কোন জমিদারি শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ভাগে পড়ে- [D-১৫-১৬]
ক) পতিসর খ) শাহজাদপুর গ) শিলাইদহ ঘ) কনকশর উ: খ

২১. কল্যাণীর পিতার নাম কী? [A ১৬-১৭]
ক) হরিশচন্দ্র সেন খ) অনুপম সেন গ) শম্ভুনাথ সেন ঘ) জগন্নাথ সেন উ: গ

২২. 'পাকযন্ত্রটাকে সমস্ত অন্ত্রসুদ্ধ সেখানে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আফসোস মিটিত।' তোমার পঠিত কোন গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে? [B ১৬-১৭]
ক) নেকলেস খ) মাসি-পিসি গ) আহ্বান ঘ) অপরিচিতা উ: ঘ

## চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'গাড়ি লোহার —— দিতে দিতে চলিল'- শূন্যস্থানে কোন শব্দগুলো বসবে? [B1 : ২৩-২৪]
ক) মৃদঙ্গে তাল খ) আঘাতে শিস গ) তীক্ষ্ণ তাল ঘ) বাঁশির সুর উ: ক

০২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কাব্যনাট্য কোনটি? [B1 : ২৩-২৪]
ক) বিসর্জন খ) হীরামন গ) মহুয়া ঘ) কাজলরেখা উ: ক

০৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অপরিচিতা' গল্পটি প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? [A : ২৩-২৪]
ক) বঙ্গদর্শন খ) প্রবাসী গ) সবুজপত্র ঘ) ধূমকেতু উ: গ

০৪. 'অপরিচিতা' গল্পে 'প্রদোষ' শব্দের অর্থ কী?
ক) সকাল খ) দুপুর গ) বিকাল ঘ) সন্ধ্যা উ: ঘ

০৫. নিচের কোন গ্রন্থটি উপন্যাস? [B : ২৩-২৪]
ক) কালান্তর খ) রুদ্রমঙ্গল গ) দেশে-বিদেশে ঘ) শেষের কবিতা উ: ঘ

০৬. স্টেশনে কী ফেলে রেখে অনুপম ট্রেনে উঠে পড়ল? [D : ২৩-২৪]
ক) বই খ) ব্যাগ গ) ক্যামেরা ঘ) চশমা উ: গ

০৭. 'অপরিচিতা' গল্পের নায়ককে পণ্ডিত মশাই কোন ফলের সঙ্গে তুলনা করেছেন? [D : ২৩-২৪]
ক) মাকাল খ) গাব গ) ডালিম ঘ) বেল উ: ক

০৮. রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [D : ২৩-২৪]
ক) বনফুল খ) প্রভাত সংগীত গ) সন্ধ্যা সংগীত ঘ) মানসী উ: ক

০৯. 'এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড় না গুণের হিসাবে।' কোন রচনার অন্তর্গত? [ক ২২-২৩]
ক) বিলাসী খ) অপরিচিতা গ) আহবান ঘ) মাসি-পিসি উ: খ

১০. 'অপরিচিতা' গল্পের হরিশ ছুটিতে কোথায় এসেছিল? [খ ২২-২৩]
ক) কানপুর খ) কলকাতা গ) দিল্লী ঘ) এলাহাবাদ উ: খ

১১. 'অপরিচিতা' গল্পটি প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? [D ২২-২৩]
ক) বঙ্গদর্শন খ) ভারতী গ) সবুজপত্র ঘ) কল্লোল উ: গ

১২. নিচের কোনটি উপন্যাস? [D : ২১-২২]
ক) রাজা খ) অচলায়তন গ) চতুরঙ্গ ঘ) মুক্তধারা উ: গ

১৩. নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নাটক? [A : ২১-২২]
ক) শেষের কবিতা খ) সোনার তরী গ) রাজা ঘ) গোরা উ: গ

১৪. 'আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।' কোন রচনার অংশ? [B ১৯-২০]
ক) নেকলেস খ) চাষার দুক্ষু গ) অপরিচিতা ঘ) আমার পথ উ: গ

১৫. 'অপরিচিতা' গল্পের নায়কের নাম কী ছিল? [D : ১৯-২০]
ক) হরিশ খ) বিনু গ) অনুপম ঘ) শম্ভুনাথ উ: গ

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা কোনটি? [D : ১৯-২০]
ক) কালান্তর খ) প্রবন্ধ সংগ্রহ গ) পাত্রজনের সখা ঘ) একলা উ: ক

১৭. পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতার স্ফুরণ ঘটেছে কোন গল্পে? [A ১৮-১৯]
ক) বিলাসী খ) আহ্বান গ) মাসি-পিসি ঘ) অপরিচিতা উ: ঘ

১৮. 'কালান্তর' কোন ধরনের রচনা? [ঘ ০৫-০৬]
ক) উপন্যাস খ) প্রবন্ধ গ) ভ্রমণকাহিনি ঘ) কাব্য উ: খ

১৯. রবীন্দ্রনাথের নোবেল বিজয়ী গ্রন্থ- [ঙ ০৬-০৭]
ক) গীতাঞ্জলি খ) Gitanjali : Song Offerings
গ) The Gitanjali ঘ) Songs of Tagore উ: খ

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ- [ঙ-০৮-০৯]
ক) পুনশ্চ খ) শেষলেখা গ) খেয়া ঘ) কণিকা উ: খ

২১. রবীন্দ্রনাথ কোন আঙ্গিকে সাহিত্য রচনা করেননি? [খ ০৯-১০, ঙ ০৭-০৮]
ক) ছোটগল্প খ) নাট্যকাব্য গ) স্মৃতিকথা ঘ) মহাকাব্য উ: ঘ

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশততম (দেড়শততম) জন্মবার্ষিকীর বছর কোনটি? [খ ১০-১১]
ক) ২০০৯ খ) ২০১০ গ) ২০১১ ঘ) ২০১২ ঙ) ২০১৩ উ: গ

২৩. রবীন্দ্রনাথের নাটক কোনটি? [ক ১০-১১; খ ১১-১২; জককানইবি AP ১৭-১৮]
ক) বলাকা খ) ঘরে বাইরে গ) শেষের কবিতা ঘ) রক্তকরবী উ: ঘ

২৪. কোন বিদেশি কবি 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেছিলেন? [D 12-13]
ক) এজরা পাউন্ড খ) টি এস এলিয়ট গ) রবার্ট লাওয়েল ঘ) ডব্লিউ বি ইয়েটস উ: ঘ

২৫. 'সঞ্চয়িতা' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [B ১৩-১৪]
ক) শামসুর রাহমান খ) কাজী নজরুল
গ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ: ঘ

২৬. 'সে যে আমার চিরজীবনের ধুয়া হইয়া রহিল।' এ বাক্যে 'সে' কে? [B ১৬-১৭]
ক) কল্পনা খ) কল্লোলিনী গ) কণিকা ঘ) কল্যাণী উ: ঘ

২৭. 'অপরিচিতা' গল্পের বিয়ের অনুষ্ঠানে কন্যার গয়না মাপার ঘটনায় কীসের প্রকাশ ঘটেছে? [D ১৬-১৭]
ক) চতুরতা খ) অহমিকা গ) হীনম্মন্যতা ঘ) দায়িত্ববোধ উ: গ

২৮. 'অর্থলোভ ত্যাগ করে মানবিক ও উদার হতে হবে।' এ মর্মকথা 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের জীবনদর্শন? [C3 ১৬-১৭]
ক) অনুপম খ) কল্যাণী গ) হরিশ ঘ) অনুপমের মামা উ: ক

## GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'মৃত্যুতে তিনি যে হাঁফ ছাড়িলেন সেই তার প্রথম অবকাশ' বাক্যটি কোন গল্পের? [A : ২৩-২৪]
ক) অপরিচিতা খ) বিলাসী গ) মাসি-পিসি ঘ) রেইনকোট উ: ক

০২. 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর মাতৃ-আজ্ঞা বলতে কী বোঝায়? [B : ২৩-২৪]
ক) মায়ের আদেশ খ) মায়ের ইচ্ছা
গ) মায়ের সম্মতি ঘ) মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্য উ: ঘ

০৩. 'মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে।' – উক্তিটি কার? [B : ২৩-২৪]
ক) পিন্টুদা খ) বিনুদা গ) মিনুদি ঘ) ঝন্টুদা উ: খ

০৪. 'অপরিচিতা' গল্পে 'মাতৃ-আজ্ঞা' মানে- [খ ২২-২৩]
ক) মাতৃ-স্বপ্ন খ) মায়ের আদেশ গ) মায়ের নির্দেশনা ঘ) মাতৃভূমি উ: ঘ

০৫. 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণী-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি? [ক ২২-২৩]
ক) অহংকারী খ) ব্যক্তিত্বপূর্ণ গ) পিতৃ-আজ্ঞা পালনকারী ঘ) নমনীয় উ: খ

০৬. 'কিন্তু, মেয়ের বয়স যে পনেরো, তাই শুনিয়া মামার মন ভার হইল।' বাক্যটি কোন গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে? [C : ২১-২২]
ক) বিলাসী খ) আমার পথ গ) হৈমন্তী ঘ) অপরিচিতা উ: ঘ

## খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'সভ্যতার সংকট' গ্রন্থের লেখক কে? [০৮-০৯]
ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ) ঈশ্বরচন্দ্র ঘ) রাজা রামমোহন উ: ক

০২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস কোনটি? [গ ০৯-১০; কুবি ক ১৬-১৭; ইবি খ ১০-১১]
ক) বৌ-ঠাকুরাণীর হাট খ) শেষের কবিতা গ) গোরা ঘ) চোখের বালি উ: ক



CamScanner

## জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'পৃথিবীর ঘাটিকে আশীর্বাদ করতে এর বড় কাকা রামনাথ চন্দননগরে গিয়েছিলেন।' 'অপরিচিতা' গল্পে রামনাথের অনুরূপ চরিত্র হলো– [A ১৯-২০]
ক বিনুদাদা ও হরিশ  খ হরিশ ও অনুপমের পিসতুতো ভাই
গ অনুপম ও হরিশ  ঘ বিনুদাদা, অনুপমের পিসতুতো ভাই  উ: ঘ

০২. 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' কার লেখা গ্রন্থ? [A ১৯-২০, ইবি : B ১৮-১৯]
ক কাজী নজরুল ইসলাম  খ হায়াৎ মামুদ
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  ঘ হুমায়ুন আজাদ  উ: গ

০৩. বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ছোটগল্পকার কে? [AL ১৮-১৯]
ক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ প্রমথ চৌধুরী  ঘ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর  উ: খ

০৪. 'চৈতালি' কী? [AP ১৮-১৯, রবি ০৪-০৫]
ক গল্পগ্রন্থ  খ উপন্যাস  গ নাটক  ঘ কাব্যগ্রন্থ  উ: ঘ

০৫. 'পিতৃ মুখ' ও 'মকর মুখ' এর কথা উল্লেখ আছে কোন গল্পে? [D ১৮-১৯]
ক অপরিচিতা  খ বিলাস  গ জীবন ও বৃক্ষ  ঘ মাসি-পিসি  উ: ক

০৬. অমল কোন নাটকের চরিত্র? [AP ১৭-১৮]
ক ডাকঘর  খ রক্তকরবী  গ বিসর্জন  ঘ তাসের দেশ  উ: ক

০৭. 'অপরিচিতা' গল্পে কার আচরণে যৌতুক প্রথা প্রতিরোধের দিক প্রতিফলিত হয়েছে? [D ১৭-১৮]
ক অনুপম  খ কল্যাণীর পিতার  গ অনুপমের মামার  ঘ বিনুদাদার  উ: খ

০৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গ্রন্থটি অন্যগুলো থেকে পৃথক? [A ১৩-১৪]
ক মানসী  খ যোগাযোগ  গ বলাকা  ঘ চিত্রা  উ: খ

০৯. রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' কোন ধরনের রচনা : [ক ১৬-১৭]
ক নাটক  খ কবিতা  গ প্রবন্ধ  ঘ গান  উ: ক

১০. 'লোকসাহিত্য' বইটির লেখক কে? [ঘ ১৬-১৭]
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ শামসুজ্জামান খান  ঘ মযহারুল ইসলাম  উ: ক

## বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. '[illegible] ——।' শূন্যস্থানে কোনটি বসবে? [A : ১৯-২০]
ক [illegible]  খ [illegible]  গ [illegible]  ঘ [illegible]  উ: গ

০২. কেতুপুরের অবস্থান কোথায়? [A : ১৯-২০]
ক বিহারের কাছে  খ কলকাতার নিকটে  গ হুগলিতে  ঘ বাঁকুড়ায়  উ: ঘ

০৩. 'অপরিচিতা' গল্পটি কার জবানিতে লেখা? [B ১৯-২০]
ক অনুপমের  খ শম্ভুনাথের  গ হরিশের  ঘ বিনুদাদার  উ: ক

০৪. 'অপরিচিতা' গল্পের চরিত্র কোনগুলো? [A ১৭-১৮; A ১৬-১৭]
ক কল্যাণী, অনুপম, শম্ভুনাথ  খ হরিশ, বিনু, কল্যাণী
গ শম্ভুনাথ, নিরুপম, স্টেশন মাস্টার  ঘ হরিশ, নিরুপম, কানাই  উ: ক

০৫. 'আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র।' 'আমি' কে? [A ১৭-১৮]
ক কল্যাণী  খ শম্ভুনাথ  গ হরিশ  ঘ অনুপম  উ: ঘ

০৬. 'মকর মুখ' বাক্যটি কোন অর্থ প্রকাশ করে? [A ১৭-১৮]
ক অহংকারহীন  খ লোভী ব্যক্তি  গ স্বার্থপর ব্যক্তি  ঘ ভাগ্যবান  উ: ক

০৭. 'অপরিচিতা' গল্পের নায়ক– [B ১৭-১৮; রবি ঢাবি, ৭টি কলেজ, বিজ্ঞান ১৭-১৮]
ক কল্যাণী  খ অনুপম  গ নিরুপম  ঘ শম্ভুনাথ  উ: খ

০৮. 'অপরিচিতা' গল্প প্রসঙ্গে কোন মন্তব্যটি যথার্থ? [A ১৬-১৭]
ক এটি একটি নিটোল প্রেমের গল্প
খ এটি একটি সামাজিক গল্প
গ ব্যক্তিত্বহীন পুরুষের বিপরীতে নারী-জাগরণের গল্প
ঘ যৌতুক-প্রথার কুফল প্রকাশধর্মক গল্প  উ: গ

## ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'কনসার্ট' হলো– [B : ১৯-২০]
ক সানাই, ঢোল ও কাঁসির সৃষ্ট ঐকতানবাদন
খ সানাই, ঢোল ও বাঁশির সৃষ্ট ঐকতানবাদন
গ তবলা, ঢোল ও কাঁসির সৃষ্ট ঐকতানবাদন
ঘ হারমোনিয়াম, ঢোল ও কাঁসির সৃষ্ট ঐকতানবাদন  উ: ক

০২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কাব্য 'বনফুল' তার কত বছর বয়সে প্রকাশিত হয়? [চ ০৪-০৫]
ক ৮  খ ১২  গ ১৪  ঘ ১৫ বছর  উ: ঘ

**Note:** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম কাব্য 'কবিকাহিনী'।

০৩. উইলিয়াম র‍্যাডিচে একজন– [ঘ ০৫-০৬]
ক নজরুল বিশেষজ্ঞ  খ রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ  গ বঙ্কিম বিশেষজ্ঞ  ঘ মধুসূদন বিশেষজ্ঞ  উ:

০৪. কোন প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নোবেল পুরস্কার দিয়েছিল? [B ১৩-১৪]
ক ইন্ডিয়ান সোসাইটি  খ লন্ডন লিটারেরি সোসাইটি
গ সুইডিশ অ্যাকাডেমি  ঘ ফ্রাঙ্কলিন অ্যাকাডেমি  উ:

০৫. কোনটি রবীন্দ্রনাথের রচনা নয়? [B ১৩-১৪]
ক কালান্তর  খ পঞ্চভূত  গ বিসর্জন  ঘ [illegible]  উ:

০৬. সে বলিল 'মাতৃ-আজ্ঞা' উক্তিটি কোন গল্পের? [H ১৬-১৭]
ক বিড়াল  খ অপরিচিতা  গ আহ্বান  ঘ আমার পথ  উ:

০৭. 'অপরিচিতা' গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পগুচ্ছের কোন খণ্ডে বিদ্যমান? [H ১৬-১৭]
ক ১ম খণ্ড  খ ২য় খণ্ড  গ ৩য় খণ্ড  ঘ ৪র্থ খণ্ড  উ:

০৮. 'আপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন না- এখানে জায়গা আছে।' উক্তিটি কোন গল্পের অন্তর্গত কোন লেখকের? [C ১৬-১৭]
ক কাজী নজরুল ইসলামের 'আমার পথ'  খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অপরিচিতা'
গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'আত্মচরিত'  ঘ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আহ্বান'  উ:

## নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মতারিখ কোনটি? [B ১৭-১৮]
ক ৭ মে ১৮৪১  খ ৭ আগস্ট ১৮৪১  গ ৭ মে ১৮৬১  ঘ ৭ আগস্ট ১৮৬১  উ:

## হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৌতুকের নাটক কোনটি? [C-১৫-১৬]
ক বসন্ত  খ বিসর্জন  গ বৈকুণ্ঠের খাতা  ঘ তাসের দেশ  উ:

## শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'অপরিচিতা' গল্পে 'অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাই' বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয়েছে [A ১৯-২০]
ক নিন্দার্থে  খ ব্যঙ্গার্থে  গ প্রশংসার্থে
ঘ আনন্দার্থে  ঙ অবজ্ঞার্থে  উ:

## পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'অপরিচিতা' গল্পটি কোন পুরুষের জবানিতে লেখা? [C ১৭-১৮; কুবি B ১৬-১৭]
ক উত্তম  খ নাম  গ মধ্যম  ঘ উত্তম ও মধ্যম  উ: ক

## কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. রবীন্দ্রনাথ কোন কাব্যগ্রন্থটির নামকরণ করে যেতে পারেননি? [B 12-13]
ক শেষলেখা  খ ইতিকথা  গ বিচারক  ঘ গীতাঞ্জলি  উ: ক

০২. 'রাশিয়ার চিঠি' রবীন্দ্রনাথের কোন ধরনের রচনা? [B 12-13]
ক আত্মজীবনী  খ ভ্রমণকাহিনি  গ কাব্যগ্রন্থ  ঘ উপন্যাস  উ: খ

## বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস? [F : ১৯-২০]
ক বলাকা  খ বসন্ত  গ মালঞ্চ  ঘ শেষলেখা  উ: গ

০২. 'আমার শরীর মন বসন্ত বাতাসে বকুলবনের নবপল্লবরাশির মতো কাঁপিতে কাঁপিতে আলোয় ঝলিতে লাগিল।' উক্তিটি কোন গদ্যের অন্তর্গত? [D ১৭-১৮]
ক আহ্বান  খ অপরিচিতা  গ জীবন ও বৃক্ষ  ঘ আমার পথ  উ: খ

০৩. 'মৃদঙ্গ' শব্দের অর্থ– [G ১৭-১৮]
ক এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র  খ অভ্রের তৈরি ঝাড়বাতি
গ এক ধরনের খনিজ ধাতু  ঘ কিশলয়যুক্ত কচি ডাল  উ: ক

## বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

০১. 'আমার পুরোপুরি বয়সই হলো না।' 'অপরিচিতা' গল্পে এই কথাটি দ্বারা গল্পের চরিত্র কী মনোভাব ব্যক্ত করেছেন? [FASS : ২৩-২৪]
ক কমবয়সি  খ চিন্তার অপরিপক্বতা  গ অতি নির্ভরশীলতা  ঘ অনুরাগ  উ: খ

০২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন নাটকটি কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেছিলেন? [FSSS : ২১-২২; ঢাবি : গ ০৩-০৪]
ক সঞ্চয়িতা  খ তাসের দেশ  গ বসন্ত  ঘ ডাকঘর  উ: গ



CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

### বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি

০১. 'প্রমাণ হইয়া গেছে, আমি কেহই নই।' উক্তিটি– [FMGP : ২১-২২]
ক কল্যাণীর খ স্টেশন-মাস্টারের গ অনুপমের ঘ শম্ভুনাথের **উ: গ**

### গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. অনুপমের বন্ধু হরিশ কোথায় চাকুরি করে? [২২-২৩]
ক কলকাতায় খ দিল্লিতে গ কানপুরে ঘ কোন্নগরে **উ: গ**

০২. কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস? [Humanities : ২১-২২, ঘ ১০-১১; কৃবি গ ১৬-১৭]
ক শেষ লেখা খ পুনশ্চ গ শেষের কবিতা ঘ অচলায়তন **উ: গ**

০৩. রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে ছেলেবেলায় অনুপম পণ্ডিতমশাইয়ের বিদ্রূপের পাত্র হয়েছিলেন কেন? [১৯-২০]
ক শরীর কালো ছিল বলে খ বোকা ছিল বলে
গ সুন্দর চেহারার জন্য ঘ পড়া বলতে না পারায় **উ: গ**

### ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত উপন্যাস কোনটি? [কলা ও সামাজিক : ২৩-২৪]
ক বলাকা খ শেষের কবিতা গ তাসের দেশ ঘ রক্তকরবী **উ: খ**

০২. "অপরিচিতা" গল্পে কল্যাণীকে আশীর্বাদ করতে গিয়েছিলেন– [Humanities : ২১-২২]
ক হরিশ খ অনুপম গ অনুপমের মামা ঘ বিনুদাদা **উ: গ**

০৩. 'গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলিল ; আমি মনের মধ্যে গান শুনিতে শুনিতে চলিলাম।
'অপরিচিতা' গল্পের এ বাক্যে 'মৃদঙ্গ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [Business : ২১-২২]
ক বাদ্যযন্ত্র খ শিকল গ ইঞ্জিন ঘ রেললাইন **উ: ক**

০৪. 'কপালে তার চন্দন আঁকা, গায়ে তার লাল শাড়ি' কার বর্ণনা? [ক ১৭-১৮]
ক অপরিচিতার খ কল্যাণীর গ মাসির ঘ অন্নদার **উ: খ**

## Step 3 নার্সিং/বিএসসি নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর

### বিএসসি ও ডিপ্লোমা নার্সিং

০১. কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ? [BSc Nursing'19-20]
ক শেষলেখা খ শেষ প্রশ্ন গ শেষ কথা ঘ শেষ দিন **উ: ক**

০২. কোনটি রবীন্দ্রনাথের রচনা? [BSc Nursing'15-16]
ক চতুরঙ্গ খ চতুর্দশ গ চতুষ্কোণ ঘ চতুষ্পাঠী **উ: ক**

০৩. 'শেষের কবিতা' একটি– [BSc Nursing'14-15]
ক কবিতা খ রম্য রচনা গ গদ্য ঘ উপন্যাস **উ: ঘ**

০৪. 'রক্তকরবী' কার লেখা? [BSc Nursing'14-15]
ক কাজী নজরুল ইসলামের খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ সুফিয়া কামাল ঘ শামীম ওসমান **উ: খ**

০৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পান কত সালে? [BSc Nursing'14-15]
ক ১৯১০ সালে খ ১৯১৩ সালে গ ১৯১৫ সালে ঘ ১৯২১ সালে **উ: খ**

০৬. বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা কে? [Diploma Nursing'19-20]
ক জীবনানন্দ দাশ খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ শামসুর রাহমান ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **উ: ঘ**

০৭. 'রক্তকরবী' কোন জাতীয় গ্রন্থ? [Diploma Nursing'20-21]
ক কাব্য খ উপন্যাস গ নাটক ঘ গল্পগ্রন্থ **উ: গ**

## Step 4 HSC বোর্ড পরীক্ষা ও পাঠ্যবইয়ের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান? [চা. বো. ২৪; ঢা. বো. ১৭]
ক ১৯০৩ খ্রি. খ ১৯১৩ খ্রি. গ ১৯২৩ খ্রি. ঘ ১৯৩৩ খ্রি. **উ: খ**

০২. 'দক্ষযজ্ঞ' শব্দের অর্থ কী? [চা. বো. ২৪]
ক যজ্ঞানুষ্ঠান খ হট্টগোল গ শিবপূজা ঘ বিপর্যয় **উ: খ**

০৩. 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের আসল অভিভাবক কে? [রা. বো. ২৪]
ক হরিশ খ মামা গ মা ঘ বিনুদাদা **উ: খ**

০৪. 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণী কোন স্টেশনে নেমেছিল? [চ. বো. ২৪]
ক বনগাঁও খ কানপুর গ হাওড়া ঘ শিয়ালদহ **উ: খ**

০৫. অনুপমের মামার কোন ধরনের কন্যা পছন্দ নয়? [দি. বো. ২৪]
ক গরিবের খ ধনীর গ সুন্দর ঘ অসুন্দর **উ: খ**

০৬. শানাই, ঢোল ও কাঁসি- এই তিন প্রকার বাদ্যযন্ত্রে সৃষ্ট ঐকতান বাদনকে বলে– [রা. বো. ২৪]
ক রসনচৌকি খ দাদরা গ ত্রিতাল ঘ পঞ্চস্বর **উ: ক**

০৭. 'তিনি কোনোমতেই কারো কাছে ঠকিবেন না।' 'তিনি' বলতে 'অপরিচিতা' গল্পে কাকে বোঝানো হয়েছে? [চা. বো. ১৯]
ক মামা খ শম্ভুনাথ গ হরিশ ঘ অনুপম **উ: ক**

০৮. আসর জমাতে অদ্বিতীয় কে? [রা. বো. ১৯; চ. বো. ১৭]
ক অনুপম খ কল্যাণী গ বিনু দাদা ঘ হরিশ **উ: ঘ**

০৯. শ্বশুরের সামনে অনুপমের মাথা হেঁট করে রাখার কারণ কী? [কু. বো. ১৯]
ক শ্বশুরের ব্যবহারে খ লজ্জায়
গ বিয়ের আয়োজন দেখে ঘ মামার গহনা পরীক্ষার কারণে **উ: ঘ**

১০. 'কলিকাতার বাহিরে বাকি যে পৃথিবীটা আছে সমস্তটাকেই মামা আন্ডামান দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া জানেন।' 'অপরিচিতা' গল্পের এ উক্তিতে মামার চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা হলো– [সি. বো. ১৯]
ক ধর্মনিষ্ঠা খ দেশপ্রেম গ কুসংস্কার ঘ কূপমণ্ডূকতা **উ: ঘ**

১১. কোন ঘটনায় অনুপমের মন 'পুলকের আবেশে' ভরে গিয়েছিল? [য. বো. ১৭]
ক বিনুদা কর্তৃক মেয়ে পছন্দ হওয়া খ বিবাহের দিন-ক্ষণ ধার্য হওয়া
গ বিবাহ না করতে কল্যাণীর পণ ঘ গাড়িতে কল্যাণীর সাথে সাক্ষাৎ **উ: গ**

১২. "আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব এ কথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।" উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে শম্ভুনাথ বাবুর– [ঢা. বো. ১৬]
ক ক্ষোভ খ অভিযান গ একগুঁয়েমি ঘ আত্মমর্যাদাবোধ **উ: ঘ**

১৩. 'জড়িমা' শব্দের অর্থ কী? [রা. বো. ১৬]
ক জড়িয়ে থাকা খ আড়ষ্টতা গ চাকচিক্য ঘ জংধরা **উ: খ**

১৪. 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর বিয়ে না করার কারণ কী ছিল? [চ. বো. ১৬]
ক লোকলজ্জা খ অপবাদ গ পিতার আদেশ ঘ আত্মমর্যাদ **উ: ঘ**

১৫. 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীকে আশীর্বাদ করতে যায়– [সি. বো. ১৬]
ক হরিশ খ মামা গ বিনু ঘ মা **উ: গ**

১৬. 'অপরিচিতা' গল্পে 'মেয়ের বিয়ে হইবে না এ ভয় যার মনে নাই তার শান্তির উপায় কী' উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে– [ব. বো. ১৬]
ক আগামী সময়ের ইঙ্গিত খ পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থা
গ শম্ভুনাথ বাবুর সাহসিকতা ঘ শম্ভুনাথ বাবুর নির্বিকারত্ব **উ: গ**

## Step 5 BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. রঞ্জন চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন নাটকের? [৪৬তম বিসিএস]
ক বিসর্জন খ রক্তকরবী গ মুক্তধারা ঘ ডাকঘর **উ: খ**

০২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের আদিবসতি কোথায় ছিল? [৩৫ বিসিএস]
ক খুলনার দক্ষিণডিহি খ ছোটনাগপুর মালভূমি
গ যশোরের কেশবপুর ঘ কুষ্টিয়ার শিলাইদহ **উ: ক**

০৩. 'ভানুসিংহ ঠাকুর' কার ছদ্মনাম? [৩৪তম বিসিএস; ২৪তম (বাতিলকৃত) বিসিএস]
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
গ প্রমথ চৌধুরী ঘ টেকচাঁদ ঠাকুর **উ: ক**

০৪. পদাবলি লিখেছেন-- [২২তম বিসিএস]
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ কায়কোবাদ **উ: ক**

০৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম হলো– [১৯তম বিসিএস]
ক পরশুরাম খ নীললোহিত
গ ভানুসিংহ ঠাকুর ঘ গাজী মিয়াঁ **উ: গ**

০৬. কোন সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম-শতবার্ষিকী পালিত হয়? [১৩তম বিসিএস]
ক ১৯৫১ খ ১৯৬১ গ ১৯৭১ ঘ ১৯৮১ **উ: খ**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০৭. বাংলায় টি.এস. এলিয়টের কবিতার প্রথম অনুবাদক– [১০ম বিসিএস]
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ বিষ্ণু দে গ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঘ বুদ্ধদেব বসু **উ: ক**

০৮. 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসটি কার লেখা? [৩৪তম বিসিএস]
ক আলাওল খ কাজী দীন মহম্মদ
গ কাজী মোতাহার হোসেন ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **উ: ঘ**

০৯. কোন উপন্যাসটির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর? [১৬তম বিসিএস]
ক বিষবৃক্ষ খ গণদেবতা গ আরণ্যক ঘ ঘরে-বাইরে **উ: খ**

১০. 'শেষের কবিতা' রবীন্দ্রনাথ রচিত– [১০ম বিসিএস]
ক উপন্যাসের নাম খ কবিতার নাম
গ গল্প সংকলনের নাম ঘ নাটকের নাম **উ: ক**

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৌতুক নাটক হচ্ছে: [৩৯তম বিসিএস]
ক বৈকুণ্ঠের খাতা খ জামাই বারিক গ বিবাহ-বিভ্রাট ঘ হিতে বিপরীত **উ: ক**

১২. রবীন্দ্রনাথের কোন গ্রন্থটি নাটক? [২২তম বিসিএস]
ক চোখের বালি খ বলাকা গ ঘরে-বাইরে ঘ রক্তকরবী **উ: ঘ**

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচিত কোন নাটকটি কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেছিলেন? [১৫তম বিসিএস]
ক বিসর্জন খ ডাকঘর গ বসন্ত ঘ অচলায়তন **উ: গ**

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নষ্টনীড়' গল্পের একটি বিখ্যাত চরিত্র– [৪১তম বিসিএস]
ক বিনোদিনী খ হৈমন্তী গ আশালতা ঘ চারুলতা **উ: ঘ**

১৫. 'চন্দরা' চরিত্রের স্রষ্টা কে? [৩৮তম বিসিএস]
ক বুদ্ধদেব বসু খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ মীর মশাররফ হোসেন ঘ সৈয়দ শামসুল হক **উ: খ**

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতিপ্রাকৃত গল্প কোনটি? [২৮তম বিসিএস]
ক একরাত্রি খ নষ্টনীড় গ ক্ষুধিত পাষাণ ঘ মধ্যবর্তিনী **উ: গ**

১৭. 'জীবনস্মৃতি' কার রচনা? [৪০তম বিসিএস]
ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন **উ: খ**

১৮. কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ? [৩৮তম বিসিএস]
ক শেষ লেখা খ শেষ প্রশ্ন গ শেষ কথা ঘ শেষ দিন **উ: খ**

১৯. 'ছিন্নপত্র' এর অধিকাংশ পত্র কাকে উদ্দেশ্য করে লেখা? [৩১তম বিসিএস]
ক ইন্দিরা দেবী খ কাদম্বরী দেবী
গ মৃণালিনী দেবী ঘ মৈত্রেয়ী দেবী **উ: ক**

২০. রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতা কোন ছন্দে রচিত? [৩০তম বিসিএস]
ক স্বরবৃত্ত খ অক্ষরবৃত্ত
গ মন্দাক্রান্তা ঘ মাত্রাবৃত্ত **উ: ক**

২১. 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' এর রচয়িতা কে? [১৬তম বিসিএস]
ক ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় খ চণ্ডীদাস গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ ভারতচন্দ্র **উ: গ**

২২. 'সঞ্চয়িতা' কোন কবির কাব্য সংকলন? [২২তম বিসিএস]
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ জীবনানন্দ দাশ
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ বিষ্ণু দে **উ: গ**

২৩. কোনটি কাব্যগ্রন্থ? [২০তম বিসিএস]
ক শেষ প্রশ্ন খ শেষ লেখা গ শেষের কবিতা ঘ নবযুগ **উ: খ**

২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় কবির উপলব্ধি হচ্ছে- [১৪তম]
ক ভবিষ্যৎ বিচিত্র ও বিপুল সম্ভাবনাময় খ বাধা-বিপত্তি প্রতিভাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে
গ প্রকৃতি বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী ঘ ভাঙার পরেই গড়ার কাজ শুরু হয় **উ: ঘ**

২৫. বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতে কোন বিষয়টি প্রধানভাবে আছে? [১৬তম বিসিএস]
ক বাংলার প্রকৃতির কথা খ বাংলার মানুষের কথা
গ বাংলার ইতিহাসের কথা ঘ বাংলার সংস্কৃতির কথা **উ: ক**

## Step 6 বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. কল্যাণীর বিয়ে ভঙ্গের কারণ–
i. অনুপমের অসহায়ত্ব ii. শম্ভুনাথের আত্মমর্যাদা iii. মামার হীন মানসিকতা
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ঘ**

০২. কল্যাণীর বাবা পাত্রপক্ষকে বিদায় করে দেওয়ার অন্তর্নিহিত কারণ–
i. অনুপমের ব্যক্তিত্বহীনতা ii. মামার হীনম্মন্যতা iii. বরপক্ষের আচরণ
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ক**

০৩. 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর মধ্যে পাওয়া যায়–
i. সহজ গতি ii. নির্মল দীপ্তি iii. শুচিশুভ্র সৌন্দর্য
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ঘ**

০৪. কল্যাণীর নারীশিক্ষার ব্রত করার কারণ–
i. সংসারের স্বপ্নভঙ্গ ii. নারীর প্রতি মমত্ববোধ iii. মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ঘ**

০৫. কল্যাণীর পিতা–
i. দৃঢ়চেতা ব্যক্তি ii. একজন আদর্শ পিতা iii. অন্যায়ের ক্ষেত্রে প্রতিবাদী
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ঘ**

০৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখনীতেই বাংলা ছোটোগল্পের–
i. উদ্ভব ii. বিকাশ iii. সমৃদ্ধি
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ঘ**

০৭. হরিশ সম্পর্কে যে তথ্যটি সত্য–
i. অনুপমের বন্ধু ii. আসর জমাতে অদ্বিতীয় iii. কানপুরে চাকরি করে
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ঘ**

০৮. 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করার কারণ–
i. বিয়ে ভঙ্গ ii. নারীর প্রতি মমত্ববোধ iii. মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ঘ**

০৯. 'অপরিচিতা' গল্পটি পড়ে আমাদের যে ভাবনার উদয় হয়–
i. সমাজের সংস্কার আবশ্যক ii. দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন জরুরি iii. ব্যক্তিত্ববোধের জাগরণ দরকার
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ঘ**

১০. রবীন্দ্রনাথের 'অপরিচিতা' গল্পের মূলসুর হলো–
i. দৃঢ়চেতা নারী ব্যক্তিত্বের জাগরণ ii. প্রচলিত শিক্ষার অসারতা
iii. পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতার স্ফুরণ
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ঘ**

১১. 'থাকিবার মধ্যে ভিতরে আছেন মা এবং বাইরে আছেন মামা।' অনুপমের এ উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে তার–
i. অপারগতা ii. পরনির্ভরতা iii. ব্যক্তিত্বহীনতা
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ঘ**

১২. 'অপরিচিতা' গল্পে শম্ভুনাথ চরিত্রের জন্য প্রযোজ্য–
i. চুলকাঁচা, গোঁফপাকা, সুপুরুষ ii. চুপচাপ, চুলকাঁচা, ভাষা আঁট iii. সুপুরুষ, চুপচাপ, চুলপাকা
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ক**

১৩. 'আমি মাথা হেট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।' উক্তিটি থেকে বোঝা যায় অনুপম–
i. মেরুদণ্ডহীন ii. বিবেকবোধহীন iii. ব্যক্তিত্বহীন
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ঘ**

১৪. 'আমার মতো অক্ষম দুনিয়ায় নাই।' অনুপমের এই উক্তির মধ্য দিয়ে কী প্রকাশ পেয়েছে?
i. অনুশোচনা ii. অসহায়ত্ব iii. ক্ষোভ
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: গ**

১৫. অনুপমের বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পরে মামা মামলা করার পরিকল্পনা করেন কেন?
i. বিবাহের চুক্তিভঙ্গে ii. আর্থিক ক্ষতি পোষাতে iii. মানহানির দাবিতে
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: খ**



CamScanner

১৬. 'অপরিচিতা' গল্পের প্রতিপাদ্য–
i. পণ প্রথার বিরুদ্ধাচরণ ii. দেশসেবা iii. বর্ণভেদ
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ক**

১৭. গল্পকথকের সাতাশ বছরের জীবনটা বড়ো নয়–
i. দৈর্ঘ্যের হিসেবে ii. গুণের হিসেবে iii. তাৎপর্যের হিসেবে
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ক**

১৮. অনুপমের মামার যে ধরনের বেয়াই পছন্দ–
i. যার অনেক টাক-পয়সা আছে ii. যার টাকা নেই অথচ টাকা দিতে কসুর করবে না
iii. যাকে শোষণ করা যাবে
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: গ**

১৯. শম্ভুনাথ সম্পর্কে অনুপমের মামার সম্ভাব্য ধারণা–
i. তেজ কম ii. আর্থিক দীনতা iii. সমাজে সম্মানিত
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ক**

২০. 'আমি মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম' উক্তিটি থেকে বোঝা যায় অনুপম–
i. প্রতিবাদহীন ii. বিবেকবোধহীন iii. বাক-স্বাধীনতাহীন
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: খ**

২১. 'ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।' শম্ভুনাথ বাবুর এ উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে–
i. আত্মীয়তা না করার দৃঢ়তা ii. বরযাত্রীদের বিদায় হওয়ার নির্দেশ
iii. নিজের সম্মান ও আভিজাত্যবোধ রক্ষা
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ঘ**

২২. 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম সম্পর্কে বলা যায়–
i. ব্যক্তিত্বহীন ii. পরনির্ভরশীল iii. অপরিণামদর্শী
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ক**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নটির উত্তর দাও :
পিতৃহীন শাহেদের চাচাই ছিলেন পরিবারের কর্তা। শাহেদ শিক্ষিত হলেও তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। চাচা তার বিয়ের উদ্যোগ নিলেও যৌতুক নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণে কন্যার পিতা অপমানিত বোধ করে বিয়ের আলোচনা ভেঙে দেন। শাহেদ মেয়েটির ছবি দেখে মুগ্ধ হলেও তার চাচাকে কিছুই বলতে পারেননি।

২৩. উক্ত চরিত্রে প্রাধান্য পেয়েছে–
i. দৌরাত্ম্য ii. হীনম্মন্যতা iii. লোভ
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: খ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নটির উত্তর দাও :
রায়হান সাহেব শিক্ষিত মানুষ। তার আত্মসম্মানবোধ প্রখর। মেয়ে মারিয়ার বিয়েতে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাধ্যানুসারে বরপক্ষের যৌতুকের দাবি পূরণ করতে রাজি হন। কিন্তু উচ্চ শিক্ষিত মারিয়া যৌতুকে অসম্মতি জানিয়ে এ বিয়ে প্রত্যাখ্যান করে।

২৪. মারিয়ার সাথে কল্যাণীর মিল কোথায়?
i. উভয় শিক্ষিত ii. ব্যক্তিত্বসম্পন্ন iii. বাবার আজ্ঞাবাহী
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ: ক**

# Part 4 লিখিত অংশ

## Step 1 জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

**অনুপমের নিজের করা কিছু উক্তি ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য :**
- 'কন্যার পিতা মাত্রই স্বীকার করিবেন, আমি সৎপাত্র।'
- 'আমার পুরোপুরি বয়সই হইল না।'
- ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব, ইহার কোনো জায়গায় কিছু জড়িমা নেই।
- তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ।
- 'থাকিবার মধ্যে ভিতরে আছেন মা এবং বাইরে আছেন মামা।' অনুপমের উক্তিতে ফুটে উঠেছে– অক্ষমতা, পরনির্ভরতা এবং ব্যক্তিত্বহীনতা।
- অনুপম মাতুলকে যখন ছেড়ে দেন তখন তার বয়স– ২৭ বছর।
- আমি মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। এ উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে অনুপমের– প্রতিবাদহীন, বাকস্বাধীনতাহীন।
- বিবাহ ভেঙে যাওয়ার পরও অনুপম কল্যাণীর আশা ছাড়ে নাই– চার বছর।
- অনুপমের থেকে তার মামা বড়জোর– ছয় বছরের বড়।
- অনুপম নিতান্তই ভালো মানুষ কারণ– ভালো মানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট নেই।
- কন্যার পিতামাত্রেই স্বীকার করবেন– গল্পকথক (অনুপম) একজন সৎপাত্র।
- অনুপমের শিক্ষাগত যোগ্যতা– এম.এ.।
- যে কারণে মামার মুখ অনর্গল ছুটিতেছিল– ধন-মানের বাগাড়ম্বরে।
- আমরা যেখানে 'চমৎকার' বলি, সেখানে বিনুদা বলেন– চলনসই।
- অনুপম তার মামাকে– ফল্গুর বালির সাথে তুলনা করেছেন।
- অপমানে মামার মুখ– লাল হয়ে উঠল।
- 'তিনি কোনোমতেই কারও কাছে ঠকিবেন না।' এই তিনিটা– মামা।
- অনুপমের মামার মন নরম হলো– হরিশের সরস রসনার গুণে।
- মামার কাছে মেয়ের চেয়ে বাপের খবরটা– গুরুতর।
- মার হাতেই আমি মানুষ। এখানে 'আমি' হলো– অনুপম।
- চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড় সত্য।

- বিনুদার ভাষাটা– অত্যন্ত আঁট।
- 'আন্দামান দ্বীপ'– বঙ্গোপসাগরের সাগরের সীমানাভুক্ত।
- সাতাশ বছর বয়সের একটু– বিশেষ মূল্য।
- অনুপমের মা– গরিব ঘরের মেয়ে।

- হরিশ ছুটিতে এসেছিল– কলকাতায়।
- বিনুদার ওপর অনুপম– ষোলো আনা নির্ভর করতে পারে।
- 'ওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে' উক্তিটি– হরিশের।
- 'না, সভায় নয়, এখানেই বসিতে হইবে!' উক্তিটি– শম্ভুনাথবাবুর।
- বসন্তের বাতাসে অনুপমের শরীর মন– কাঁপতে লাগল।
- হরিশ আসর জমাতে– অদ্বিতীয় ছিল।
- বিয়ে উপলক্ষে কন্যাপক্ষকে– কলকাতায় আসতে হলো।
- 'অপরিচিতা' গল্পের কন্যার পিতার নাম– শম্ভুনাথ সেন।
- বিয়ের তিন দিন পূর্বে কন্যার পিতা– পাত্রকে দেখেন।
- অনুপমের দৃষ্টিতে দেনা-পাওনার বিষয়টি ছিল– স্থূল।
- মামা অনুপমদের সংসারে প্রধান গর্বের সামগ্রী, কারণ– আশ্চর্য পাকা লোক বলে।
- ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করার ইচ্ছা নেই– শম্ভুনাথবাবুর।
- অনুপমের বাবা প্রচুর টাকা উপার্জন করেছিলেন– ওকালতি করে।
- অনুপমের বন্ধু হরিশ কাজ করে– কানপুর।
- 'অপরিচিতা' গল্পে রসিক বলা হয়েছে– হরিশকে।
- বিয়ের সময় কল্যাণীর বয়স ছিল– পনেরো।
- অনুপমের মামা বিশেষ কাজে– কোন্নগর পর্যন্ত গিয়েছিল।
- কল্যাণীকে আশীর্বাদের জন্য পাঠানো হলো– বিনুদাদাকে।
- অনুপমের পিসতুতো ভাই– বিনুদাদা।
- অনুপম যখন কল্যাণীর পাশে আসে তখন তার ছিল– চব্বিশ।
- অনুপম তিন বছর ধরে কানপুরে অপেক্ষা করছে– কল্যাণীর জন্য।
- অনুপম বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের যুদ্ধ সংলগ্ন সময়ের– বাঙালি যুবক।
- মানুষের মাঝে অন্তরতম এবং অনির্বচনীয়– গলার স্বর।



CamScanner

## Step 2 অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

**০১. ফল্গুর বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন।' 'তিনি' বলতে কার কথা বলা হয়েছে এবং কেন?**

**উত্তর :** এখানে 'তিনি' হচ্ছেন অনুপমের মামা। অনুপম তার মামার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে উক্তিটি করেছেন।

'ফল্গু' একটি নদীর নাম। এটি ভারতের গয়া অঞ্চলে অবস্থিত। এ নদীর বিশেষত্ব হলো উপরে বালির আস্তরণ, কিন্তু ভেতরে জলস্রোত প্রবাহিত হয়। ঠিক অনুপমের মামার মতো। অনুপমের জবানিতে তাদের সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব পালন এবং পারিবারিক ও সামাজিক নানাবিধ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার মামার ভূমিকা উপমার মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে।

**০২. 'অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?**

**উত্তর :** 'অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি' বলতে অনুপমের নিজের পরিচয় বোঝানো হয়েছে।

অনুপমের মা ছিলেন গরিব ঘরের মেয়ে। সেজন্য ধনী স্বামীর ঘরে ধনীর ভাবখানা মেলে রাখতেন। তিনি ছেলে অনুপমকেও ভুলতে দেননি ধনীর পরিচয়। ফলে তাকে বড়ো করা হয়েছে অতি আদরে। শিশুকালে সে কোলে কোলেই থেকেছে তাই বয়সটা বেড়েছে কিনা বুঝতে পারে না। দেবী দুর্গার দুই পুত্র গণেশ আর কার্তিকেয়। মা দুর্গার কোলে থাকা দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়কে এখানে ব্যঙ্গার্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। গণেশের ছোটো ভাই কার্তিকেয়র মতোই আদরবিলাসে অনুপম বড়ো হয়েছে। তাই তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেনি। এটি বোঝাতেই 'অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি' বলা হয়েছে।

**০৩. শম্ভুনাথ সেন কেন মেয়ের গা থেকে সমস্ত গয়না খুলিয়ে আনলেন?**

**উত্তর :** অনুপমের মামার কথায় গয়না পরীক্ষা করাতে শম্ভুনাথ সেন মেয়ের গা থেকে সমস্ত গয়না খুলিয়ে আনলেন।

'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের বিয়ের দিনে মামা সেকরাকে দিয়ে বিয়ের গয়না পরীক্ষা করানোয় সংকীর্ণ মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। অনুপমের মামা শম্ভুনাথ সেনের মুখের কথায় নির্ভর করতে পারেননি বলে সেকরাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। মামা শম্ভুনাথ সেনকে জানালেন যে, তিনি সমস্ত গয়না যাচাই করে দেখতে চান। শম্ভুনাথ সেন এ ব্যাপারে বরের মতামত জানতে চাইলে অনুপম নিশ্চুপ থাকে। এরপর শম্ভুনাথ সেন মেয়ের গা থেকে সমস্ত গয়না খুলিয়ে আনেন।

**০৪. 'এই তো আমি জায়গা পেয়েছি' কে, কেন এ কথাটি বলেছে?**

**উত্তর :** কল্যাণীকে জীবনসঙ্গী হিসেবে না পেলেও তার পাশে থেকে দেশমাতৃকার সেবা করার প্রসঙ্গে অনুপম আলোচ্য উক্তিটি করেছে।

অনুপম ছিল মনস্তাপে ভেঙে পড়া এক ব্যক্তিত্বহীন যুবক যার ব্যক্তিত্বহীনতার জন্যই কল্যাণীর সাথে বিয়ে ভেঙে যায়। একদিন ট্রেনে কল্যাণীকে দেখে অনুপম পরবর্তীতে নিজের ভুল স্বীকার করে কল্যাণীকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু কল্যাণী তার প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে দেশমাতৃকার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখে। কল্যাণী তাকে জানিয়ে দেয় যে, সে আর কখনো বিয়ে করবে না। কারণ সে নিজেকে দেশমাতৃকার সেবায় উৎসর্গ করেছে। পরে অনুপমও কল্যাণীর পাশে থেকে তার দেশমাতৃকার সেবার কাজে সহযোগিতা করে। আর এসব কাজের মধ্য দিয়ে সে কল্যাণীর মনে জায়গা করে নেয়।

**০৫. অনুপম নিজ চোখে মেয়ে দেখার প্রস্তাব করতে পারেনি কেন?**

**উত্তর :** সাহসের অভাবে অনুপম নিজ চোখে মেয়ে দেখার প্রস্তাব করতে পারেনি। অনুপমের প্রকৃত অভিভাবক তার মামা। মা ও মামার কথার বাইরে অনুপম নিজ থেকে কোনো কথা বলতে পারত না। কারণ ছোটোবেলা থেকেই সে এমনভাবে বড়ো হয়েছে যে কোনো মতামত বা ইচ্ছা পোষণের সাহস তার ছিল না। তাই বিয়ের সময়ও সে নিজ চোখে মেয়ে দেখার প্রস্তাব করতে পারেনি। মূলত অনুপমের ব্যক্তিত্ব ঠিকভাবে বিকশিত না হওয়ায় এমনটা ঘটেছে।

**০৬. 'এমন সময়ে সেই এক পদক্ষেপের দূরত্বটুকু এক মুহূর্তে অসীম হইয়া উঠিল!' উক্তিটির মর্মার্থ লেখ।**

**উত্তর :** প্রদত্ত উক্তিতে অনুপমের মাঝে কল্যাণীকে না পাওয়ার আক্ষেপ ও বেদনা প্রকাশ পেয়েছে।

'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের সাথে কল্যাণীর বিয়েটা হতে পারত স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু বিয়ের দিন বরের মামার হীন মানসিকতা ও বরের মেরুদণ্ডহীন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পেয়ে একমাত্র মেয়ের বিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকেন কনের পিতা। বিয়ে করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসায় অনুপমের মাঝে আক্ষেপের জন্ম হয়েছে। সেই আক্ষেপের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে উল্লিখিত উক্তিটির মাধ্যমে।

**০৭. কল্যাণীর 'মাতৃআজ্ঞা'র ধরন আলোচনা কর।**

**উত্তর :** কল্যাণীর সাথে দীর্ঘদিন পর রেলগাড়িতে অনুপম ও তার মায়ের দেখা হলে তার জানতে পারে কল্যাণীই সেই মেয়ে যার সাথে অনুপমের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। এরপর অনুপম মামার নিষেধ এবং মায়ের আজ্ঞা অমান্য করে কল্যাণীর সঙ্গে দেখা করে বিবাহের কথা বলে। কল্যাণীর পিতার হৃদয় গললেও কল্যাণী জানায় সে আর বিয়ে করবে না। সে বিয়ে না করে দেশসেবায়, মাতৃভূমির সেবায় দেশের মেয়েদের শিক্ষিত করার ব্রত গ্রহণ করেছে। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার দেশমাতার নির্দেশে। এটি কোনো সাধারণ নির্দেশ নয়।

**০৮. 'এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়, না গুণের হিসাবে।' উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।**

**উত্তর :** 'অপরিচিতা' গল্পের নায়ক অনুপম তার জীবনের করুণ বাস্তবতার স্মৃতিচারণ রোমন্থনপূর্বক আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

'অপরিচিতা' গল্পের কথক এবং নায়ক অনুপম ছোটোবেলা থেকেই অত্যন্ত আদরে কোলে কোলে বেড়ে উঠেছে। কিন্তু দেখতে দেখতে আজ তার বয়স সাতাশ। এ সাতাশ বছর বয়সে সেই আদুরে ছেলের জীবনে ঘটেছে হৃদয়ঘটিত এক করুণ ঘটনা। কল্যাণীকে বিয়ে করতে গিয়ে তার মামার অর্থলোলুপতা ও হীন মানসিকতার কারণে অনুপমকে বিয়ে বাড়ি হতে বিতাড়িত হতে হয়েছে। সেদিনকার সেই স্মৃতি সে আজো ভুলতে পারছে না। যদিও আজ তার বয়স সাতাশ।

**০৯. মামার মুখ লাল হল কেন?**

**উত্তর :** মামার মুখ অপমানে ও লজ্জায় লাল হয়ে যায়।

অনুপমের বিয়ের আগে মামা কনেকে দেওয়া গহনা পরীক্ষা করাতে চেয়েছিল সঙ্গে নেওয়া সেকরাকে দিয়ে। কনের গা থেকে সমস্ত গহনা খুলিয়ে আনান মামা। সেকরা গহনা পরীক্ষা করে দেখে যে গহনা ঠিক আছে বরং দাবীকৃত গহনার চেয়ে অনেক বেশি আছে। কন্যার আশীর্বাদে দেওয়া এয়ারিংকে সেকরা বিলাতি মাল এবং সোনার ভাগ এতে কম আছে বলে মত দেয়। শম্ভুনাথবাবু সেই এয়ারিং ফেরত দিলে মামার মুখ অপমানে ও লজ্জায় লাল হয়ে যায়।

**১০. 'দরিদ্র তাঁহাকে ঠকাইতে চাহিবে' উক্তিটির তাৎপর্য কী?**

**উত্তর :** ঘরকুনো মামার নিচু মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে আলোচ্য বাক্যে।

মামার ধারণা পৃথিবীর সকল দরিদ্রই ধনীদের ঠকাতে চায়। বিয়ে ঠিক হওয়ার পর থেকে অনুপমের মামা কন্যাপক্ষকে নানাভাবে অপমান অপদস্ত করার চেষ্টা করেছে। গহনা পরীক্ষা করাতে চাওয়ার নেপথ্যে কন্যাপক্ষকে অপমান করার মানসিকতা ছিল। কিন্তু শম্ভুনাথবাবু একমাত্র কন্যার বিয়েতে গহনা যা দেওয়ার কথা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি দিয়েছিলেন। ফলে দরিদ্র তাকে ঠকাতে পারেনি বরং মামাই নিজ কর্মে অপমানিত হয়েছে।

**১১. 'কিন্তু উপরি-পাওনা জুটিল।' ব্যাখ্যা কর।**

**উত্তর :** কন্যাপক্ষকে অপমান করতে গিয়ে উল্টো মামার অপমানিত হওয়াকে উপরি-পাওনা বলা হয়েছে।

অনুপমের বিয়ে ঠিক হওয়ার পর থেকে মামা নানাভাবে কন্যাপক্ষকে অসুবিধায় ফেলতে চেয়েছে। ধনীর কন্যা মামার পছন্দ নয়। কন্যা, কন্যাপক্ষকে শোষণ করা যাবে কিন্তু কোন প্রতিবাদ করতে পারবে না এমন পরিবারের মেয়েই মামার পছন্দ। এ কারণে কল্যাণীর সঙ্গে বিয়ে ঠিক করা হয়। গহনা পরীক্ষা করাতে চাওয়ার নেপথ্যে মামার কন্যাপক্ষকে অপমান করার প্রয়াস ছিল কিন্তু গহনা যাচাই শেষে নিজেই অপমানিত হয়েছে। এ অপমানটাকেই লেখক উপরি-পাওনা বলেছেন

### সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখন

**১২. 'তার পরে বুঝিলাম মাতৃভূমি আছে।'**

**উৎস :** আলোচ্য অংশটুকু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত বিখ্যাত ছোটগল্প 'অপরিচিতা' থেকে চয়ন করা হয়েছে।

**প্রসঙ্গ :** দেশমাতৃকার সেবায় কল্যাণী যে আত্মনিয়োগ করেছে, অনুপমের এ আত্মোপলব্ধি উক্তিটির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

**বিশ্লেষণ :** 'অপরিচিতা' গল্পের নায়িকা কল্যাণীর নৈতিকতা ও যুক্তিগ্রাহ্যতা প্রকাশিত হয়েছে। গল্পের নায়ক অনুপমের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ের দিন ধার্য হয়। কিন্তু বরপক্ষের নানা চাওয়া পাওয়া এবং হীন মানসিকতার জন্যে বিয়ে ভেঙে যায়; সেই সঙ্গে ভেঙে যায় কল্যাণীর চপল সুন্দর মন। যৌতুক দিয়ে নারী জাতির বিয়ে দেওয়াকে কল্যাণী চরম অবমাননা বলে মনে করে। তাই সে দেশাত্মবোধ ও স্ত্রীজাতির মর্যাদা হৃদয়ে অক্ষুণ্ন রেখে কোনোদিনই বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেয়। এমনকি অবহেলিত নারীসমাজকে মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে নারী শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করে। অনুপম, কল্যাণীর মধ্যে এ অসাধারণ দেশপ্রেম বুঝতে পেরেই আলোচ্য উক্তিটি করেছে।



CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

# Part 5 SELF TEST

## Step 1 SELF TEST MCQ

০১. 'বীরবল' যেমন প্রমথ চৌধুরী, 'ভানুসিংহ ঠাকুর' তেমন–
ক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ প্যারীচাঁদ মিত্র
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ কালীপ্রসন্ন সিংহ

০২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শ্যামা' কোন ধরনের রচনা?
ক নাটক খ নৃত্যনাট্য গ উপন্যাস ঘ কবিতা

০৩. মামাকে ভাগ্য দেবতার প্রধান এজেন্ট বলা হয়েছে কেন?
ক প্রতিপত্তির জন্য খ প্রভাবের জন্য গ মতামতের জন্য ঘ কূটবুদ্ধির জন্য

০৪. 'আন্দামান দ্বীপ' কোন সাগরের সীমানাভুক্ত?
ক আরব সাগরের খ লোহিত সাগরের গ ভূমধ্যসাগরের ঘ বঙ্গোপসাগরের

০৫. 'কোলে কোলে মানুষ' শব্দগুচ্ছটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে?
ক সমাস খ সন্ধি গ প্রবাদ প্রবচন ঘ বাগ্‌ধারা

০৬. 'সেইজন্য শেষ পর্যন্ত আমার পুরাপুরি বয়সই হইল না।' এ কথাটির অন্তর্নিহিত বক্তব্য হলো–
ক অনুপম শেষ পর্যন্ত চির কিশোর রয়ে গেলেন
খ নির্দিষ্ট একটি স্তরে অনুপমের বয়স আটকে আছে
গ অনুপম শেষ পর্যন্ত স্বাবলম্বী পুরুষ হতে পারলেন না
ঘ অনুপম শেষ পর্যন্ত চির নবীনই রয়ে গেলেন

০৭. 'অপরিচিতা' গল্পের কথকের কী ইচ্ছা ছিল?
ক কানপুরে থেকে যাওয়া খ কোন্নগর ঘুরে আসার
গ যৌতুক ছাড়াই বিয়ে করার ঘ লুকিয়ে বিয়ে করার

০৮. অনুপমের থেকে তার মামা বড়জোর কত বছরের বড়?
ক পাঁচ খ তিন গ চার ঘ ছয়

০৯. 'অপরিচিতা' গল্পে 'ফল্গুর বালি' বলতে বোঝানো হয়েছে–
ক লুকানো তেজ খ সবকিছু আগলে রাখা
গ সব কিছু আত্মসাৎ করা ঘ সব কিছু দখল করা

১০. কন্যার পিতামাত্রেই কী স্বীকার করবেন?
ক গল্পকথক খুবই সুদর্শন খ গল্পকথক খুবই বিনয়ী
গ গল্পকথক একজন সুনাগরিক ঘ গল্পকথক একজন সৎপাত্র

১১. অনুপম নিতান্তই ভালো মানুষ কেন?
ক ধূমপানের অভ্যাস না থাকায় খ ভালো মানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট নাই বলে
গ মন্দলোকদের সাথে না মেশায় ঘ ভলো বংশে জন্মগ্রহণ করায়

১২. কেমন ঘর থেকে অনুপমের সম্বন্ধ এসেছিল?
ক দরিদ্র ঘর খ বনেদি ঘর গ অনেক বড়ো ঘর ঘ অনেক ছোট ঘর

১৩. 'অপরিচিতা' গল্পে উল্লেখকৃত বিবাহ সম্বন্ধে কার একটা বিশেষ মত ছিল?
ক অনুপমের খ মা'র গ মামার ঘ কল্যাণীর

১৪. টাকার প্রতি আসক্তিটা মামার কীসের সাথে জড়িত?
ক অস্থি-মজ্জার সাথে খ অস্থি চামড়ার সাথে
গ হাড়গোড়ের সাথে ঘ রক্ত-মাংসের সাথে

১৫. বর্তমানে শম্ভুনাথ সেনের লক্ষ্মীর মঙ্গলঘটের অবস্থা কী?
ক বাড়বাড়ন্ত খ স্বচ্ছ ও পূর্ণ গ নিষ্প্রভতি প্রাপ্ত ঘ শূন্য বলিলেই হয়

১৬. কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করবেন, অনুপম সৎপাত্র। কেননা–
ক অনুপম তামাক খান না খ মাকালফল গ নিতান্ত ভালো মানুষ ঘ বিদ্বান

১৭. 'সওগাত' অর্থ কী?
ক উপঢৌকন খ যৌতুক গ খনিজ ধাতু ঘ বাদ্যযন্ত্র

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অপরিচিতা' মূলত কী জাতীয় রচনা?
ক উপন্যাসমূলক খ নিরীক্ষামূলক গ নকশাজাতীয় ঘ শিক্ষামূলক

১৯. 'বাপের এক মেয়ে যে-বড়ো আদরের মেয়ে' কার কথা বোঝানো হয়েছে?
ক বিলাসী খ নিরুপমা গ কল্যাণী ঘ হৈমন্তী

২০. অনুপমের মামা কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?
ক বিবাহের চুক্তি ভঙ্গ ও মানহানির দাবিতে নালিশ করবেন
খ শম্ভুনাথের বিরুদ্ধে মামলা করবেন
গ কন্যার বিবাহ হতে দেবেন না ঘ এই কন্যার সাথেই বিবাহ দেবেন

২১. অনুপমের ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে কার কোনো বিরোধ নেই?
ক পঞ্চশরের খ ষষ্ঠশরের গ সপ্তশরের ঘ চতুর্থশরের

২২. অনুপমের কল্পজগতে অপরিচিতার রূপ কেমন ছিল?
ক বড়ো আশ্চর্য খ অপরূপ গ সুন্দরী ঘ পরীর ন্যায়

২৩. 'তা, সভায় চলুন, আমরা তো প্রস্তুত আছি।' কে শম্ভুনাথবাবুকে একথা বলেছিলেন?
ক অনুপম খ মামা গ অনুপমের মা ঘ বিনুদা

২৪. কার প্রত্যেকটি কথা অনুপমের কাছে স্ফুলিঙ্গের মতো আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল?
ক মায়ের খ মামার গ বিনুদাদার ঘ শম্ভুনাথের

২৫. 'শম্ভুনাথবাবু যখন উঠিলেন তখন মামা সংক্ষেপে উপর হইতেই তাঁকে বিদায় করিলেন।' এ ঘটনার মাধ্যমে নিচের কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে?
ক মামার বড়লোকি খ পাত্রপক্ষের আভিজাত্য
গ পাত্রীপক্ষের প্রতি অবজ্ঞা ঘ সৌজন্যতাবোধের অভাব

**OMR**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ০১.ক খ গ ঘ | ০২.ক খ গ ঘ | ০৩.ক খ গ ঘ | ০৪.ক খ গ ঘ | ০৫.ক খ গ ঘ |
| ০৬.ক খ গ ঘ | ০৭.ক খ গ ঘ | ০৮.ক খ গ ঘ | ০৯.ক খ গ ঘ | ১০.ক খ গ ঘ |
| ১১.ক খ গ ঘ | ১২.ক খ গ ঘ | ১৩.ক খ গ ঘ | ১৪.ক খ গ ঘ | ১৫.ক খ গ ঘ |
| ১৬.ক খ গ ঘ | ১৭.ক খ গ ঘ | ১৮.ক খ গ ঘ | ১৯.ক খ গ ঘ | ২০.ক খ গ ঘ |
| ২১.ক খ গ ঘ | ২২.ক খ গ ঘ | ২৩.ক খ গ ঘ | ২৪.ক খ গ ঘ | ২৫.ক খ গ ঘ |

**Answer**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৫.গ | ২৪.গ | ২৩.খ | ২২.ক | ২১.ক | ২০.ক | ১৯.গ | ১৮.ঘ | ১৭.ক |
| ১৬.ক | ১৫.ঘ | ১৪.ক | ১৩.গ | ১২.গ | ১১.খ | ১০.ঘ | ০৯.খ | ০৮.ঘ |
| ০৭.গ | ০৬.গ | ০৫.ঘ | ০৪.ঘ | ০৩.খ | ০২.খ | ০১.গ | | |

## Step 2 SELF TEST লিখিত

**প্রশ্ন :**

০১. অনুপমের মামার মন নরম হওয়ার কারণ কী?
০২. কল্যাণী চরিত্রে বিশেষত কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে?
০৩. 'এ মেয়ের বয়স হইয়াছে কিন্তু শিক্ষা হয় নাই।' উক্তিটি কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?
০৪. অনুপমের দেখা রেলগাড়ির কামরার মেয়েটির বয়স কত ছিল?
০৫. 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপম 'এই অবকাশ' বলতে কোন সময়কে বোঝানো হয়েছে?
০৬. 'চোখের বালি' উপন্যাসের রচয়িতার নাম কী?
০৭. 'অপরিচিতা' গল্পে নায়িকাকে অপরিচিতা বলার মধ্যে কী ফুটে উঠেছে?
০৮. ছোটোবেলায় অনুপমের চেহারা নিয়ে পণ্ডিত মশায়ের বিদ্রুপ কীভাবে তার পরবর্তী জীবনে সত্যময় হয়ে উঠেছিল? [পাবিপ্রবি B ১৯-২০]
০৯. 'আমাকে একটি কথা বলাও তিনি আবশ্যক বোধ করিলেন না।' উক্তিটি কে, কেন করেছিল? বুঝিয়ে লেখ?
১০. 'অপরিচিতা' গল্পে চিরাচরিত কোন চিত্রটি ফুটে উঠেছে?

**উত্তর :**

০১. হরিশ সামান্য ব্যাপারে আসর জমাতে বেশ পটু ছিল। অনুপম ও কল্যাণীর বিয়ের ব্যাপারে অনুপমের মামা একটু দ্বিধায় ছিল তখন হরিশের রসনার গুণে মামা রাজি হয়েছিল।
০২. সমাজে গেড়ে-বসা ঘৃণ্য যৌতুকপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও দেশচেতনায় ঋদ্ধ ব্যক্তিত্বের জাগরণ প্রতিফলিত হয়েছে।
০৩. কল্যাণীর।
০৪. ১৬-১৭ বছর।
০৫. এম. এ. পাসের পরের সময়।
০৬. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
০৭. নায়িকার অন্তর্নিহিত শক্তিকে না চেনা।
০৮. জয়কলি Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৯. জয়কলি Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
১০. পরিবারতন্ত্রের অমানবিকতার স্ফুরণ।

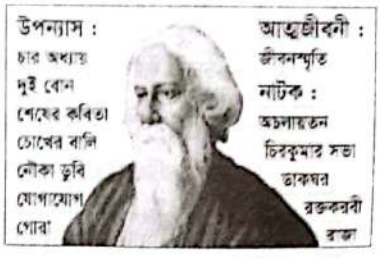


JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

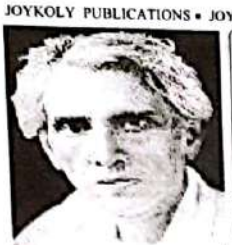

১৮৭৬-১৯৩৮ খ্রি.

- 'পথের দাবী' উপন্যাসটি বাজেয়াপ্ত হয়– ১৯২৬ সালে।
- 'বিলাসী' গল্পটি প্রকাশিত হয়– ভারতী পত্রিকায়।

# বিলাসী
## শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

- 'মন্দির' গল্পের জন্য কুন্তলীন পুরস্কার পান– ১৯০৩ সালে।
- জগত্তারিণী স্বর্ণপদক পান– ১৯২৩ খ্রি.।
- সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন ২৪ বছর বয়সে।

## এ গল্পের আলোচ্য বিষয়ে যা থাকছে

**বিলাসী**

- **Part-1** লেখক পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য
  - Step : 1 লেখক সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন।
  - Step : 2 লেখকের গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম।
  - Step : 3 লেখক সম্পর্কিত আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।
- **Part-2** মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি
  - Step : 1 মূলপাঠ, শব্দার্থ ও টীকা এবং পাঠ পর্যালোচনা।
  - Step : 2 পাঠ-পরিচিতি।
  - Step : 3 অধ্যায়ভিত্তিক ব্যাকরণিক তথ্য।
- **Part-3** MCQ প্রশ্নোত্তর
  - Step : 1 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 3 নার্সিং/ বিএসসি নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 4 HSC বোর্ড পরীক্ষার ও পাঠ্যবইয়ের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 5 BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 6 বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ [১১শ-১২শ শ্রেণির জন্য]
- **Part-4** লিখিত অংশ
  - Step : 1 জ্ঞানমূলক *(মূলপাঠ ও লেখক ও অন্যান্য)* প্রশ্নোত্তর।
  - Step : 2 অনুধাবনমূলক *(উদ্ধৃতি ও সংলাপ ব্যাখ্যাকরণ)* প্রশ্নোত্তর।
- **Part-5** SELF TEST
  - Step : 1 SELF TEST MCQ প্রশ্নোত্তর ।
  - Step : 2 SELF TEST লিখিত।

## বিলাসী গল্পের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- ঐতিহাসিক চরিত্র → হুমায়ুন, তোগলক খাঁ, ভূদেববাবু ।
- বিলাসী গল্পের বিষয় → গল্পটি দুই মানব-মানবীর চরিত্রের অসাধারণ প্রেমের মহিমা ফুটে উঠেছে।
- দেব-দেবী → সরস্বতী, নারায়ণ, মনসা।
- ক্লাস → ফোর্থ ক্লাস (বর্তমান সপ্তম শ্রেণি), থার্ড ক্লাস (বর্তমানে অষ্টম শ্রেণি), সেকেন্ড ক্লাস (বর্তমানে নবম শ্রেণি), এন্ট্রান্স পাশ বা প্রবেশিকা পরীক্ষা (বর্তমানে মাধ্যমিক পরীক্ষার সমতুল্য)।
- যুগ → কলিযুগ, সত্যযুগ
- সাপ → ৫টি। যথা : দুধরাজ, মণিরাজ, ঢোঁড়া, কেউটে, খরিশ গোখরো।
- মৃত্যু → মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু খরিশ গোখরো সাপের দংশনে পক্ষান্তরে, বিলাসীর মৃত্যু বিষপানে আত্মহত্যা করে মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর সাতদিনের মাথায়।

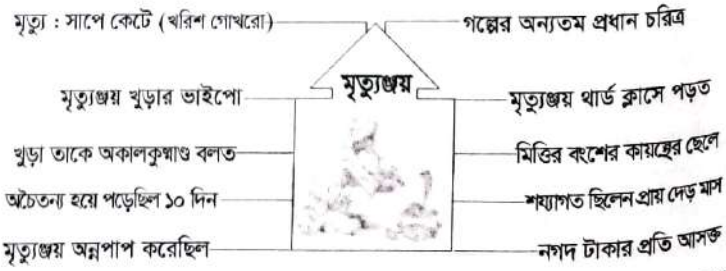


- *বিলাসী গল্পের বিভিন্ন অনুষঙ্গ সম্পর্কিত তথ্য :*
  - ফল → পাঁচটি ফল। যথা : আম, আনারস, রম্ভা, কাঁঠাল, বঁইচি।
  - স্থান → ৮টি স্থান। যথা : সাইবেরিয়া, পারশিয়া, এডেন, মালোপাড়া, কোড়োলা, হরিপুর, কাশী, কামাখ্যা ও কামস্কাটকা।
  - রং → নীল, গেরুয়া।
  - দিন → শনিবার, মঙ্গলবার।
  - ঋতু → গ্রীষ্ম, বর্ষা।
  - জাতি → চারটি জাতি। যথা : ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ডোম, ইংরাজ।
  - মাদক → গাঁজা, গুলি (আফিমের তৈরি একরকম মাদক)।
  - রোগ → ম্যালেরিয়া [ইতালি শব্দ; উৎস : আধুনিক বাংলা অভিধান।
- গল্পের চরিত্র → বিলাসী, মৃত্যুঞ্জয়, জ্ঞাতি খুড়া, ন্যাড়া (গল্পকথক)।



CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

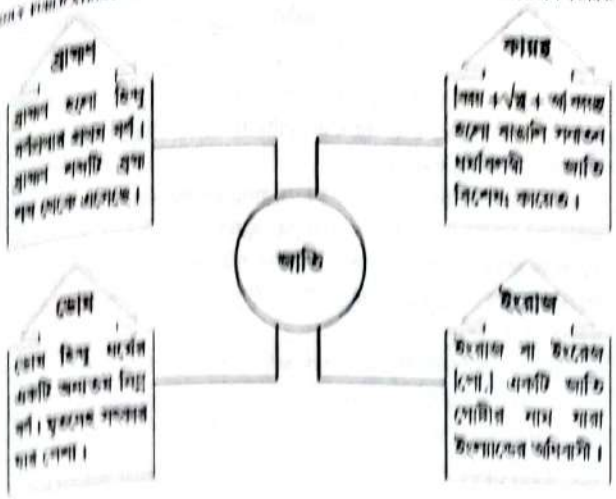


## 'বিলাসী' গল্পের পেশাজীবী শব্দ

- **সাপুড়ে** → সাপুড়ে- সাপুড়ে একটি পেশাভিত্তিক জনগোষ্ঠী যারা বনে-বাদাড়ে সাপ ধরে এবং মৃত সাপের বিষ ও চামড়া বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করে।
- **মালো** → মালো- এ গল্পে সাপের ওঝা অর্থে ব্যবহৃত। সাধারণত এরা সাপ ধরে, সাপের কামড়ের চিকিৎসা ও সাপের খেলা দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। তবে মালো বলতে এমন একটি সম্প্রদায়কেও বোঝায় যাদের পেশা মাছ ধরা।
- **ওঝা** → ওঝা- সাপে কাটা মানুষের বৈদ্য। যে সকল ব্যক্তি তার মন্ত্রের দ্বারা সাপের বিষের চিকিৎসা করে তাদের ওঝা বলে।
- **কসাই** → কসাই- পশুহননকারী মাংসবিক্রেতা, যে পশু জবাই করে তার মাংস বিক্রি করে সেই কসাই।
- **মেথর** → মেথর- ঝাড়ুদার, মলমূত্র আবর্জনা পরিষ্কারক অন্ত্যজ জাতিবিশেষ।
- **গোয়ালা** → গোয়ালা- গোয়ালা একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। এদের মূল কাজ দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার বিক্রি করা।

## 'বিলাসী' গল্পের গুরুত্বপূর্ণ কিছু শব্দ ও ব্যাখ্যা

- **ভূদেববাবু** → ভূদেববাবু- ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ) উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ। হিন্দু সমাজের নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করে আধুনিক মানস গঠনের লক্ষ্যে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ' ইত্যাদি এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।
- **সত্যযুগ** → *সত্যযুগ- হিন্দু পুরাণে বর্ণিত চার যুগের প্রথম যুগ যখন সমাজে অসত্য এবং অন্যায় ছিল না।*
- **কলিযুগ** → *কলি- হিন্দু পুরাণে বর্ণিত চার যুগের শেষ যুগ। পুরাণ মতে, এ যুগে অন্যায়, অসত্য ও অধর্মের বাড়াবাড়ি ঘটবে।*
- **বাঙালির বিষ** → বাঙালির বিষ- লেখক ব্যঙ্গার্থে বলতে চান, বাঙালির ক্রোধ, বিদ্বেষ ইত্যাদি মুখের বাক্যেই সীমাবদ্ধ এবং ক্ষণস্থায়ী। তা সাপের বিষের মতো অব্যর্থভাবে কার্যকর নয়।

## ছেলেরা বর্ষার ও গ্রীষ্মের দিনে ভুলে যায়

- বর্ষার দিনে। মাথার উপর মেঘের জল ও পায়ের নিচে এক হাঁটু কাদা পাড়ি দিয়ে।
- গ্রীষ্মের দিনে। জলের পরিবর্তে কড়া ও প্রখর সূর্য এবং কাদার বদলে ধুলার সাগর সাঁতার দিয়ে।

## 'বিলাসী' গল্পের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- **নারায়ণের কর্তৃপক্ষেরও চক্ষুলজ্জা হইবে-** → *নারায়ণের কর্তৃপক্ষেরও চক্ষুলজ্জা হইবে-* কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে একদিকে সর্বভারতীয় রাজারা একপক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন নিরস্ত্র রথ-সারথি। সেখানে নারায়ণের নিরপেক্ষ আচরণ ছিল কাপুরুষ-সুলভ। সেই নারায়ণের পথাবলম্বীরাও এরূপ আচরণকে ভীরুতা বলতে লজ্জিত হবে। বাক্যাংশটিতে প্রকৃতপক্ষে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে যে- ওদের আচরণ এতই বর্বর ছিল যে তা কাপুরুষতার চেয়েও লজ্জাজনক ছিল।
- **মন্ত্রের দ্রষ্টা** → *মন্ত্রের দ্রষ্টা-* যিনি প্রথম মন্ত্র লাভ করেন। মন্ত্র সম্পর্কে সাধারণ লোকবিশ্বাস এই যে, মন্ত্র কেউ তৈরি করেন না। তা কোনো ভাগ্যবান দৈববলে পেয়ে থাকেন। যাঁর কাছে প্রথম মন্ত্র আবির্ভূত হয় তিনিই মন্ত্রদ্রষ্টা।
- **ম্যাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা** → *ম্যাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা-* জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বা হুকুম যা পালন করা বাধ্যতামূলক। ম্যাজিস্ট্রেট চলে গেলেও হুকুম বহাল থাকে।
- **সেটা কাশীই বটে** → *সেটা কাশীই বটে-* কাশী ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত বিখ্যাত ও সুপ্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। সেখানে সাধু-সন্ত-পুণ্যার্থীর সমাবেশ যেমন হয় তেমনি দুশ্চরিত্র লোকজনের আখড়াও সেখানে জমে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধূকে যেখান থেকে উদ্ধার করে আনা হয়েছিল তা কাশী হলেও তীর্থস্থান ছিল না বরং পতিতালয় বা অনুরূপ কোনো স্থান ছিল। এখানে সেই ইঙ্গিতই করা হয়েছে।
- **ঠিক যেন ফুলদানিতে ... ... বাসি ফুলের মতো** → *ঠিক যেন ফুলদানিতে ... ... বাসি ফুলের মতো-* লেখক বিলাসীর শারীরিক অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে উদ্ধৃতাংশটি ব্যবহার করেছেন। বিলাসী দিন-রাত অক্লান্তভাবে সেবা-শুশ্রূষার মাধ্যমে মৃত্যুঞ্জয়কে সুস্থ করে তুললেও নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নেয়নি। তাই তাকে লেখক বাসি ফুলের সাথে তুলনা করেছেন।
- **মর্তমান (বর্মি শব্দ)** → *মর্তমান (বর্মি শব্দ)-* মিয়ানমারের মার্তাবান অঞ্চলে জাত বৃহদাকার লম্বা ও সবুজ পাতাবিশিষ্ট একবীজপত্রী ওষধি উদ্ভিদ।

## 'বিলাসী' গল্পের কিছু সময়ের তথ্য

- ☑ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রবধূ কাশীবাস করে ফিরে আসেন- ২ বছর পর।
- ☑ ন্যাড়ার আত্মীয়া স্বামীর সাথে ঘর করেছে- ২৫ বছর।
- ☑ ন্যাড়ার আত্মীয় স্বামীর মৃতদেহের সাথে- ৫ মিনিট থাকতে চাননি।
- ☑ মৃত্যুঞ্জয় শয্যাগত ছিল- প্রায় দেড় মাস।
- ☑ ন্যাড়া মৃত্যুঞ্জয়ের খবর নেয়নি- প্রায় দুই মাস।
- ☑ মৃত্যুঞ্জয় অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে ছিল- দশ-পনের দিন।
- ☑ মৃত্যুঞ্জয় পুরাদস্তুর সাপুড়ে হয়েছে- এক বছরের মধ্যে।
- ☑ সাপ ধরে দুই চারদিন হাঁড়িতে পুরে রাখলে সাপ কিছুতেই কামড়াতে চায় না।
- ☑ খুড়ার ভাষ্যমতে মৃত্যুঞ্জয়- আড়াই মাসের রোগী।
- ☑ মৃত্যুঞ্জয় একবার বমি করার পর- বিলাসী মাটির ওপর একেবারে আছাড় খাইয়া পড়িল।
- ☑ ন্যাড়াকে মৃত্যুঞ্জয় সাগরেদ বানায়- মাসখানেকের মধ্যে।
- ☑ মৃত্যুঞ্জয় একটা প্রকাণ্ড খরিশ গোখরো ধরে ন্যাড়ার হাতে দেয়- মিনিট দশেকের মধ্যেই।
- ☑ মৃত্যুঞ্জয় একবার বমি করে সাপের দংশনের- প্রায় পনেরো-কুড়ি মিনিট পরে।
- ☑ সাপের দংশনের পর মৃত্যুঞ্জয় বেঁচে ছিলেন- ৪৫ থেকে ৫০ মিনিট।
- ☑ বমি করার পর মৃত্যুঞ্জয় বেঁচে ছিলেন- আধা ঘণ্টা।
- ☑ মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর পর বিলাসী বেঁচে ছিলেন- সাত দিন।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

**সরস্বতী** — হিন্দু পুরাণ অনুসারে বিদ্যা ও কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁর অপর নাম বীণাপাণি। বাগ্দেবী।

**নারায়ণ** — নারায়ণ হলেন হিন্দু দেবতা। বৈষ্ণবধর্মে তাকে পুরুষোত্তম বা শ্রেষ্ঠ পুরুষ মনে করা হয়। তিনি বিষ্ণু বা হরি নামেও পরিচিত।

**কামস্কাটকা** — **কামস্কাটকা**– প্রকৃত উচ্চারণ কামচাটকা (Kamchatka) রাশিয়ার অন্তর্গত সাইবেরিয়ার উত্তর পূর্বে অবস্থিত একটি উপদ্বীপ। এর দক্ষিণ-পশ্চিমে ওখটক সাগর ও উত্তর পূর্বে বেরিং সাগর। উপদ্বীপটি পার্বত্য, তুন্দ্রা ও বনময়। বহু উষ্ণ প্রস্রবণ ও সতেরোটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আছে। এখানে প্রচুর *স্যামন* মাছ পাওয়া যায় বলে দ্বীপটি স্যামন মাছের দেশ নামে পরিচিত। রাজধানী শহরের নাম– পেত্রোপাভ্লোভস্ক্।

**এডেন** — **এডেন**– লোহিতসাগর ও আরব সাগরের প্রবেশপথে আরব দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বিখ্যাত বন্দর। সামুদ্রিক লবণ তৈরির জন্য বিখ্যাত।

**সাইবেরিয়া** — **সাইবেরিয়া**– এশিয়ার উত্তরে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত এশিয়ার উত্তরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ ভূভাগ। এশিয়া মহাদেশের এক তৃতীয়াংশ অঞ্চল এর মধ্যে পড়েছে। তুন্দ্রা, সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য, স্তেপ তৃণভূমি ও পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ 'বৈকাল' এখানে অবস্থিত। পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ ট্রান্স-সাইবেরিয়ান চালু হওয়ার পর এখানে বহু শহর গড়ে উঠেছে।

**পারশিয়া** — **পারশিয়া**– পারস্য বা ইরান দেশ। ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত বহির্বিশ্বে ইরান 'পারস্য নামে পরিচিত ছিল।

**হুমায়ূন** — **হুমায়ূন**– মোগল সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের পুত্র এবং দ্বিতীয় মোগল সম্রাট। তিনি মোগল সম্রাট আকবরের পিতা।

**অন্ন-পাপ** — **অন্ন-পাপ**– সেকালে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে বিভিন্ন কুসংস্কারের মধ্যে অন্যতম ছিল 'অন্নপাপ' নামক প্রচলিত ধারণা। অন্নপাপ বলতে সমাজের উঁচু জাতের অন্তর্ভুক্ত কেউ নিচু জাতের কারো হাতে ভাত খাওয়াকে বোঝায়। হিন্দুসমাজের ধারণা অনুযায়ী এ পাপের কোনো প্রায়শ্চিত্ত হয় না এবং এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

**রুদ্রাক্ষ** — **রুদ্রাক্ষ**– ক্রান্তীয় অঞ্চলের অরণ্যে জাত এবং শীতকালে ফোটে এমন রোমশ সাদা ছোটো ফুল ও গোলাকার রসালো ফল। এর বীজ জপমালা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

**তোগলক খাঁ** — **তোগলক খাঁ**– ভারতবর্ষের ইতিহাসে তোগলক খাঁ নামে কোনো সম্রাট ছিলেন না। ইতিহাসে যে তিনজন বিখ্যাত তোগলক সম্রাটের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন : গিয়াসউদ্দিন তোগলক, মুহাম্মদ তোগলক ও ফিরোজ তোগলক।

**কাশী** — *কাশী* ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত বিখ্যাত ও সুপ্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। সেখানে সাধু-সন্ত-পুণ্যার্থীর সমাবেশ যেমন হয় তেমনি দুশ্চরিত্র লোকজনের আখড়াও সেখানে জমে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধূকে যেখান থেকে উদ্ধার করে আনা হয়েছিল তা কাশী হলেও তীর্থস্থান ছিল না বরং পতিতালয় বা অনুরূপ কোনো স্থান ছিল। এখানে সেই ইঙ্গিতই করা হয়েছে।

**ম্লেচ্ছদেশ** — *ম্লেচ্ছ* হলো একটি সংস্কৃত শব্দ যার দ্বারা প্রাচীন ভারতের অসভ্য ও বর্বর লোকদেরকে বোঝানো হয়। *ম্লেচ্ছদেশ* হলো ইংল্যান্ডসহ ইউরোপীয় দেশসমূহ, যেখানে হিন্দু সমাজের আচারধর্মের কোনো বালাই নেই।

## মৃত্যুঞ্জয়

- মৃত্যুঞ্জয়ের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য : সরলতা, উদারতা, প্রেমিকমনা, প্রথাবিরোধী।
- মৃত্যুঞ্জয় নামের অর্থ : যিনি মৃত্যুকে জয় করেন।
- মৃত্যু : নায়ক মৃত্যুঞ্জয় মারা যায় খরিশ গোখরো সাপের কামড়ে।
- মৃত্যুঞ্জয় ছিল জ্ঞাতি খুড়ার ভাইপো।
- কায়স্থের ছেলে মৃত্যুঞ্জয় জাত বিসর্জন দিয়ে সাপুড়ে পেশা গ্রহণ করে।
- মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুতে সুবিধা হলো– সমাজের, খুড়ার।
- মৃত্যুঞ্জয়ের মাথায় গেরুয়া রঙের পাগড়ি, বড় বড় দাড়ি-চুল, গলায় রুদ্রাক্ষ ও পুঁতির মালা
- মৃত্যুঞ্জয় তার শ্বশুরের কাছ থেকে অমোঘ মন্ত্রৌষধি পেয়েছিল বলে জনশ্রুতি ছিল।
- মৃত্যুঞ্জয়ের পড়াশোনা–
  - ⇒ যে ক্লাসে উঠবার খবর পাওয়া যায় নাই– সেকেন্ড ক্লাস।
  - ⇒ যে ক্লাসে পড়ার ইতিহাস কখনো জানা যায় নাই– ফোর্থ ক্লাস।
  - ⇒ মৃত্যুঞ্জয় পড়ত থার্ড ক্লাসে।
  - ⇒ আমরা কেহই জানিতাম না মৃত্যুঞ্জয় প্রথম কবে থার্ড ক্লাসে উঠেছিল।
  - ⇒ প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয় মৃত্যুঞ্জয়ের থার্ড ক্লাসে পড়ার ইতিহাস।
- বাপ-মা, ভাই-বোন কেহই ছিল না, ছিল শুধু গ্রামের এক প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান, আর তার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পোড়োবাড়ি, আর ছিল জ্ঞাতি খুড়া' কার সম্পর্কে বলা হয়েছে– মৃত্যুঞ্জয়।
- 'আমাদের গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝেই স্কুলের পথে দেখা হইত ন্যাড়ার ভাষ্যমতে ছেলেটি– মৃত্যুঞ্জয়।
- 'তাহার হাতের উল্টা পিঠ দিয়ে ঝরঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছিল' এখানে কার হাতের কথা বলা হয়েছে– মৃত্যুঞ্জয়ের।
- 'সে তাহার নামজাদা শ্বশুরের শিষ্য, সুতরাং মস্তলোক' উক্তিটি কে কার সম্পর্কে করেছেন– মৃত্যুঞ্জয় সম্পর্কে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- 'কাগজ তো ইঁদুরেও আনতে পারে' বিলাসী গল্পে এই উক্তিটি– মৃত্যুঞ্জয়ের।
- 'অকালকুষ্মাণ্ডটা একটা সাপুড়ের মেয়ে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে' উক্তিটি– মৃত্যুঞ্জয় সম্পর্কে করা হয়েছে।
- 'সবাই করে– এতে দোষ কী?' উক্তিটি– মৃত্যুঞ্জয়ের।

## ন্যাড়ার আত্মীয় সম্পর্কিত উক্তি

- "দুঃখটা তাহার তুচ্ছ করিয়া দেখানও আমার উদ্দেশ্য নহে।" উক্তিটি ন্যাড়া যার সম্পর্কে করেছে– জনৈক আত্মীয়া সম্পর্কে।
- "ওরে বাপরে! আমি একলা থাকতে পারব না।" উক্তিটি– ন্যাড়ার এক আত্মীয়ার।
- 'তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের কী?' এখানে সহমরণে যেতে চাচ্ছে– ন্যাড়ার এক আত্মীয়া।
- "হোক কাজ, তুমি বসো।" উক্তিটি– ন্যাড়ার আত্মীয়ার উক্তি।
- "তাহাদের ঘরে কি স্ত্রী নাই? তাহারা কি পাষাণ?" জিজ্ঞাসা কার– ন্যাড়ার আত্মীয়ার।
- অন্ধকারে যে স্বামীর মৃতদেহের সাথে পাঁচ মিনিট থাকতে অপারগ সেই স্বামীর সাথে স্ত্রী ঘর করে– পঁচিশ বছর।

## জ্ঞাতি খুড়া সম্পর্কিত উক্তি

- খুড়ার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য :
  - ⇒ পরচর্চায় ব্যস্ত ও লোভী।
  - ⇒ কূটকৌশলী ও অসৎ স্বভাবের মানুষ।
- খুড়া মিত্তির বংশের লোক।
- খুড়া সৃষ্টিতে গল্পকারের উদ্দেশ্য–
  - ⇒ স্বার্থপর ও অন্যায়ের মূল হোতা চরিত্রের মুখোশ উন্মোচন।
  - ⇒ কূটকৌশলী ও অসৎ স্বভাবের মানুষ।
- খুড়া মৃত্যুঞ্জয়ের আম-কাঁঠালের বাগানের দখল পেয়েছিলেন– উপরের আদালতের নির্দেশে।
- 'অন্নপাপ! বাপ রে! এর কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে।' উক্তিটি খুড়ার।
- 'গেল, গেল, গ্রামটা এবার রসাতলে গেল' উক্তিটি– মৃত্যুঞ্জয়ের খুড়ার।
- 'গ্রামে যদি ইহার শাসন না থাকে তো বনে গিয়া বাস করিলেই তো হয়।' উক্তিটি– মৃত্যুঞ্জয়ের জ্ঞাতি খুড়ার।
- "না পেলে এক ফোঁটা আগুন, না পেলে একটা পিণ্ডি, না হলো একটা তুড়ি উচ্ছুগ্য।" উক্তিটি– জ্ঞাতি খুড়ার।



CamScanner

## 'বিলাসী' গল্পে ক্রোশ সম্পর্কিত তথ্য

- ক্রোশ [স. ক্রুশ্ + অ] দূরত্বের এককবিশেষ–
  - ⇒ এক ক্রোশ– দুই মাইলের বেশি।
  - ⇒ চার ক্রোশ– আট মাইলের বেশি।
- ন্যাড়া স্কুলে বিদ্যা অর্জন করিতে যায়– দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া। [কেবল যাওয়া]
- বিদ্যা অর্জন করতে ছেলেদের যাতায়াত করতে হয়– চার ক্রোশ পথ। [আসা-যাওয়া মিলে চার ক্রোশ]
- দুই ক্রোশ পথ হেঁটে বিদ্যা অর্জন করতে যায়– গ্রামের দশ বারোজন।
- কৃতবিদ্য শিশুর দল বড় হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে– চার ক্রোশ হাঁটা বিদ্যার তেজ।
- পল্লিগ্রামে দুই ক্রোশ পথ হেঁটে বিদ্যা অর্জন করে– শতকরা আশি জন।
- অনেক ভদ্রলোকেই যে ছেলে-পুলে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে পালান– চার ক্রোশ হাঁটার জ্বালায়।
- ছেলেদের চার ক্রোশ পথ হেঁটে বিদ্যা অর্জন করতে যেতে হয়– সকাল আটটার মধ্যে।
- চার ক্রোশ হাঁটা বিদ্যা যেসব ছেলেদের পেটে, তারাই একদিন বড় হয়ে সমাজের মাথা হয়।
- ন্যাড়ার স্কুলে যাওয়ার দুক্রোশের মধ্যে আরও পার হতে হয়– দুই তিনগ্রাম।
- ক্রোশ দেড়েক দূরে গোয়ালার বাড়ি সাপ ধরিতে গিয়েছিল– বিলাসী, মৃত্যুঞ্জয়ের এবং ন্যাড়া।

## ন্যাড়া/গল্পকথক

- ন্যাড়া 'বিলাসী' গল্পের গল্পকথক। ন্যাড়ার জবানিতেই গল্পটি বিবৃত হয়েছে।
- ন্যাড়ার বয়স চল্লিশের কোঠা পার। *চল্লিশের কোঠা– এখানে চল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ পর্যন্ত বয়সসীমা।*
- ন্যাড়া সন্ন্যাসীগিরিতে ইস্তফা দিল মশার কামড় সহ্য করতে না পেরে।
- সাপুড়ে হওয়ার পর ন্যাড়া–
  - ⇒ চতুর্দিকে প্রসিদ্ধ হয়ে গেল।
  - ⇒ অহঙ্কারে আর মাটিতে পা পড়ে না।
  - ⇒ সন্ন্যাসী অবস্থায় কামাখ্যায় গিয়ে সিদ্ধ হয়ে এসেছে।
  - ⇒ 'ন্যাড়া একজন গুণী লোক বটে।' সবাই বলাবলি করিতে লাগিল।
  - ⇒ ন্যাড়া মৃত্যুঞ্জয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।
- ন্যাড়া তাতে তিলার্ধ বিচলিত হইল না- *মৃত্যুঞ্জয়ের শ্রাব্য-অশ্রাব্য বহুবিদ ভাষা প্রয়োগ শুনে।*
- 'যাহারই গায়ে জোর নাই, তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়।' উক্তিটি– *গল্পকথকের (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)।*
- 'সাপের বিষ যে বাঙালির বিষ নয়, তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম' উক্তিটির লেখকের নাম– *গল্পকথকের।*
- 'স্বদেশের মঙ্গলের জন্য সমস্ত অকাতরে সহ্য করিয়া তাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম' উক্তিটি– *ন্যাড়ার।*
- 'বয়স আঠারো কি আটাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না' উক্তিটি– *ন্যাড়ার।*
- 'ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মতো।' উক্তিটি– ন্যাড়ার।
- "কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম, বয়স যাই হোক, খাটিয়া খাটিয়া আর রাত জাগিয়া ইহার শরীরে আর কিছু নাই।" কে কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে– *বিলাসীর প্রতি ন্যাড়ার উক্তি।*
- টিকিয়া থাকাই চরম সার্থকতা নয়, এবং অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে।" উক্তিটি– *লেখকের।*
- "অন্দরের দিক হইতে কি এতটুকু উৎসাহ, এতটুকু সাহায্য আসে না?" উদ্ধৃতাংশটির রচয়িতা– *শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।*

### কয়েকটি উক্তি

- 'তাহার বয়স আঠারো কী আটাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না' উক্তিটি– **ন্যাড়ার।**
- বিলাসীর সাথে ন্যাড়ার প্রথম সংলাপ– **রাস্তা পর্যন্ত তোমায় রেখে আসবো কি?**
- 'ঠাকুর এসব ভয়ঙ্কর জানোয়ার, একটু সাবধানে নাড়াচাড়া করো' উক্তিটি– ন্যাড়ার প্রতি বিলাসীর।
- 'দেখ, এমন করে মানুষ ঠকায়ো না'। উক্তিটি– **বিলাসীর।**
- 'মেয়েটি প্রথমেই সেই যা একবার আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল, তারপর একেবারে চুপ করিয়া গেল' এই মেয়েটি– **বিলাসী।**
- 'আমার মাথার দিব্যি রইল, এসব তুমি আর কখনও কোরো না' উক্তিটি– বিলাসী ন্যাড়াকে উদ্দেশ্যে করে।
- 'বাবা আমারে বাবুর সাথে নিকা দিয়াছে জানো?' উক্তিটি– **বিলাসীর।**
- 'একলা যেতে ভয় করবে না তো?' কে, কাকে এ কথা বলেছে– **বিলাসী, ন্যাড়াকে।**

## 'বিলাসী' গল্পের কিছু গুরত্বপূর্ণ বিষয়

- 'বিলাসী' গল্পটি ন্যাড়া নামের এক যুবকের নিজের জবানিতে বিবৃত হয়েছে।
- এ গল্পের কাহিনিতে লেখকের প্রথম জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে।
- 'বিলাসী' গল্পের সাহিত্যিক রূপ– ছোটগল্প।
- 'বিলাসী' গল্পের মূলবাণী/মর্মবাণী বা উপজীব্য বিষয়– মানবপ্রেমের অপূর্ব মহিমা।
- 'বিলাসী' গল্প পড়ে পাঠক জানতে পারবে–
  - ⇒ সত্যিকার প্রেমের স্বরূপ।
  - ⇒ রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থার স্বরূপ।
  - ⇒ মানসিক সংকীর্ণতার স্বরূপ।
- 'বিলাসী' গল্পের কাহিনির বর্ণনায় উঠে এসেছে–
  - ⇒ জাতিভেদ প্রথার সংকীর্ণতা ছাপিয়ে ব্যতিক্রমধর্মী দুই মানব-মানবীর অসাধারণ প্রেমের মহিমা।
- বিলাসী গল্পের নায়িকা বিলাসী বিষপানে আত্মহত্যা করে।
- 'বিলাসী' গল্পের নায়ক মৃত্যুঞ্জয় মারা যায় সাপের কামড়ে।
- 'বিলাসী' গল্পে ফুটে উঠেছে–
  - ⇒ তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বাস্তবচিত্র।
  - ⇒ বিশ শতকের পল্লিসমাজ, পল্লি হিন্দু সমাজ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের চিত্র।
- 'বিলাসী' গল্পের জীবনপ্রবাহে উঠে এসেছে– কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামি।
- 'বিলাসী' গল্পে বিলাসীর প্রেমের মহিমাময় আলোয় ধরা পড়েছে–
  - ⇒ সমাজজীবনের অনুদারতা ও রক্ষণশীলতা।
  - ⇒ সমাজজীবনের নিষ্ঠুর ও অশুভ চেহারা।
- 'অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে' উক্তিটি ইঙ্গিত করে–
  - ⇒ বর্ণ হিন্দু সমাজের রীতি-নীতির প্রতি।
  - ⇒ সমাজের অলিখিত বিধি-ব্যবস্থার প্রতি।
  - ⇒ সমাজের অন্ধবিশ্বাস ও সংকীর্ণতার প্রতি।
- 'সনাতন হিন্দু এ কুসংস্কার মানে না' উক্তিটিতে প্রকাশিত হয়েছে– শ্লেষ ও ব্যঙ্গ।
- 'বিলাসী' গল্পে গ্রামের ছেলেদের স্কুলে যেতে হয়–
  - ⇒ দুই ক্রোশ পথ পায়ে হেটে।
  - ⇒ বর্ষার দিনে এক হাঁটু কাদা ভেঙে।
  - ⇒ গ্রীষ্মের দিনে ধুলার সাগর সাঁতরে।
- 'বিলাসী' গল্পে লেখক প্রমোশনের দিন মুখ ভার করে বাড়ি ফিরে এসে ভাবতেন–
  - ⇒ মাস্টারকে ঠ্যাঙানো উচিত।
  - ⇒ অমন বিশ্রী স্কুল ছেড়ে দেওয়াই কর্তব্য।

## বিবাহ-নিকা সম্পর্কিত তথ্য

- বিলাসীর সাথে মৃত্যুঞ্জয়ের বিবাহ দিয়েছিল– বিলাসীর বাবা।
- নালতের মিত্তির বংশ বা কায়স্থের ছেলের সঙ্গে নিকা হয় সাপুড়ে মেয়ের।
- সদ্‌ব্রাহ্মণ ছেলের সাথে (এন্ট্রান্স পাস করার পরেও) ডোমের মেয়ের বিবাহ।
  - ⇒ ডোম হয়েও এখন সে ধুচুনি কুলো বুনিয়া বিক্রয় করে, শুয়ার চরায়।
- ব্রাহ্মণের ছেলের সাথে মেথরানির বিবাহ।
- ভালো কায়স্থের সন্তানের সঙ্গে কসাইয়ের মেয়ের বিবাহ।
  - ⇒ সে স্বহস্তে গরু কেটে বিক্রি করে।]

### সাপ ধরার ক্ষেত্রে বিলাসী

- সাপ ধরার বায়না হলেই যা বলে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করত–
  - আজ শনিবার, মঙ্গলবার বলে। কারণ–
  - বিলাসীর বিবেচনায় এ পেশায় লোক ঠকানো হয়, যা তার অপছন্দের।
  - পেশাটি প্রতারণামূলক, ভয়ংকর ও ঝুকিপূর্ণ।
  - বিলাসীর সৎভাবে বাঁচার চেষ্টা করত।

### বিলাসীর মৃত্যু

- বিলাসী মারা যায় মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর সাতদিনের মাথায়– বিষপানে।
- বিলাসী স্বেচ্ছামৃত্যুর জন্য দায়ীকৃত কয়েকটি বিষয়–
  - মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর শোক।
  - তৎকালীন রক্ষণশীল এবং নিষ্ঠুর হিন্দু সমাজব্যবস্থা।
  - সমাজের অনুদারতা, সমাজজীবনের নিষ্ঠুর ও অশুভ চেহারা
  - মৃত্যুঞ্জয়ের জ্ঞাতি খুড়ার ষড়যন্ত্র।

## Part 1 লেখক পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য

### Step 1 লেখক পরিচিতি

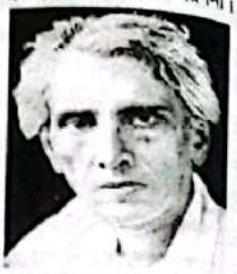



**জন্ম :** শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ (বাংলা : ৩১ ভাদ্র ১২৮৩) হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে। **পৈতৃক নিবাস :** মামুদপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা। **পিতা :** মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। **মাতা :** ভুবনমোহিনী দেবী। অনিলা দেবী তাঁর বড় বোন। বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় এই ঔপন্যাসিকের ছেলেবেলা কাটে দারিদ্র্যের মধ্যে। ভাগলপুর দুর্গাচরণ এম.ই. স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৮৭)। **মাধ্যমিক :** ম্যাট্রিক (এন্ট্রান্স ১৮৯৪), তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুল। **উচ্চমাধ্যমিক :** ফি দিতে না পারায় এফ.এ পরীক্ষা দিতে পারেননি। চব্বিশ বছর বয়সে মনের ঝোঁকে সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন শরৎচন্দ্র। সংগীতজ্ঞ হিসেবে খ্যাতির সূত্রে ঘটনাচক্রে এক জমিদারের বন্ধু হয়েছিলেন তিনি; জীবিকার তাগিদে দেশ ছেড়ে গিয়েছিলেন বর্মা মুল্লুকে অর্থাৎ বর্তমান মিয়ানমারে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অপরাজেয় কথাশিল্পী হিসেবে পরিচিত। মানুষের অন্তরের দুঃখ বেদনাকে অতি দরদের সঙ্গে চিত্রিত করার জন্য তিনি দরদি কথাসাহিত্যিক হিসেবেও পরিচিত। শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র সব মানুষের চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। বিশেষ করে সমাজের নিচু তলার মানুষ তাঁর সৃষ্ট চরিত্রে অপূর্ব মহিমা নিয়ে চিত্রিত হয়েছে। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের শিল্পীমানসের মৌলবৈশিষ্ট্য মানবতা ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা। শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত রচনা *কুন্তলীন পুরস্কারপ্রাপ্ত* (১৯০৩) 'মন্দির' নামে একটি গল্প। তাঁর উপন্যাসে বাঙালি নারীর প্রতিকৃতি অঙ্কনে তিনি অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর বহু উপন্যাস ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস বিদেশি ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক। শরৎচন্দ্র ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি কলকাতায় মারা যান।

### Step 2 গুরুত্বপূর্ণ কিছু অভিধা, স্বীকৃতি ও সাহিত্যকর্ম

| | |
|---|---|
| ডাক ও ছদ্মনাম | **ডাকনাম :** ন্যাড়া। **ছদ্মনাম :** অনিলা দেবী, অপরাজিতা দেবী, অনুরূপা দেবী, শ্রী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত শর্মা, পরশুরাম (রাজশেখর বসুর ছদ্মনামও পরশুরাম), সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। |
| কর্মজীবন/পেশা | কিছুকাল কলকাতা হাইকোর্টে অনুবাদকের কাজ করেন। পরবর্তীতে জীবিকার তাগিদে ১৯০৩ সালে রেঙ্গুনে গিয়ে বর্মা (বর্তমান মিয়ানমার) রেলওয়ের অডিট অফিসে দুই বছর চাকরি করেন। এরপর ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে বর্মার পাবলিক ওয়ার্কস অ্যাকাউন্টস অফিসে চাকরি নেন। এখানে দশ বছর চাকরি করেন তিনি। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে বাংলায় চলে আসেন। |
| ডিগ্রি লাভ | তিনি ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডিলিট ডিগ্রি লাভ। |
| | **সাহিত্যকর্ম** |
| উপন্যাস | বড়দিদি (১৯০৭, প্রথম উপন্যাস), শ্রীকান্ত (১ম পর্ব-১৯১৭, ২য় পর্ব-১৯১৮, ৩য় পর্ব-১৯২৭, ৪র্থ পর্ব-১৯৩৩), পল্লী সমাজ (১৯১৬), দেবদাস (১৯১৭), চরিত্রহীন (১৯১৭), গৃহদাহ (১৯২০), দেনাপাওনা (১৯২৩), পথের দাবী (১৯২৬), বিরাজ বৌ, পরিণীতা, চন্দ্রনাথ, শেষপ্রশ্ন, শেষের পরিচয়, বামুনের মেয়ে, দত্তা, পণ্ডিত মশাই, বৈকুণ্ঠের উইল, বিপ্রদাস, নিষ্কৃতি। |
| ছোটগল্প | মন্দির (প্রথম গল্প), বিলাসী (১৯২০), মহেশ (১৯২৬), রামের সুমতি (১৯১৪), বিন্দুর ছেলে (১৯১৪), অভাগীর স্বর্গ (১৯২৬), অনুরাধা, সতী, মামলার ফল, মেজদিদি, ছবি, আলো ও ছায়া, কাশীনাথ, হরিচরণ, লালু, স্বামী, বোঝা, আঁধারে আলো, দর্পচূর্ণ, পথ-নির্দেশ। |
| প্রবন্ধ | নারীর মূল্য (১৯২৩), স্বদেশ ও সাহিত্য (১৯৩২), তরুণের বিদ্রোহ (১৯১৯), স্বরাজ সাধনায় নারী, ভবিষ্যৎ বঙ্গ সাহিত্য। |
| নাটক | ষোড়শী (১৯২৮, 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ), রমা (১৯২৮, 'পল্লী সমাজ' উপন্যাসের নাট্যরূপ), বিজয়া (১৯৩৫, 'দত্তা' উপন্যাসের নাট্যরূপ)। |

### ছন্দে ছন্দে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনাসমূহ

- ☑ **উপন্যাস :** বড়দিদি, বিরাজ বৌ ও দত্তা ষড়যন্ত্র করে বামুনের মেয়েকে চরিত্রহীন বললে শ্রীকান্ত ও পরিণীতার মধ্যে গৃহদাহ শুরু হয়ে যায়। পরবর্তীতে দেবদাস শেষের পরিচয়ের চন্দ্রনাথকে দেনাপাওনার বিষয়ে পল্লীসমাজের পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে শেষ প্রশ্ন করে বৈকুণ্ঠের উইল সম্পর্কে জানতে পারে।
- ☑ **ছোটগল্প :** মন্দির, বিলাসী ও অনুরাধা রামের সুমতী পাবার আশায় বিন্দুর ছেলে মহেশকে নিয়ে অভাগীর স্বর্গে গেল।
- ☑ **প্রবন্ধ :** স্বদেশ ও সাহিত্য প্রবন্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর তরুণের বিদ্রোহের মূল বিষয় ছিল স্বরাজ সাধনায় নারী এবং ভবিষ্যৎ বঙ্গ সাহিত্যে নারীর মূল্য।

### Step 3 লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- শরৎচন্দ্রের রচনায় মানব চরিত্র ও সমাজ সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়– **সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাবলীল ও মনোরম প্রকাশভঙ্গি।**
- শরৎচন্দ্রের রচনার ভাষা ছিল– **অনাড়ম্বর ও প্রাঞ্জল।**
- শরৎচন্দ্রের যে উপন্যাস নিয়ে বাংলা ও হিন্দিতে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে– **দেবদাস।**
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধটি লিখেছেন– **'অনিলা দেবী' ছদ্মনামে।**
- ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল তাঁর– **পথের দাবী উপন্যাসটি।**
- শরৎচন্দ্রের আত্মচরিতমূলক (আত্মজৈবনিক) শ্রেষ্ঠ উপন্যাস– **শ্রীকান্ত (খণ্ড ৪টি)।**
- তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত হয়– **১৯২৬ সালে।**
- বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কিশোর চরিত্র– **ইন্দ্রনাথ।**
- রাজলক্ষ্মী, ইন্দ্রনাথ, অন্নদা, শ্রীকান্ত যে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র– **শ্রীকান্ত।**
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম মুদ্রিত রচনার নাম– **মন্দির (ছোটগল্প)।**
- বাঙালি নারীর প্রতিকৃতি অঙ্কনে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন– **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।**
- শরৎচন্দ্রের 'বিলাসী' গল্পটি প্রকাশিত হয়– **ভারতী পত্রিকায়।**
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের যে শাখায় সবচেয়ে জনপ্রিয়– **উপন্যাস।**
- শরৎচন্দ্রের 'বিলাসী' গল্পটি যে গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত– **ছবি।**
- 'মেজদিদি' গল্পটির প্রধান চরিত্র– **হেমাঙ্গিনী ও কাদম্বিনী।**
- ত্রিভুজ প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের– **গৃহদাহ উপন্যাসে (নারী চরিত্র : অচলা)।**
- 'দত্তা' উপন্যাসের নাট্যরূপ যে নাটকটি– **বিজয়া।**
- 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ যে নাটকটি– **ষোড়শী।**
- 'পল্লী সমাজ' উপন্যাসের নাট্যরূপ যে নাটকটি– **রমা।**
- তাঁর রচনায় বাস্তবরূপে চিত্রিত হয়েছে– **বাঙালি নারীর সংস্কারাবদ্ধ জীবন, নারীদের প্রতি সামাজিক নির্যাতন এবং সমাজের বৈষম্য ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।**



CamScanner

# Part 2 মূলপাঠ ও অন্যান্য বিষয়াদি

## Step 1 মূলপাঠ

পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জন করিতে যাই। আমি একা নই- দশ বারোজন। যাহাদেরই বাটী পল্লিগ্রামে, তাহাদেরই ছেলেদের শতকরা আশিজনকে এমনি করিয়া বিদ্যালাভ করিতে হয়। ইহাতে লাভের অঙ্কে শেষ পর্যন্ত একবারে শূন্য না পড়িলেও, যাহা পড়ে, তাহাতে হিসাব করিবার পক্ষে এই কয়টা কথা চিন্তা করিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে ছেলেদের সকাল আটটার মধ্যে বাহির হইয়া যাতায়াতে চার ক্রোশ পথ ভাঙিতে হয়- চার ক্রোশ মানে আট মাইল নয়, ঢের বেশি- বর্ষার দিনে মাথার ওপর মেঘের জল পায়ের নিচে এক হাঁটু কাদা এবং গ্রীষ্মের দিনে জলের বদলে কড়া সূর্য এবং কাদার বদলে ধুলার সাগর সাঁতার দিয়া স্কুল-ঘর করিতে হয়, সেই দুর্ভাগা বালকদের মা-সরস্বতী খুশি হইয়া বর দিবেন কি, তাহাদের যন্ত্রণা দেখিয়া কোথায় যে তিনি লুকাইবেন, ভাবিয়া পান না।

তারপরে এই কৃতবিদ্য শিশুর দল বড় হইয়া একদিন গ্রামেই বসুন, আর ক্ষুধার জ্বালায় অন্যত্রই যান- তাঁদের চার ক্রোশ হাঁটা বিদ্যার তেজ আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে। কেহ কেহ বলেন শুনিয়াছি, আচ্ছা, যাঁদের ক্ষুধার জ্বালা, তাঁদের কথা না হয় নাই ধরিলাম কিন্তু যাঁদের সে জ্বালা নাই, তেমন সব ভদ্রলোকই বা কী সুখে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন? তাঁরা বাস করিতে থাকিলে তো পল্লির এত দুর্দশা হয় না।

ম্যালেরিয়া কথাটা না হয় নাই পাড়িলাম। সে থাক, কিন্তু ওই চার ক্রোশ হাঁটার জ্বালায় কত ভদ্রলোকেই যে ছেলে-পুলে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া শহরে পালান তাহার আর সংখ্যা নাই। তারপরে একদিন ছেলে-পুলের পড়াও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু শহরের সুখ-সুবিধা রুচি লইয়া আর তাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না। কিন্তু থাক এ-সকল বাজে কথা। স্কুলে যাই দুক্রোশের মধ্যে এমন আরও তো দুই তিনখানা গ্রাম পার হইতে হয়। কার বাগানে আম পাকিতে শুরু করিয়াছে, কোন বনে বঁইচি ফল অপর্যাপ্ত ফলিয়াছে, কার গাছে কাঁঠাল এই পাকিল বলিয়া, কার মর্তমান রম্ভার কাঁদি কাটিয়া লইবার অপেক্ষা মাত্র, কার কানাচে ঝোপের মধ্যে আনারসের গায়ে রং ধরিয়াছে, কার পুকুরপাড়ের খেজুরমেতি কাটিয়া খাইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অল্প, এই সব খবর লইতেই সময় যায়, কিন্তু আসলে যা বিদ্যা- কামস্কাটকার রাজধানীর নাম কী এবং সাইবেরিয়ার খনির মধ্যে রূপা মেলে, না সোনা মেলে- এ সকল দরকারি তথ্য অবগত হইবার ফুরসতই মেলে না।

কাজেই একজামিনের সময় এডেন কী জিজ্ঞাসা করিলে বলি পারশিয়ার বন্দর, আর হুমায়ুনের বাপের নাম জানিতে চাহিলে লিখিয়া দিয়া আসি তোগলক খাঁ এবং আজ চল্লিশের কোঠা পার হইয়াও দেখি, ও-সকল বিষয়ের ধারণা প্রায় একরকমই আছে- তারপরে প্রমোশনের দিন মুখ ভার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া কখনো বা দল বাঁধিয়া মতলব করি, মাস্টারকে ঠ্যাঙানো উচিত, কখনো বা ঠিক করি, অমন বিশ্রী স্কুল ছাড়িয়া দেওয়াই কর্তব্য। —— ❶

আমাদের গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝে স্কুলের পথে দেখা হইত। তাহার নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয়। আমাদের চেয়ে সে বয়সে অনেক বড়। থার্ড ক্লাসে পড়িত। কবে সে যে প্রথম থার্ড ক্লাসে উঠিয়াছিল, এ খবর আমরা কেহই জানিতাম না- সম্ভবত তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়- আমরা কিন্তু তাহার ওই থার্ড ক্লাসটাই চিরদিন দেখিয়া আসিয়াছি।

তাহার ফোর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাসও কখনো শুনি নাই, সেকেন্ড ক্লাসে উঠিবার খবরও কখনো পাই নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের বাপ-মা, ভাই-বোন কেহই ছিল না, ছিল শুধু গ্রামের এক প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান, আর তার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পোড়োবাড়ি, আর ছিল এক জ্ঞাতি খুড়া। খুড়ার কাজ ছিল ভাইপোর নানাবিধ দুর্নাম রটনা করা- সে গাঁজা খায়, সে গুলি খায়, এমনি আরও কত কি! তাঁর আর একটা কাজ ছিল বলিয়া বেড়ানো, ওই বাগানের অর্ধেকটা তাঁর নিজের অংশ, নালিশ করিয়া দখল করার অপেক্ষা মাত্র। অবশ্য দখল একদিন তিনি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জেলা-আদালতে নালিশ করিয়া নয়- ওপরের আদালতের হুকুমে। কিন্তু সে কথা পরে হইবে।

মৃত্যুঞ্জয় নিজে রাঁধিয়া খাইত এবং আমের দিনে ওই আম বাগানটা জমা দিয়াই তাহার সারা বৎসরের খাওয়া-পরা চলিত এবং ভালো করিয়াই চলিত। যেদিন দেখা হইয়াছে, সেইদিনই দেখিয়াছি ছেঁড়া-খোঁড়া মলিন বইগুলি বগলে করিয়া পথের এক ধার দিয়া নীরবে চলিয়াছে। তাহাকে কখনো কারও সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে দেখি নাই- বরঞ্চ উপযাচক হইয়া কথা কহিতাম আমরাই। তাহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, দোকানের খাবার কিনিয়া খাওয়াইতে গ্রামের মধ্যে তাহার জোড়া ছিল না। আর শুধু ছেলেরাই নয়। কত ছেলের বাপ কতবার যে গোপনে ছেলেকে দিয়া তাহার কাছে স্কুলের মাহিনা হারাইয়া গেছে, বই চুরি গেছে ইত্যাদি বলিয়া টাকা আদায় করিয়া লইত, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ঋণ স্বীকার করা তো দূরের কথা, ছেলে তাহার সহিত একটা কথা কহিয়াছে, এ কথাও কোনো বাপ ভদ্র সমাজে কবুল করিতে চাহিত না- গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল এমনি সুনাম।—— ❷

## শব্দার্থ ও টীকা

◈ *ক্রোশ- দূরত্বের একক বিশেষ, ৮০০০ হাত বা দুই মাইলের কিছু বেশি দীর্ঘ পথ।* ◈ মা-সরস্বতী- হিন্দু পুরাণ অনুসারে বিদ্যা ও কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বীণাপাণি। ◈ কৃতবিদ্য- বিদ্যা অর্জন করেছেন এমন পণ্ডিত। বিদ্বান। ◈ *ম্যালেরিয়া- ইতালীয় শব্দ।* ◈ *অপর্যাপ্ত- পর্যাপ্ত নয় এমন।* ◈ বঁইচি- কাঁটাযুক্ত একরকম ছোট গাছ ও তার ফল। ◈ *মর্তমান (বর্মি)- মিয়ানমারের মার্তাবান অঞ্চলে জাত বৃহদাকার লম্বা ও সবুজ পাতাবিশিষ্ট একবীজপত্রী ওষধি উদ্ভিদ।* ◈ রম্ভার কাঁদি- কলার ছড়া। ◈ কানাচ- ঘরের পেছন দিককার লাগোয়া জায়গা। ◈ খেজুরমেতি- খেজুর গাছের মাথার কাছের নরম মিষ্টি অংশ। ◈ কামস্কাটকা- প্রকৃত উচ্চারণ কামচাট্কা (Kamchatka) রাশিয়ার অন্তর্গত সাইবেরিয়ার উত্তর পূর্বে অবস্থিত একটি উপদ্বীপ। এর দক্ষিণ-পশ্চিমে ওখটক সাগর ও উত্তর পূর্বে বেরিং সাগর। উপদ্বীপটি পার্বত্য, তুন্দ্রা ও বনময়। বহু উষ্ণ প্রস্রবণ ও সতেরোটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আছে। এখানে প্রচুর *স্যামন* মাছ পাওয়া যায় বলে দ্বীপটি স্যামন মাছের দেশ নামে পরিচিত। রাজধানী শহরের নাম- পেত্রোপাভ্‌লোভস্ক। ◈ সাইবেরিয়া- এশিয়ার উত্তরে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত এশিয়ার উত্তরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ ভূভাগ। এশিয়া মহাদেশের এক তৃতীয়াংশ অঞ্চল এর মধ্যে পড়েছে। তুন্দ্রা, সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য, স্তেপ তৃণভূমি ও পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ 'বৈকাল' এখানে অবস্থিত। পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ ট্রান্স-সাইবেরিয়ান চালু হওয়ার পর এখানে বহু শহর গড়ে উঠেছে। ◈এডেন- লোহিতসাগর ও আরব সাগরের প্রবেশপথে আরব দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বিখ্যাত বন্দর। সামুদ্রিক লবণ তৈরির জন্য বিখ্যাত। ◈ *একজামিন (ইংরেজি শব্দ)- পরীক্ষা বা পরখ করা।* ◈ পারশিয়া- পারস্য বা ইরান দেশ।◈ হুমায়ূন-মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের পুত্র এবং দ্বিতীয় মোগল সম্রাট। তিনি মোগল সম্রাট আকবরের পিতা। ◈ তোগলক খাঁ- ভারতবর্ষের ইতিহাসে তোগলক খাঁ নামে কোনো সম্রাট ছিলেন না। ইতিহাসে যে তিনজন বিখ্যাত তোগলক সম্রাটের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন : গিয়াসউদ্দিন তোগলক, মুহাম্মদ তোগলক ও ফিরোজ তোগলক। ◈ থার্ড ক্লাস- বর্তমান অষ্টম শ্রেণি। সেকালে মাধ্যমিক শিক্ষার শ্রেণি হিসাব করা হতো ওপর থেকে নিচের দিকে। দশম শ্রেণি তখন ছিল ফার্স্ট ক্লাস নবম শ্রেণি ছিল সেকেন্ড ক্লাস। ◈ প্রত্নতাত্ত্বিক- পুরাতত্ত্ববিদ। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, মুদ্রা, লিপি ইত্যাদি থেকে ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ের বিদ্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি। ◈ ফোর্থ ক্লাস- এখনকার সপ্তম শ্রেণি। ◈ *চল্লিশের কোঠা- এখানে চল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ পর্যন্ত বয়সসীমা।*◈ সেকেন্ড ক্লাস- এখনকার নবম শ্রেণি। ◈ *প্রমোশন (ইংরেজি শব্দ)- উচ্চতর শ্রেণিতে উত্তরণ।* ◈ গুলি- অফিমের তৈরি একরকম মাদক যা বড়ির মতো গুলি পাকিয়ে ব্যবহার করা হয়। ◈ *মুখ ভার করা- রুষ্ট হওয়া।* ◈ *ঠ্যাঙানো- প্রহার করা।* ◈ *মৃত্যুঞ্জয়- মৃত্যুকে জয় করেছে এমন বা অমর।* ◈ ওপরের আদালতের হুকুমে- স্রষ্টার নির্দেশে। ◈এমনি সুনাম- দুর্নাম বোঝাতে বিদ্রূপ করা হয়েছে।

## পাঠ পর্যালোচনা

০১। পল্লিগ্রামের বিদ্যার্থীদের শিক্ষায় সাফল্য লাভ করা অত্যন্ত কষ্টকর। তারা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করে। তাদের এই দুরবস্থা দেখে স্বয়ং বিদ্যাদেবীই মুখ লুকান। শতকরা প্রায় আশি জন শিক্ষার্থীকে জীবনে এ দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। দুর্গম প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য একটি গ্রাম থেকে দূরবর্তী অবস্থানের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য শিক্ষার্থীর অধিকাংশ শক্তি ব্যয় করতে হয়। ফলে, বিদ্যাভাসের জন্য প্রয়োজনীয় সময় শ্রমক্লান্ত অবসন্ন শরীর প্রদান করতে পারে না। কিশোর বয়সের শিক্ষার্থীর নিকট বিদ্যালয়ে যাত্রাপথের দু'পাশে ছড়িয়ে থাকা নানান ধরনের আকর্ষণের উপকরণ এত বেশি প্রলুব্ধ করে যে, শিক্ষা লাভের জন্য আবশ্যক তথ্যগুলি বড় বেশি অনাবশ্যক বলে মনে হয়।

০২। লেখকের একই গ্রামের ছেলে মৃত্যুঞ্জয়। লেখকের চেয়ে সে বয়সে অনেক বড়ো। মৃত্যুঞ্জয় থার্ড ক্লাস অর্থাৎ ৮ম শ্রেণির ছাত্র হিসেবেই সকলের নিকট পরিচিত ছিল। কিন্তু কত দিন ধরে এ ক্লাসের ছাত্র হিসেবে অধ্যয়ন করে আসছে সে ইতিহাস অনেকেরই অজানা। মৃত্যুঞ্জয় নিরীহ, পরিবার-পরিজনহীন; গ্রামের প্রান্তে একটি বিশাল পোড়ো বাড়িতে একাকী বসবাস করত সে। বাড়ি সংলগ্ন প্রকাণ্ড আম কাঁঠালের বাগান থেকে প্রতিবছর যে অর্থ আয় হতো তা দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের ভালোভাবেই চলত। মৃত্যুঞ্জয়ের একমাত্র দূর সম্পর্কের খুড়া বাগানটির একজন ভাগীদার বলে সকলের কাছে বলে বেড়াত। কিন্তু তার এ দাবির প্রতি সত্যনিষ্ঠ কোনো প্রমাণ না থাকায় মৃত্যুঞ্জয়ের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কোনো প্রকার বিঘ্ন ঘটেছে বলে শোনা যায়নি। মৃত্যুঞ্জয় প্রতিদিন জীর্ণ মলিন বইগুলো বগলে করে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করত। কারোসঙ্গে সে নিজে থেকে আলাপ করত না। কিন্তু অনেকেই উপযাচক হয়ে তার সাথে আলাপ করতে উৎসাহী ছিল। কারণ, দোকানের খাবার কিনে খাওয়ানো এবং গোপনে অর্থ সাহায্য করতে মৃত্যুঞ্জয়ের কার্পণ্য ছিল না। এমনকি অনেক ছেলের বাবাও বিভিন্ন অজুহাতে তার কাছ থেকে টাকা আদায় করত। কিন্তু এহেন পরোপকারী, নিরহংকার মানুষটির প্রতি গ্রামবাসীর কৃতজ্ঞতা তো ছিলই না বরং ছেলেকে তার সাথে কোনো কথাও বলতে দিত না।



CamScanner

## মূলপাঠ

অনেক দিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা নাই। একদিন শোনা গেল সে মর-মর। আর একদিন শোনা গেল, মালোপাড়ার এক বুড়া মালো তাহার চিকিৎসা করিয়া এবং তাহার মেয়ে বিলাসী সেবা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে যমের মুখ হইতে এ যাত্রা ফিরাইয়া আনিয়াছে।

অনেক দিন তাহার মিষ্টান্নের সন্ধায় করিয়াছি– মনটা কেমন করিতে লাগিল, একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া তাহাকে দেখিতে গেলাম। তাহার পোড়োবাড়িতে প্রাচীরের বালাই নাই। স্বচ্ছন্দে ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরের দরজা খোলা, বেশ উজ্জ্বল একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর ঠিক সমুখেই তক্তপোষের ওপর পরিষ্কার ধবধবে বিছানায় মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে, তাহার কঙ্কালসার দেহের প্রতি চাহিলেই বুঝা যায়, বাস্তবিক যমরাজ চেষ্টার ত্রুটি কিছু করেন নাই, তবে যে শেষ পর্যন্ত সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, সে কেবল ওই মেয়েটির জোরে। সে শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল, অকস্মাৎ মানুষ দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এই সেই বুড়া সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী। তাহার বয়স আঠারো কি আটাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না। কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম, বয়স যাই হোক, খাটিয়া খাটিয়া আর রাত জাগিয়া জাগিয়া ইহার শরীরে আর কিছু নাই। ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মতো। হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতটুকু নাড়াচাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে। —— ③

মৃত্যুঞ্জয় আমাকে চিনিতে পারিয়া বলিল, "কে, ন্যাড়া?"

বলিলাম, "হুঁ।"

মেয়েটা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃত্যুঞ্জয় দুই-চারিটি কথায় যাহা কহিল, তাহার মর্ম এই যে, প্রায় দেড় মাস হইতে চলিল সে শয্যাগত। মধ্যে দশ-পনের দিন সে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়াছিল, এই কয়েক দিন হইল সে লোক চিনিতে পারিতেছে এবং যদিচ এখনো সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু আর ভয় নাই।

ভয় নাই থাকুক। কিন্তু ছেলেমানুষ হইলেও এটা বুঝিলাম, আজও যাহার শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিবার ক্ষমতা হয় নাই, সেই রোগীকে এই বনের মধ্যে একাকী যে মেয়েটি বাঁচাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছেন, সে কত বড় গুরুভার। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি তাহার কত সেবা, কত শুশ্রূষা, কত ধৈর্য, কত রাতজাগা। সে কত বড় সাহসের কাজ! কিন্তু যে বস্তুটি এই অসাধ্য-সাধন করিয়া তুলিয়াছিল তাহার পরিচয় যদিচ সেদিন পাই নাই, কিন্তু আর একদিন পাইয়াছিলাম। —— ④

ফিরিবার সময় মেয়েটি আর একটি প্রদীপ লইয়া আমার আগে আগে ভাঙা প্রাচীরের শেষ পর্যন্ত আসিল। এতক্ষণ পর্যন্ত সে একটি কথাও কহে নাই, এইবার আস্তে আস্তে বলিল, রাস্তা পর্যন্ত তোমায় রেখে আসব কি?

বড় বড় আমগাছে সমস্ত বাগানটা যেন একটা জমাট অন্ধকারের মতো বোধ হইতেছিল, পথ দেখা তো দূরের কথা, নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যায় না। বলিলাম, "পৌঁছে দিতে হবে না, শুধু আলোটা দাও।"

সে প্রদীপটা আমার হাতে দিতেই তাহার উৎকণ্ঠিত মুখের চেহারাটা আমার চোখে পড়িল। আস্তে আস্তে সে বলিল, "একলা যেতে ভয় করবে না তো? একটু এগিয়ে দিয়ে আসব?"

মেয়ে মানুষ জিজ্ঞাসা করে, ভয় করবে না তো। সুতরাং মনে যাই থাক, প্রত্যুত্তরে শুধু একটা "না" বলিয়াই অগ্রসর হইয়া গেলাম।

সে পুনরায় কহিল, "ঘন জঙ্গলের পথ, একটু দেখে পা ফেলে যেয়ো।"

সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল, কিন্তু এতক্ষণে বুঝিলাম, উদ্বেগটা তাহার কিসের জন্য এবং কেন সে আলো দেখাইয়া এই বনের পথ পার করিয়া দিতে চাহিতেছিল। হয়ত সে নিষেধ শুনিত না, সঙ্গেই যাইত, কিন্তু পীড়িত মৃত্যুঞ্জয়কে একাকী ফেলিয়া যাইতেই বোধ করি তাহার শেষ পর্যন্ত মন সরিল না।

কুড়ি-পঁচিশ বিঘার বাগান। সুতরাং পথটা কম নয়। এ দারুণ অন্ধকারের মধ্যে প্রত্যেক পদক্ষেপই বোধ করি ভয়ে ভয়ে করিতে হইত, কিন্তু পরক্ষণেই মেয়েটির কথাতেই সমস্ত মন এমনি আচ্ছন্ন হইয়া রহিল যে, ভয় পাইবার আর সময় পাইলাম না। কেবল মনে হইতে লাগিল, একটা মৃতকল্প রোগী লইয়া থাকা কত কঠিন। মৃত্যুঞ্জয় তো যে-কোনো মুহূর্তেই মরিতে পারিত, তখন সমস্ত রাত্রি এই বনের মধ্যে মেয়েটি একাকী কী করিত। কেমন করিয়া তাহার সে রাতটা কাটিত।—— ⑤

এই প্রসঙ্গে অনেকদিন পরের একটা কথা আমার মনে পড়ে। এক আত্মীয়ের মৃত্যুকালে আমি উপস্থিত ছিলাম। অন্ধকার রাত্রি– বাটীতে ছেলে-পুলে, চাকর-বাকর নাই, ঘরের মধ্যে শুধু তার সদ্যবিধবা স্ত্রী আর আমি। তার স্ত্রী তো শোকের আবেগে দাপাদাপি করিয়া এমন কাণ্ড করিয়া তুলিলেন যে, ভয় হইল তাহারও প্রাণটা বুঝি বাহির হইয়া যায়। বা! কাঁদিয়া কাঁদিয়া বারবার আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের কী? তাঁর যে আর তিলার্ধ বাঁচিতে সাধ নাই, এ কি তাহারা বুঝিবে না? তাহাদের ঘরে কি স্ত্রী নাই? তাহারা কি পাষাণ? আর এই রাত্রেই গ্রামের পাঁচজন যদি নদীর তীরের কোনো একটা জঙ্গলের মধ্যে তাঁর সহমরণের যোগাড় করিয়া দেয় তো পুলিশের লোক জানিবে কী করিয়া? এমনি কত কি। কিন্তু আমার তো আর বসিয়া বসিয়া তাঁর কান্না শুনলেই চলে না। পাড়ায় খবর দেওয়া চাই– অনেক জিনিস যোগাড় করা চাই। কিন্তু আমার বাহিরে যাইবার প্রস্তাব শুনিয়াই তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন। চোখ মুছিয়া বলিলেন, "ভাই, যা হবার সে তো হইয়াছে, আর বাইরে গিয়া কী হইবে? রাতটা কাটুক না।"—— ⑥

## শব্দার্থ ও টীকা

◈ **মালো**– এ গল্পে সাপের ওঝা অর্থে ব্যবহৃত। সাধারণত এরা সাপ ধরে, সাপের কামড়ের চিকিৎসা ও সাপের খেলা দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। তবে মালো বলতে এমন একটি সম্প্রদায়কেও বোঝায় যাদের পেশা মাছ ধরা। ◈ **পোড়োবাড়ি**– *বাসিন্দাশূন্য বা অব্যবহৃত বাড়ি।* ◈ **সদ্ব্যয় করিয়াছি**– *অপব্যয় করেছি* বোঝাতে ব্যঙ্গ ভরে বলা হয়েছে। ◈ **সদ্ব্যয়**– *অপব্যয় অর্থে ব্যঙ্গ করা হলেও উত্তম ব্যয় বোঝায়।* ◈ **কঙ্কালসার**– *অস্থিচর্মসার অবস্থা যেন প্রায় কঙ্কাল।* ◈ **যমরাজ**– *ধর্মরাজ। এখানে মৃত্যু অর্থে।* ◈ **স্বচ্ছন্দে**– *নিজের ইচ্ছানুযায়ী* ◈ **যম**– *মৃত্যুর অধিদেবতা।* ◈ **শিয়র**– *শয়নকারীর মাথার দিক।* ◈ **অকস্মাৎ**– *হঠাৎ।* ◈ **ঠিক যেন ফুলদানিতে ... বাসি ফুলের মতো**– *লেখক বিলাসীর শারীরিক অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে উদ্ধৃতাংশটি ব্যবহার করেছেন। বিলাসী দিন-রাত অক্লান্তভাবে সেবা-শুশ্রূষার মাধ্যমে মৃত্যুঞ্জয়কে সুস্থ করে তুললেও নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নেয়নি। তাই তাকে লেখক বাসি ফুলের সাথে তুলনা করেছেন।* ◈ **হেঁট**– *অবনত মস্তক।* ◈ **শয্যাগত**– *পীড়িত হয়ে শয্যা গ্রহণ করেছে এমন।* ◈ **অজ্ঞান অচেতন।** ◈ **অচৈতন্য**– *সংজ্ঞাহীনতা, অজ্ঞানতা।* ◈ **গুরুভার**– *গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।* ◈ **শুশ্রূষা**– *পরিচর্যা, সেবা।* ◈ **প্রদীপ**– *বাতি [প্র + দীপ্ + অ]।* ◈ √জ্বল + আ = জ্বালা। ◈ **জমাট অন্ধকার**– *ঘন অন্ধকার।* অন্ধ + √কৃ + অ = **অন্ধকার।** ◈ *প্রতি + উত্তর =* **প্রত্যুত্তর।** ◈ **অগ্রসর**– *সামনের দিকে গমন।* ◈ **সর্বাঙ্গ**– *সারা শরীর।* ◈ **কাঁটা দিয়ে উঠা**– *শিহরিত হওয়া অর্থে ব্যবহৃত।* ◈ **উদ্বেগ**– *সন্দেহজনিত ব্যাকুলতা, দুশ্চিন্তা।* ◈ **পীড়িত**– *রোগগ্রস্ত, অসুস্থ।* ◈ √যম + অ = যম ◈ **আচ্ছন্ন**– *আবৃত, আচ্ছাদিত, অভিভূত।* ◈ **মৃতকল্প**– *মরণাপন্ন, মুমূর্ষু।* ◈ **সদ্যবিধবা**– *এইমাত্র যার স্বামী মারা গিয়েছে।* ◈ **স্বেচ্ছায়**– *নিজের ইচ্ছায়।* ◈ **সহমরণ**– *স্বামীর চিতায় পত্নীকে জীবন্ত দগ্ধকরণের অধুনালুপ্ত সংস্কার।* ◈ **পাষাণ**– *দয়ামায়াহীন।* ◈ *পিষ + অন =* **পাষাণ।** ◈ **প্রকৃতিস্থ**– *স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা।*

## পাঠ পর্যালোচনা

০৩। মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে অনেকদিন লেখকের দেখা নেই। লোকমুখে তার অসুস্থতার কথা শুনতে পারেন। এক বৃদ্ধ মালোর চিকিৎসা ও তার মেয়ে বিলাসীর সেবা-যত্নে মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে। একদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে সন্ধ্যার অন্ধকারে লেখক তাকে দেখতে যান। তার পোড়োবাড়িতে গিয়ে লেখক দেখতে পান, মরণব্যাধির সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রামের পর বেঁচে ওঠা, জীর্ণ কঙ্কালসার একটা শরীর। লেখক দেখেই বুঝতে পারেন, অপরিমেয় সেবা ও যত্নে মৃত্যুঞ্জয় এ যাত্রায় রক্ষা পেয়েছে। রোগীর শয্যাপাশে দাঁড়ানো নারীই যে দরিদ্র সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী এ কথা লেখক বুঝতে পারেন। তার চোখে-মুখে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অবিরাম রাত্রি জাগরণের ছাপ। ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখা বাসি ফুল, হাত দিয়ে স্পর্শ করামাত্রই ঝরে যাবে।

০৪। মৃত্যুঞ্জয় প্রায় দেড় মাসের মতো শয্যাগত ছিল। এর মধ্যে প্রায় দশ-পনের দিন অচেতন অবস্থায় ছিল। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত জেগে সেবা, শুশ্রূষা, মমতা ও হৃদয়ের অপরিমিত প্রাণশক্তি দিয়ে বিলাসী তাকে বাঁচিয়ে তুলেছে। বিলাসী পাশে না দাঁড়ালে এমন রোগীকে বাঁচানো দুঃসাধ্য ছিল। নির্ভীক এই নারী সমাজের সকল ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে নিঃস্বার্থভাবে সেবা দিয়ে অসাধ্য সাধন করেছিল। পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি পল্লিগ্রামের মানুষের বিপদে আপদে ঔদাসীন্যের পরিচয় লেখক আলোচ্য অংশে অত্যন্ত তির্যক ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

০৫। লেখকের ফেরার সময় বিলাসী প্রদীপ হাতে এগিয়ে দিতে এসেছিল। ঘন-জঙ্গলের পথে সাপের ভয় থাকায় বিলাসীর মধ্যে কিছুটা উদ্বেগ ছিল। কিন্তু অসুস্থ মৃত্যুঞ্জয়কে একা ঘরে রেখে সমস্ত পথ লেখককে এগিয়ে দিতে তার মন সায় দিল না। কুড়ি-পঁচিশ বিঘার বিশাল বাগান অন্ধকার রাতে পার হতে লেখকের কিছুটা ভয় ভয় লাগছিল। কিন্তু পরক্ষণেই বিলাসীর কথা মনে হতেই তার সমস্ত ভয় দূর হয়ে গেল।

০৬। লেখক তাঁর এক আত্মীয়ের মৃত্যুকালের ঘটনা বর্ণনা করেছেন এখানে। স্বামীর মৃত্যুতে যিনি সহমরণে যেতে প্রস্তুত কিন্তু লাশ রেখে বাইরে যাবার কথা শুনেই প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেন তিনি।



CamScanner

## মূলপাঠ

বলিলাম, "অনেক কাজ, না গেলেই যে নয়।"

তিনি বলিলেন, "হোক কাজ, তুমি বসো।"

বলিলাম, "বসলে চলবে না, একবার খবর দিতেই হইবে", বলিয়া পা বাড়াইবামাত্রেই তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওরে বাপরে! আমি একলা থাকতে পারব না।"

কাজেই আবার বসিয়া পড়িতে হইল। কারণ, তখন বুঝিলাম, যে স্বামী জ্যান্ত থাকতে তিনি নির্ভয়ে পঁচিশ বৎসর একাকী ঘর করিয়াছেন, তাঁর মৃত্যুটা যদি-বা সহে তার মৃতদেহটা এই অন্ধকার রাত্রে পাঁচ মিনিটের জন্যও সহিবে না। বুক যদি কিছুতে ফাটে তো সে এই মৃত স্বামীর কাছে একলা থাকিলে। কিন্তু দুঃখটা তাহার তুচ্ছ করিয়া দেখানও আমার উদ্দেশ্য নহে। কিংবা তাহা খাঁটি নয় এ কথা বলাও আমার অভিপ্রায় নহে। কিংবা একজনের ব্যবহারেই তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল তাহাও নহে। কিন্তু এমন আরও অনেক ঘটনা জানি, যাহার উল্লেখ না করিয়াও আমি এই কথা বলিতে চাই যে, শুধু কর্তব্যজ্ঞানের জোরে অথবা বহুকাল ধরিয়া একসঙ্গে ঘর করার অধিকারেই এই ভয়টাকে কোনো মেয়েমানুষই অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা আর একটি শক্তি, যাহা বহু স্বামী-স্ত্রী একশ বৎসর একত্রে ঘর করার পরেও হয়ত তাহার কোনো সন্ধান পায় না।

কিন্তু সহসা সে শক্তির পরিচয় যখন কোনো নরনারীর কাছে পাওয়া যায়, তখন সমাজের আদালতে আসামি করিয়া তাহাদের দণ্ড দেওয়ার আবশ্যক যদি হয় তো হোক, কিন্তু মানুষের যে বস্তুটি সামাজিক নয়, সে নিজে যে ইহাদের দুঃখে গোপন অশ্রু বিসর্জন না করিয়া কোনো মতেই থাকিতে পারে না।—❼

প্রায় মাস দুই মৃত্যুঞ্জয়ের খবর লই নাই। যাঁহারা পল্লিগ্রাম দেখেন নাই, কিংবা ওই রেলগাড়ির জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিবেন এ কেমন কথা? এ কি কখনো সম্ভব হইতে পারে যে, অত বড় অসুখটা চোখে দেখিয়া আসিয়াও মাস-দুই আর তার খবরই নাই। তাহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে, এ শুধু সম্ভব নয়, এ-ই হইয়া থাকে। একজনের বিপদে পাড়াসুদ্ধ ঝাঁক বাঁধিয়া চুপচুপ হইয়া পড়ে, এই যে, একটা জনশ্রুতি আছে, জানি না তাহা সত্যযুগের পল্লিগ্রামে ছিল কি না, কিন্তু একালে তো কোথাও দেখিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি না। তবে তাহার মরার খবর যখন পাওয়া যায় নাই, তখন সে যে বাঁচিয়া আছে এ ঠিক।—❽

এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন কানে গেল, মৃত্যুঞ্জয়ের সেই বাগানের অংশীদার খুড়া তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছেন যে, গেল গেল, গ্রামটা এবার রসাতলে গেল। নালতের মিত্তির বলিয়া সমাজের আর তাঁর মুখ বাহির করিবার যো রহিল না- অকালকুষ্মাণ্ডটা একটা সাপুড়ের মেয়ে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে। আর শুধু নিকা নয়, তাও না হয় চুলায় যাক, তাহার হাতে ভাত পর্যন্ত খাইতেছে। গ্রামে যদি ইহার শাসন না থাকে তো বনে গিয়া বাস করিলেই তো হয়। কোড়োলা, হরিপুরের সমাজ একথা শুনিলে যে – ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন ছেলে বুড়ো সকলের মুখেই ওই এক কথা– আ্যাঁ এ হইল কী? কলি কি সত্যই উল্টাইতে বসিল।

খুড়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এ যে ঘটিবে তিনি অনেক আগেই জানিতেন। তিনি শুধু তামাশা দেখিতেছিলেন, কোথাকার জল কোথায় গিয়া পড়ে। নইলে পর নয়, প্রতিবেশী নয়, আপনার ভাইপো। তিনি কি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিতেন না? তাঁহার কি ডাক্তার-বৈদ্য দেখাইবার ক্ষমতা ছিল না? তবে কেন যে করেন নাই, এখন দেখুন সবাই। কিন্তু আর তো চুপ করিয়া থাকা যায় না। এ যে মিত্তির বংশের নাম ডুবিয়া যায়। গ্রামের যে মুখ পোড়ে।—❾

তখন আমরা গ্রামের লোক মিলিয়া যে কাজটা করিলাম, তাহা মনে করিলে আমি আজও লজ্জায় মরিয়া যাই। খুড়া চলিলেন নালতের মিত্তির বংশের অভিভাবক হইয়া, আর আমরা দশ-বারোজন সঙ্গে চলিলাম গ্রামের বদন দগ্ধ না হয় এইজন্য।

মৃত্যুঞ্জয়ের পোড়োবাড়িতে গিয়া যখন উপস্থিত হইলাম তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। মেয়েটি ভাঙা বারান্দায় একধারে রুটি গড়িতেছে। অকস্মাৎ লাঠিসোটা হাতে এতগুলি লোককে উঠানের ওপর দেখিয়া ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া গেল। খুড়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখলেন, মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে। চট করিয়া শিকলটা টানিয়া দিয়া সেই ভয়ে মৃতপ্রায় মেয়েটিকে সম্ভাষণ শুরু করিলেন। বলা বাহুল্য, জগতের কোনো খুড়া কোনো কালে বোধ করি ভাইপোর-স্ত্রীকে ওরূপ সম্ভাষণ করে নাই। সে এমনি যে, মেয়েটি হীন সাপুড়ের মেয়ে হইয়াও তাহা সহিতে পারিল না, চোখ তুলিয়া বলিল, বাবা আমারে বাবুর সাথে নিকা দিয়েছে জানো?

খুড়া বলিলেন তবে রে! ইত্যাদি ইত্যাদি এবং সঙ্গে সঙ্গেই দশ-বারোজন বীরদর্পে হুংকার দিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল। কেহ ধরিল চুলের মুঠি, কেহ ধরিল কান, কেহ ধরিল হাত-দুটো এবং যাহাদের সে সুযোগ ঘটিল না তাহারাও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল না।

কারণ, সংগ্রামস্থলে আমরা কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া থাকিতে পারি, আমাদের বিরুদ্ধে এত বড় দুর্নাম রটনা করিতে বোধ করি নারায়ণের কর্তৃপক্ষেরও চক্ষুলজ্জা হইবে।

এইখানে একটা অবান্তর কথা বলিয়া রাখি। শুনিয়াছি নাকি বিলাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছদেশে পুরুষদের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে, স্ত্রীলোক দুর্বল এবং নিরুপায় বলিয়া তাহার গায়ে হাত তুলিতে নাই। এ আবার একটা কী কথা! সনাতন হিন্দু এ কুসংস্কার মানে না। আমরা বলি যাহারই গায়ে জোর নাই, তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়। তা সে নরনারী যাই হোক না কেন।

মেয়েটি প্রথমেই সেই যা একবার আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল, তারপর একেবারে চুপ করিয়া গেল। কিন্তু আমরা যখন তাহাকে গ্রামের বাহিরে রাখিয়া আসিবার জন্য হিঁচড়াইয়া লইয়া চলিলাম, তখন মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, "বাবুরা, আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও আমি রুটিগুলো ঘরে দিয়ে আসি। বাইরে শিয়াল কুকুরে খেয়ে যাবে– রোগা মানুষ সমস্ত রাত খেতে পাবে না।"

মৃত্যুঞ্জয় রুদ্ধ ঘরের মধ্যে পাগলের মতো মাথা কুটিতে লাগিল, দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিল এবং শ্রাব্য-অশ্রাব্য বহুবিধ ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। কিন্তু আমরা তাহাতে তিলার্ধ বিচলিত হইলাম না। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য সমস্ত অকাতরে সহ্য করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম।—❿

## শব্দার্থ ও টীকা

◈ *"ওরে বাপরে! আমি একলা থাকতে পারব না।"* উক্তিটি দ্বারা লেখক তার আত্মীয়ের মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রীর ভয়ের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। ◈ *তুচ্ছ–* অতি সামান্য। ◈ *অভিপ্রায়– ইচ্ছা।* ◈ *ইহা আর একটি শক্তি–* উক্তিটি দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার প্রকৃত ভালোবাসার প্রসঙ্গকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ◈ *সহসা– হঠাৎ।* ◈ *সবিস্ময়ে–* আশ্চর্যান্বিত, বিস্মিত। ◈ *অবগতি–* অবহিতি, জ্ঞান, বোধ। ◈ *জনশ্রুতি–* লোকপরম্পরায় শোনা কথা, জনরব, লোকশ্রুতি। ◈ *তিলার্ধ–* তিল পরিমাণ সময়ের অর্ধ, মুহূর্তমাত্র। ◈ *সত্যযুগ–* হিন্দু পুরাণে বর্ণিত চার যুগের প্রথম যুগ যখন সমাজে অসত্য অন্যায় ছিল না। ◈ *রসাতলে গেল–* অধঃপাতে বা উচ্ছন্নে গেল।

◈ অকালকুষ্মাণ্ড– অসময়ে ফলেছে এমন কুমড়া। এখানে অকর্মণ্য ব্যক্তি। ◈ নিকা– আরবি শব্দ নিকাহ: বিয়ে। বিধবাবিবাহ বা পুনর্বার বিবাহ। ◈ *কলি–* হিন্দু পুরাণে বর্ণিত চার যুগের শেষ যুগ। পুরাণমতে, এ যুগে অন্যায়, অসত্য ও অধর্মের বাড়াবাড়ি ঘটবে। ◈ বদন দগ্ধ না হয়– মুখ যেন না পোড়ে। সুনাম যেন নষ্ট না হয়।

◈ *নারায়ণের কর্তৃপক্ষেরও চক্ষুলজ্জা হইবে–* কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে একদিকে সর্বভারতীয় রাজারা একপক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন নিরস্ত্র রথ-সারথি। সেখানে নারায়ণের নিরপেক্ষ আচরণ ছিল কাপুরুষ-সুলভ। সেই নারায়ণের পথাবলম্বীরাও এরূপ আচরণকে ভীরুতা বলতে লজ্জিত হবে। বাক্যাংশটিতে প্রকৃতপক্ষে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে যে– ওদের আচরণ এতই বর্বর ছিল যে তা কাপুরুষতার চেয়েও লজ্জাজনক ছিল। ◈ *বিলাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছদেশ–* ইংল্যান্ডসহ ইউরোপীয় দেশসমূহে যেখানে হিন্দু সমাজের আচারধর্মের কোনো বালাই নেই। ◈ *সনাতন হিন্দু এ কুসংস্কার মানে না–* এখানে হিন্দু ধর্মের সংস্কারচ্ছন্নতাকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। ◈ *শ্রাব্য-অশ্রাব্য–* শোনার যোগ্য ও অযোগ্য। শ্লীল-অশ্লীল অর্থে ব্যবহৃত।

## পাঠ পর্যালোচনা

০৭। যে স্বামীর সাথে একাকী পঁচিশ বছর সংসার করেছেন কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর অন্ধকার রাতে মৃতদেহটাকে পাঁচ মিনিটও সহ্য হয় না। কারো দুঃখ তুচ্ছ করে দেখানো লেখকের উদ্দেশ্য নয়। লেখকের মতে, কোনো কর্তব্যজ্ঞান বা অধিকারবোধই এই ভয়টাকে দূর করতে পারে না। এটি এমন একটি শক্তি যা হঠাৎ কোনো মানুষের মধ্যে দেখা গেলে সমাজ তখন তাকে আসামি করে দণ্ড দেওয়া আবশ্যক মনে করে।

০৮। লেখক প্রায় দুই মাস মৃত্যুঞ্জয়ের কোনো খোঁজ নিতে পারেননি। রেলগাড়ির জানালা থেকে গ্রামকে দেখে গ্রামের ভেতরের সমাজবাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় না। জনশ্রুতি আছে, গ্রামে একজনের বিপদে পুরো গ্রামবাসী সহযোগিতা করে। কিন্তু 'বিলাসী' গল্পের সমাজবাস্তবতায় লেখক এর কোনো বাস্তবভিত্তি খুঁজে পাননি।

০৯। মৃত্যুঞ্জয় সাপুড়ের মেয়ে বিলাসীকে বিয়ে করায় এবং তার হাতে ভাত খাওয়ায় জ্ঞাতি খুড়া গ্রামটা রসাতলে গেল বলে তোলপাড় বাধিয়ে ফেলেন। এই সামাজিক অনাচার ও গর্হিত কাজের জন্য গ্রামে তার আর মান-সম্মান রইল না। অসুস্থ থাকাকালীন যে খুড়া একদিন খোঁজ নেয়নি সে এখন তার মান-সম্মানের জন্য অতিশয় সচেতন হয়ে উঠেছেন। তিনি নাকি তামাশা দেখার জন্যই এতদিন অপেক্ষা করেছিলেন।

১০। এই অনাচার সহ্য করতে না পেরে খুড়া এক সন্ধ্যায় আরো দশ-বারোজন লোক সঙ্গে নিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের পোড়োবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বিলাসী তখন অসুস্থ মৃত্যুঞ্জয়ের জন্য রুটি বানাচ্ছিল। সবাই মিলে বিলাসীকে অনেক গালাগালি ও শারীরিকভাবে হেনস্ত করে। সেই সময় লেখকও কাপুরুষের মতো সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সবাই মিলে সেদিন বিলাসীকে মারধর করে গ্রামের বাইরে রেখে এসেছিল। অসুস্থ মৃত্যুঞ্জয় ঘরের মধ্যে বন্দি থেকে শুধু মাথা কুটেছিল। বিলাত বা ম্লেচ্ছদেশে একটা কুসংস্কার আছে যে, সেখানে অবলা ও দুর্বল বলে নারীদের গায়ে হাত দেওয়া হয় না। কিন্তু সনাতন ধর্মের রক্ষকরা সেদিন অবলা বিলাসীর উপর অমানবিক অত্যাচার করেছিল।



CamScanner

## মূলপাঠ

চলিলাম বলিতেছি, কেননা, আমিও বরাবর সঙ্গে ছিলাম, কিন্তু কোথায় আমার মধ্যে একটুখানি দুর্বলতা ছিল, আমি তার গায়ে হাত দিতে পারি নাই। বরঞ্চ কেমন যেন কান্না পাইতে লাগিল। সে যে অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে এবং তাহাকে গ্রামের বাহির করাই উচিত বটে, কিন্তু এটাই যে আমরা ভালো কাজ করিতেছি সেও কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার কথা থাক।

আপনারা মনে করিবেন না, পল্লিগ্রামে উদারতার একান্ত অভাব। মোটেই না। বরঞ্চ বড়লোক হইলে আমরা এমন সব ঔদার্য প্রকাশ করি যে, শুনিলে আপনারা অবাক হইয়া যাইবেন।

এই মৃত্যুঞ্জয়টাই যদি না তাহার হাতে ভাত খাইয়া অমার্জনীয় অপরাধ করিত তাহা হইলে তো আমাদের এত রাগ হইত না। আর কায়েতের ছেলের সঙ্গে সাপুড়ের মেয়ের নিকা– এ তো একটা হাসিয়া উড়াইবার কথা কিন্তু কাল করিল যে ওই ভাত খাইয়া। হোক না সে আড়াই মাসের রোগী, হোক না সে শয্যাশায়ী কিন্তু তাই বলিয়া ভাত! লুচি নয়, সন্দেশ নয়, পাঁঠার মাংস নয়। ভাত খাওয়া যে অন্ন-পাপ। সে তো আর সত্য সত্যই মাপ করা যায় না। তা নইলে পল্লিগাঁয়ের লোক সংকীর্ণচিত্ত নয়। চার ক্রোশ হাঁটা বিদ্যা যেসব ছেলের পেটে তারাই তো একদিন বড় হইয়া সমাজের মাথা হয়। দেবী বীণাপাণির বরে সংকীর্ণতা তাহাদের মধ্যে আসিবে কী করিয়া!

এই তো ইহারই কিছুদিন পরে, প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধূ মনের বৈরাগ্যে বছর দুই কাশীবাস করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন নিন্দুকেরা কানাকানি করিতে লাগিল যে, অর্ধেক সম্পত্তি ওই বিধবার এবং পাছে তাহা বেহাত হয় এই ভয়েই ছোটবাবু অনেক চেষ্টা, অনেক পরিশ্রমের পর বৌঠানকে যেখান হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, সেটা কাশীই বটে। যাই হোক, ছোটবাবু তাহার স্বাভাবিক ঔদার্যে গ্রামের বারোয়ারি পূজাবাদ দুইশত টাকা দান করিয়া, পাঁচখানা গ্রামের ব্রাহ্মণের সদক্ষিণা-উত্তর ফলাহারের পর, প্রত্যেক সদব্রাহ্মণের হাতে যখন একটা করিয়া কাঁসার গেলাস দিয়া বিদায় করিলেন, তখন ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এমনকি, পথে আসিতে অনেকেই দশের এবং দেশের কল্যাণের নিমিত্ত কামনা করিতে লাগিলেন, এমন সব যারা বড়লোক তাদের বাড়িতে বাড়িতে, মাসে মাসে এমন সদানুষ্ঠানের আয়োজন হয় না কেন? কিন্তু যাক। মহত্ত্বের কাহিনি আমাদের অনেক আছে। যুগে যুগে সঞ্চিত হইয়া প্রায় প্রত্যেক পল্লিবাসীর দ্বারেই স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে। এই দক্ষিণ বঙ্গের অনেক পল্লিতে অনেকদিন ঘুরিয়া গৌরব করিবার মত অনেক বড় বড় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। চরিত্রেই বল, ধর্মেই বল, সমাজেই বল, আর বিদ্যাতেই বল, শিক্ষা একেবারেই পুরা হইয়া আছে; এখন শুধু ইংরাজকে কষিয়া গালিগালাজ করিতে পারিলে দেশটা উদ্ধার হইয়া যায়।—— (11)

বৎসরখানেক গত হইয়াছে। মশার কামড় আর সহ্য করিতে না পারিয়া সবেমাত্র সন্ন্যাসীগিরিতে ইস্তফা দিয়া ঘরে ফিরিয়াছি। একদিন দুপুরবেলা ক্রোশ দুই দূরের মালোপাড়ার ভিতর দিয়া চলিয়াছি, হঠাৎ দেখি, একটা কুটিরের দ্বারে বসিয়া মৃত্যুঞ্জয়। তাহার মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, বড় বড় দাড়ি-চুল, গলায় রুদ্রাক্ষ ও পুঁতির মালা– কে বলিবে এ আমাদের সেই মৃত্যুঞ্জয়। কায়স্থের ছেলে একটা বছরের মধ্যেই জাত দিয়া একেবারে পুরাদস্তুর সাপুড়ে হইয়া গিয়াছে। মানুষ কত শীঘ্র যে তাহার চৌদ্দ পুরুষের জাতটা বিসর্জন দিয়া আর একটা জাত হইয়া উঠিতে পারে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। ব্রাহ্মণের ছেলে মেথরানি বিবাহ করিয়া মেথর হইয়া গেছে এবং তাহাদের ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, এ বোধ করি আপনারা সবাই শুনিয়াছেন। আমি সদব্রাহ্মণের ছেলেকে এন্ট্রান্স পাস করার পরেও ডোমের মেয়ে বিবাহ করিয়া ডোম হইতে দেখিয়াছি। এখন সে ধুচুনি কুলো বুনিয়া বিক্রয় করে, শুয়ার চরায়। ভালো কায়স্থ-সন্তানকে কসাইয়ের মেয়ে বিবাহ করিয়া কসাই হইয়া যাইতেও দেখিয়াছি। আজ সে স্বহস্তে গরু কাটিয়া বিক্রয় করে– তাহাকে দেখিয়া কাহার সাধ্য বলে, কোনো কালে সে কসাই ভিন্ন আর কিছু ছিল। কিন্তু সকলেরই ওই একই হেতু। আমার তাই তো মনে হয়, এমন করিয়া এত সহজে পুরুষকে যাহারা টানিয়া নামাইতে পারে তাহারা কি এমনিই অবলীলাক্রমে তাহাদের ঠেলিয়া উপরে তুলিতে পারে না? যে পল্লিগ্রামের পুরুষদের সুখ্যাতিতে আজ পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছি, গৌরবটা কি একা শুধু তাহাদেরই? শুধু নিজেদের জোরেই এত দ্রুত নিচের দিকে নামিয়া চলিয়াছে। অন্দরের দিক হইতে কি এতটুকু উৎসাহ, এতটুকু সাহায্য আসে না?

কিন্তু যাক। ঝোঁকের মাথায়, হয়ত বা অনধিকারচর্চা করিয়া বসিব। কিন্তু আমার মুশকিল হইয়াছে যে, আমি কোনোমতেই ভুলিতে পারি না, দেশের নব্বই জন নরনারীই ওই পল্লিগ্রামেরই মানুষ এবং সেই জন্য কিছু একটা আমাদের করা চাই-ই। যাক। বলিতেছিলাম যে, দেখিয়া কে বলিবে এ সেই মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু আমাকে সে খাতির করিয়া বসাইল। বিলাসী পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া সেও ভারি খুশি হইয়া বার বার বলিতে লাগিল, "তুমি না আগলালে সে রাত্তিরে আমাকে তারা মেরেই ফেলত। আমার জন্য না জানি কত মার তুমি খেয়েছিলে।"

কথায় কথায় শুনিলাম, পরদিনই তাহারা এখানে উঠিয়া আসিয়া ক্রমশ ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে এবং সুখে আছে। সুখে যে আছে একথা আমাকে বলার প্রয়োজন ছিল না, শুধু তাহদের মুখের পানে চাহিয়াই আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম।—— (12)

## শব্দার্থ ও টীকা

◈ *দেবী বীণাপাণির বরে সংকীর্ণতা তাহাদের মধ্যে আসিবে কী করিয়া–* এখানে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে– দেবী সরস্বতীর প্রকৃত মান্যতার অভাবে এরা সংকীর্ণতাসর্বস্ব হয়ে পড়েছে। ◈ *সাপুড়ে–* সাপুড়ে একটি পেশাভিত্তিক জনগোষ্ঠী, যারা বনে-বাদাড়ে সাপ ধরে এবং ধৃত সাপের বিষ ও চামড়া বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করে। ◈ *অন্ন-পাপ–* সেকালে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে বিভিন্ন কুসংস্কারের মধ্যে অন্যতম ছিল 'অন্নপাপ' নামক প্রচলিত ধারণা। অন্নপাপ বলতে সমাজের উঁচু জাতের অন্তর্ভুক্ত কেউ নিচু জাতের কারো হাতে ভাত খাওয়াকে বোঝায়। হিন্দুসমাজের ধারণা অনুযায়ী এ পাপের কোনো প্রায়শ্চিত্ত হয় না এবং এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। ◈ *প্রাতঃস্মরণীয়–* প্রাতঃকালে স্মরণ করার যোগ্য। অতি শ্রদ্ধেয়। ◈ *সেটা কাশীই বটে–* কাশী ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত বিখ্যাত ও সুপ্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। সেখানে সাধু-সন্ত-পুণ্যার্থীর সমাবেশ যেমন হয় তেমনি দুশ্চরিত্র লোকজনের আখড়াও সেখানে জমে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধূকে যেখান থেকে উদ্ধার করে আনা হয়েছিল তা কাশী হলেও তীর্থস্থান ছিল না বরং পতিতালয় বা অনুরূপ কোনো স্থান ছিল। এখানে সেই ইঙ্গিতই করা হয়েছে। ◈ *বারওয়ারি–* অনেকের সমবেত চেষ্টায় যা করা হয়। সর্বজনীন। বারোয়ারি। ◈ *সদক্ষিণা–* পুরোহিতের সম্মানী বা সেলামি। ◈ ফলাহার– জলযোগ। ফলার। ◈ *ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল–* সকলে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। ◈ *মহত্ত্বের কাহিনি–* মহানুভবতার কথা। ব্যাঙ্গার্থে নীচতার কাহিনি। ◈ *এন্ট্রান্স–* প্রবেশিকা পরীক্ষা। বর্তমান মাধ্যমিক পরীক্ষার সমতুল্য। ◈ *ধুচুনি–* চাল ইত্যাদি ধোয়ার জন্য বহু ছিদ্রবিশিষ্ট বাঁশের ঝুড়ি। ◈ *পঞ্চমুখ–* পাঁচ মুখে যে কথা বলে। মুখর। ◈ *পল্লিগ্রামের পুরুষদের সুখ্যাতিতে–* ব্যঙ্গ করে সুখ্যাতি বলা হয়েছে। বস্তুত লেখক গ্রামের পুরুষদের সমালোচনা ও নিন্দা করেছেন। ◈ অনধিকারচর্চা– যে বিষয়ে আলোচনা করার যোগ্যতা নেই সেই বিষয়ে আলোচনা করা। ◈ *ক্রমশ–* পর্যায়ক্রমে বা ক্রমাগত। ◈ *রুদ্রাক্ষ–* ক্রান্তীয় অঞ্চলের অরণ্যে জাত এক শীতকালে ফোটে এমন রোমশ সাদা ছোটো ফুল ও গোলাকার রসালো ফল। এর বীজ জপমালা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

## পাঠ পর্যালোচনা

১১। পাড়া-প্রতিবেশীর বিপদে-আপদে পল্লিগ্রামের মানুষের ঔদাসীন্য লেখক এখানে অত্যন্ত তির্যক ভাষায় প্রকাশ করেছেন। পল্লিগ্রামে বর্ণবাদের অভিশাপ ছিল। অর্থাৎ সমাজে উঁচুনিচু ভেদাভেদ ছিল। নিম্নশ্রেণির হওয়ায় বিলাসীর উপর নেমে এসেছে অমানবিক নির্যাতন। তাই খুড়া তার দলবল নিয়ে বিলাসীর উপর চড়াও হয়েছে। অন্যদিকে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধূ দুই বছর কাশীবাস করে গ্রামে ফিরে এলেও দান-দক্ষিণার জোরে গ্রামে ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছিল। এখানে রক্ষণশীল সমাজ ও সমাজপতিদের স্বার্থপরতা প্রকাশ পেয়েছে। কায়েতের ছেলের সাপুড়ের মেয়ে বিয়ে করা তো সামান্য বিষয়। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বিলাসীর হাতে ভাত খেয়ে অমার্জনীয় অপরাধ করেছে। সে অন্নপাপী, হিন্দু ধর্মমতে যা ছিল অত্যন্ত গর্হিত কাজ, তার কোনো ক্ষমা নেই।

১২। বিলাসীর সাথে ঐ ঘটনার প্রায় বছরখানেক পর মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে লেখকের দেখা হয় মালোপাড়ার ভেতরে। লেখকও নিজের সন্ন্যাস জীবন ইস্তফা দিয়ে নিজ গ্রামে চলে এসেছেন। আর মৃত্যুঞ্জয় লেখাপড়া বাদ দিয়ে বিলাসীর সঙ্গে দাম্পত্য জীবন শুরু করেছে। নিজের জাত বিসর্জন দিয়ে সে এখন পুরোপুরি সাপুড়ে হয়ে উঠেছে। বিলাসী লেখককে দেখে খুশি হলেন। সে রাতে লেখক তাকে না বাঁচালে হয়তো বিপদ হয়ে যেত। সে ঘটনার পর তারা এখানে এসে সংসার পেতেছে।



CamScanner

## মূলপাঠ

তাই শুনিলাম, আজ কোথায় নাকি তাহাদের সাপ ধরার বায়না আছে এবং তাহারা প্রস্তুত হইয়াছে, আমিও অমনি সঙ্গে যাইবার জন্য লাফাইয়া উঠিলাম। ছেলেবেলা হইতেই দুটা জিনিসের ওপর আমার প্রবল শখ ছিল। এক ছিল গোখরা সাপ ধরিয়া পোষা, আর ছিল মন্ত্র-সিদ্ধ হওয়া।

সিদ্ধা হওয়ার উপায় তখনও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কে ওস্তাদ লাভ করিবার আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। সে তাহার নামজাদা শ্বশুরের শিষ্য, সুতরাং মস্ত লোক। আমার ভাগ্য যে অকস্মাৎ এমন প্রসন্ন হইয়া উঠিবে তাহা কে ভাবিতে পারিত?

কিন্তু শক্ত কাজ এবং ভয়ের কারণ আছে বলিয়া প্রথমে তাহারা উভয়েই আপত্তি করিল, কিন্তু আমি এমনি নাছোড়বান্দা হইয়া উঠিলাম যে, মাস খানেকের মধ্যে আমাকে সাগরেদ করিতে মৃত্যুঞ্জয় পথ পাইল না। সাপ ধরার মন্ত্র এবং হিসাব শিখাইয়া দিল এবং কবজিতে ওষুধ সমেত মাদুলি বাঁধিয়া দিয়া দস্তুরমত সাপুড়ে বানাইয়া তুলিল।

মন্ত্রটা কি জানেন? তার শেষটা আমার মনে আছে–

–ওরে কেউটে তুই মনসার বাহন–
মনসা দেবী আমার মা–
ওলটপালট পাতাল-ফোঁড়–
ঢোঁড়ার বিষ তুই নে, তোর বিষ ঢোঁড়ারে দে–
–দুধরাজ, মণিরাজ।
কার আজ্ঞা-বিষহরির আজ্ঞা।

ইহার মানে যে কী তাহা আমি জানি না। কারণ, যিনি এই মন্ত্রের‌ও দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন– নিশ্চয় কেহ না কেহ ছিলেন– তাঁর সাক্ষাৎ কখনও পাই নাই।

অবশেষে একদিন এই মন্ত্রের সত্য মিথ্যার চরম মীমাংসা হইয়া গেল বটে, কিন্তু যতদিন না হইল ততদিন সাপ ধরার জন্য চতুর্দিকে প্রসিদ্ধ হইয়া গেলাম। সবাই বলাবলি করিতে লাগিল, হ্যাঁ, ন্যাড়া একজন গুণী লোক বটে। সন্ন্যাসী অবস্থায় কামাখ্যায় গিয়া সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। এতটুকু বয়সের মধ্যে এত বড় ওস্তাদ হইয়া অহংকারে আমার মাটিতে পা পড়ে না, এমনি যো হইল।—— ⑬

বিশ্বাস করিল না শুধু দুই জন। আমার গুরু যে, সে তো ভালো মন্দ কোনো কথাই বলিত না। কিন্তু বিলাসী মাঝে মাঝে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিত, ঠাকুর, এসব ভয়ংকর জানোয়ার, একটু সাবধানে নাড়াচাড়া করো। বস্তুত বিষদাঁত ভাঙা, সাপের মুখ হইতে বিষ বাহির করা প্রভৃতি কাজগুলো এমনি অবহেলার সহিত করিতে শুরু করিয়াছিলাম যে, সেসব মনে পড়িলে আমার আজও গা কাঁপে।

আসলে কথা হইতেছে এই যে, সাপ ধরাও কঠিন নয় এবং ধরা সাপ দুই চারদিন হাঁড়িতে পুরিয়া রাখার পরে তাহার বিষদাঁত ভাঙাই হোক আর নাই হোক, কিছুতেই কামড়াইতে চাহে না। চক্র তুলিয়া কামড়াইবার ভান করে, ভয় দেখায়, কিন্তু কামড়ায় না।

মাঝে মাঝে আমাদের গুরুশিষ্যের সহিত বিলাসী তর্ক করিত। সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা শিকড় বিক্রি করা, যা দেখাইবামাত্র সাপ পালাইতে পথ পায় না। কিন্তু তার পূর্বে সামান্য একটু কাজ করিতে হইত। যে সাপটা শিকড় দেখিয়া পালাইবে, তাহার মুখে একটা লোহার শিক পুড়াইয়া বার কয়েক ছ্যাঁকা দিতে হয়। তারপর তাহাকে শিকড়ই দেখান হোক বা একটা কাঠিই দেখান হোক, সে কোথায় পালাইবে তা ভাবিয়া পায় না। এই কাজটার বিরুদ্ধে বিলাসী ভয়ানক আপত্তি করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে বলিত, "দেখ, এমন করে মানুষ ঠকায়ো না।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিত, "সবাই করে– এতে দোষ কী?"

বিলাসী বলিত, "করুক গে সবাই। আমাদের তো খাবার ভাবনা নেই, আমরা কেন মিছামিছি লোক ঠকাতে যাই।"

আর একটা জিনিস আমি বারবার লক্ষ করিয়াছি। সাপ ধরার বায়না আসিলেই বিলাসী নানাপ্রকারে বাধা দিবার চেষ্টা করিত- আজ শনিবার, আজ মঙ্গলবার, এমনি কত কি। মৃত্যুঞ্জয় উপস্থিত না থাকিলে সে তো একবারেই ভাগাইয়া দিত, কিন্তু উপস্থিত থাকিলে মৃত্যুঞ্জয় নগদ টাকার লোভ সামলাইতে পারিত না। আর আমার তো একরকম নেশার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নানাপ্রকারে তাহাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিতাম না। বস্তুত ইহার মধ্যে মজা ছাড়া ভয় যে কোথায় ছিল, এ আমাদের মনেই স্থান পাইত না। কিন্তু এই পাপের দণ্ড আমাকে একদিন ভালো করিয়াই দিতে হইল।

সেদিন ক্রোশ-দেড়েক দূরে এক গোয়ালার বাড়িতে সাপ ধরিতে গিয়াছি। বিলাসী বরাবরই সঙ্গে যাইত, আজও সঙ্গে ছিল। মেটে ঘরের মেঝে খানিকটা খুঁড়িতেই একটা গর্তের চিহ্ন পাওয়া গেল। আমরা কেহই লক্ষ করি নাই, কিন্তু বিলাসী সাপুড়ের মেয়ে– সে হেঁট হইয়া কয়েক টুকরা কাগজ তুলিয়া লইয়া আমাকে বলিল, "ঠাকুর, একটু সাবধানে খুঁড়ো। সাপ একটা নয় একজোড়া তো আছে বটেই হয়ত বা বেশি থাকিতে পারে।"

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, "এরা যে বলে একটাই এসে ঢুকেছে। একটাই দেখতে পাওয়া গেছে।"

বিলাসী কাগজ দেখাইয়া কহিল, "দেখছ না বাসা করেছিল?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "কাগজ তো ইঁদুরেও আনতে পারে।"

বিলাসী কহিল, "দু-ই হতে পারে। কিন্তু দুটো আছে আমি বলছি।"—— ⑭

## শব্দার্থ ও টীকা

◈ **মন্ত্রসিদ্ধ**– মন্ত্র সাধনায় সিদ্ধি অর্জন করেছেন এমন যার উচ্চারিত মন্ত্র অব্যর্থভাবে কার্যকর।
◈ **ওস্তাদ**– গুরু, শিক্ষক। এখানে সাপ ধরার গুরু হিসেবে বিবেচ্য
◈ **মনসা**– হিন্দু ধর্মানুসারে সাপের দেবী।
◈ **মন্ত্রের দ্রষ্টা**– যিনি প্রথম মন্ত্র লাভ করেন। মন্ত্র সম্পর্কে সাধারণ লোকবিশ্বাস এই যে, মন্ত্র কেউ তৈরি করেন না। তা কোনো ভাগ্যবান দৈববলে পেয়ে থাকেন। যাঁর কাছে প্রথম মন্ত্র আবির্ভূত হয় তিনিই মন্ত্রদ্রষ্টা।
◈ **নামজাদা**– নামডাক আছে এমন।
◈ **শিষ্য**– কোনো গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছে এমন, সাগরেদ।
◈ **কামাখ্যা**– ভারতের আসাম রাজ্যে অবস্থিত প্রাচীন তীর্থস্থান। তান্ত্রিক সাধক ও উপাসকদের তন্ত্রমন্ত্র সাধনার জন্য বিখ্যাত।
◈ **খরিশ গোখরা**– খুব বিষাক্ত এক প্রজাতির গোখরা সাপ।
◈ **প্রসন্ন**– সন্তুষ্ট। [প্র + সদ্ + ত = প্রসন্ন]।
◈ **শক্ত কাজ**– কঠিন কাজ।
◈ **আপত্তি**– অসম্মতি।
◈ **নাছোড়বান্দা**– সহজে ছাড়তে চায় না এমন লোক।
◈ **মাদুলি**– ক্ষুদ্র মাদলাকৃতি কবচ।
◈ **কবজি**– করতলের গোড়ার অংশ।
◈ **দস্তুরমত**– রীতিমতো।
◈ **বিষহরি**– বিষ হরণকারী।
◈ **মীমাংসা**– ফয়সালা।
◈ **চতুর্দিকে**– চারিদিকে।
◈ **প্রসিদ্ধ**– বিখ্যাত, ব্যাপকভাবে পরিচিত।
◈ **ভয়ংকর**– ভীতিপ্রদ, ভীষণ, ভয়ানক।
◈ **জানোয়ার**– নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না কিন্তু চলাচল করতে পারে এমন প্রাণী, পশু, জন্তু।
◈ **গা কাঁপে**– শরীর শিহরিত হয়।
◈ **চক্র তুলিয়া**– ফণা তুলে।
◈ **সহিত**– সাথে।
◈ **'দেখ, এমন করে মানুষ ঠকায়ো না।'**– বিলাসী মৃত্যুঞ্জয়কে উদ্দেশ্য করে বলে। কেননা সাপের খেলা দেখিয়ে শিকড় বিক্রি করা লোক ঠকানো কাজ। এতে বিলাসীর সৎ মানসিকতার পরিচয় মেলে।
◈ **আমরা কেন মিছামিছি লোক ঠকাতে যাই।**– সাপের খেলা দেখিয়ে শিকড় বিক্রি করা লোক ঠকানো ব্যবসা। তাই বিলাসী বলে আমাদের তো ভাতের অভাব নেই, কেন আমরা মিছামিছি লোক ঠকাতে যাই।
◈ **নানাপ্রকারে**– বিভিন্নভাবে।
◈ **ভাগানো**– তাড়িয়ে দেওয়া, পালাইতে বাধ্য করা।
◈ **নেশা**– কোনো কিছুতে প্রবল আসক্তি। **উত্তেজিত**– ক্রোধান্বিত।

## পাঠ পর্যালোচনা

১৩। বিলাসী লেখককে দেখে খুশি হলেন। সে রাতে লেখক তাকে না বাঁচালে হয়তো বিপদ হয়ে যেত। সে ঘটনার পর তারা এখানে এসে সংসার পেতেছে। আর মৃত্যুঞ্জয় তার নামজাদা শ্বশুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে মহা উৎসাহে সাপ ধরার কাজে নিয়োজিত হয়েছে। লেখকও সাপ ধরার কৌশল শেখার জন্য মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে বায়না ধরে। প্রথমে আপত্তি করলেও মাস খানেকের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় লেখককে সাগরেদ করতে বাধ্য হয়। অল্পদিনের মধ্যেই লেখকের সাপ ধরার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল।

১৪। মাঝেমাঝে গুরুশিষ্যের তর্ক লেগে যেত। বিলাসী লোক ঠকানো নিয়ে আপত্তি করত। এমনকি সাপ ধরার বায়না এলেও বিলাসী নানাভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করত। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় নগদ টাকার লোভ সামলাতে পারত না। এক পর্যায়ে সাপ ধরা তাদের কাছে নেশার মতো হয়ে গিয়েছিল। একদিন ক্রোশ-দেড়েক দূরে এক গোয়ালার বাড়িতে সাপ ধরতে গিয়ে বাধে বিপত্তি। মেটে মেঝের কিছুটা খুড়তেই সাপের গর্তের দেখা মিলল।



CamScanner

## মূলপাঠ

বস্তুতিক বিলাসীর কথাই ফলিল এবং মর্মান্তিকভাবেই সেদিন ফলিল। মিনিট দশেকের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড খরিশ গোখরো ধরিয়া ফেলিয়া মৃত্যুঞ্জয় আমার হাতে দিল। কিন্তু সেটাকে ঝাঁপির মধ্যে পুরিয়া ফিরিতে না ফিরিতেই মৃত্যুঞ্জয় 'উঃ' করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতের উল্টা পিঠ দিয়া ঝরঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

প্রথমটা যেন সবাই হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কারণ সাপ ধরিতে গেলে সে পলাইবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া বরঞ্চ গর্ত হইতে একহাত মুখ বাহির করিয়া দংশন করে, এমন অভাবনীয় ব্যাপার জীবনে এই একটিবার দেখিয়াছি। পরক্ষণেই বিলাসী চিৎকার করিয়া ছুটিয়া গিয়া আঁচল দিয়া তাহার হাতটা বাঁধিয়া ফেলিল এবং যত রকমের শিকড়-বাকড় সে সঙ্গে আনিয়াছিল সমস্তই তাহাকে চিবাইতে দিল। মৃত্যুঞ্জয়ের নিজের মাদুলি তো ছিলই, তাহার উপরে আমার মাদুলিটাও খুলিয়া তাহার হাতে বাঁধিয়া দিলাম। আশা, বিষ ইহার ঊর্ধ্বে আর উঠিবে না, বরং সেই 'বিষহরির আজ্ঞা' মন্ত্রটা সজোরে বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। চতুর্দিকে ভিড় জমিয়া গেল এবং এ অঞ্চলের মধ্যে যেখানে যত গুণী ব্যক্তি আছেন সকলকে খবর দিবার জন্য দিকে দিকে লোক ছুটিল। বিলাসীর বাপকে সংবাদ দিবার জন্য লোক গেল।

আমার মন্ত্র পড়ার আর বিরাম নাই, কিন্তু ঠিক সুবিধা হইতেছে বলিয়া মনে হইল না। তথাপি আবৃত্তি সমভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু মিনিট পনের কুড়ি পরেই যখন মৃত্যুঞ্জয় একবার বমি করিয়া দিল, তখন বিলাসী মাটির ওপর একবারে আছাড় খাইয়া পড়িল। আমিও বুঝিলাম, বিষহরির দোহাই বুঝি-বা আর খাটে না।

নিকটবর্তী আরও দুই চারিজন ওস্তাদ আসিয়া পড়িলেন এবং আমরা কখনও-বা একসঙ্গে কখনও আলাদা তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর দোহাই পাড়িতে লাগিলাম। কিন্তু বিষ দোহাই মানিল না, রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল। যখন দেখা গেল ভালো কথায় হইবে না, তখন তিন-চারজন ওঝা মিলিয়া বিষকে এমনি অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ করিতে লাগিল যে, বিষের কান থাকিলে সে মৃত্যুঞ্জয় তো মৃত্যুঞ্জয়, সেদিন দেশ ছাড়িয়া পলাইত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আরও আধ ঘণ্টা ধস্তাধস্তির পরে রোগী তাহার বাপ মায়ের দেওয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম, তাহার শ্বশুরের দেওয়া মন্ত্রৌষধি সমস্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া ইহলোকের লীলা সাঙ্গ করিল। বিলাসী তাহার স্বামীর মাথাটা কোলে করিয়া বসিয়াছিল সে যেন একেবারে পাথর হইয়া গেল। —— ⑮

যাক, তাহার দুঃখের কাহিনিটি আর বাড়াইব না। কেবল এইটুকু বলিয়া শেষ করিব যে, সে সাত দিনের বেশি বাঁচিয়া থাকাটা সহিতে পারিল না। আমাকে শুধু একদিন বলিয়াছিল, ঠাকুর আমার মাথার দিব্যি রইল, এসব তুমি আর কখনও করো না।

আমার মাদুলি-কবচ তো মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে কবরে গিয়াছিল, ছিল শুধু বিষহরির আজ্ঞা। কিন্তু সে আজ্ঞা যে ম্যাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা নহে এবং সাপের বিষ যে বাঙালির বিষ নয়, তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম।

একদিন গিয়া শুনিলাম, ঘরে তো আর বিষের অভাব ছিল না, বিলাসী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে এবং শাস্ত্রমতে সে নিশ্চয় নরকে গিয়াছে। কিন্তু যেখানেই যাক, আমার নিজের যখন যাইবার সময় আসিবে, তখন ওইরূপ কোনো একটা নরকে যাওয়ার প্রস্তাবে পিছাইয়া দাঁড়াইব না, এইমাত্র বলিতে পারি। —— ⑯

খুড়া মশাই যোল আনা বাগান দখল করিয়া অত্যন্ত বিজ্ঞের মতো চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ওর যদি না অপঘাত-মৃত্যু হবে, তো হবে কার? পুরুষমানুষ অমন একটা ছেড়ে দশটা করুক না, তাতে তো তেমন আসে যায় না– না হয় একটু নিন্দাই হতো। কিন্তু হাতে ভাত খেয়ে মরতে গেলি কেন? নিজে মলো, আমার পর্যন্ত মাথা হেঁট করে গেল। না পেলে এক ফোঁটা আগুন, না পেলে একটা পিণ্ডি, না হলো একটা ভুজ্যি উচ্ছুগ্যু। গ্রামের লোক একবাক্যে বলিতে লাগিল, তাহাতে আর সন্দেহ কী! অন্নপাপ। বাপ রে! এর কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে।

বিলাসীর আত্মহত্যার ব্যাপারটা অনেকের কাছে পরিহাসের বিষয় হইল। আমি প্রায় ভাবি, এ অপরাধ হয়ত ইহারা উভয়েই করিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় তো পল্লিগ্রামেরই ছেলে, পাড়াগাঁয়ের তেলে-জলেই তো মানুষ। তবু অত বড় দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত করিয়াছিল তাহাকে যে বস্তুটা সেটা কেহ একবার চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইল না?—— ⑰

আমার মনে হয়, যে দেশের নরনারীর মধ্যে পরস্পরের হৃদয় জয় করিয়া বিবাহ করিবার রীতি নাই, বরঞ্চ তাহা নিন্দার সামগ্রী, যে দেশে নরনারী আশা করিবার সৌভাগ্য, আকাঙ্ক্ষা করিবার ভয়ংকর আনন্দ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত, যাহাদের জয়ের গর্ব, পরাজয়ের ব্যথা কোনোটাই জীবনে একটিবারও বহন করিতে হয় না, যাহাদের ভুল করিবার দুঃখ, আর ভুল না করিবার আত্মপ্রসাদ, কিছুরই বালাই নাই, যাহাদের প্রাচীন এবং বহুদর্শী বিজ্ঞ সমাজ সর্ব প্রকারের হাঙ্গামা হইতে অত্যন্ত সাবধানে দেশের লোককে তফাৎ করিয়া, আজীবন কেবল ভালোটি হইয়া থাকিবারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাই বিবাহ ব্যাপারটা যাহাদের শুধু নিছক contract তা সে যতই কেননা বৈদিক মন্ত্র দিয়া Document পাকা করা হোক, সে দেশের লোকের সাধ্যই নাই মৃত্যুঞ্জয়ের অন্নপাপের কারণ বোঝে। বিলাসীকে যাঁহারা পরিহাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা সাধু গৃহস্থ এবং সাধ্বী গৃহিণী– অক্ষয় সতীলোক তাঁহারা সবাই পাইবেন, তাও আমি জানি কিন্তু সেই সাপুড়ে মেয়েটি যখন একটি পীড়িত শয্যাগত লোককে তিল তিল করিয়া জয় করিতেছিল, তাহার তখনকার সেই গৌরবের কণামাত্র হয়ত আজিও ইঁহাদের কেহ চোখে দেখেন নাই। মৃত্যুঞ্জয় হয়ত নিতান্তই একটা তুচ্ছ মানুষ ছিল, কিন্তু তাহার হৃদয় জয় করিয়া দখল করার আনন্দটাও তুচ্ছ নয়, সে সম্পদও অকিঞ্চিৎকর নহে। —— ⑱

এই বস্তুটাই এ দেশের লোকের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমি ভূদেববাবুর পারিবারিক প্রবন্ধেরও দোষ দিব না এবং শাস্ত্রীয় তথা সামাজিক বিধি-ব্যবস্থারও নিন্দা করিব না। করিলেও মুখের ওপর কড়া জবাব দিয়া যাঁহারা বলিবেন, এই হিন্দু সমাজ তাহার নির্ভুল বিধিব্যবস্থার জোরেই অত শতাব্দীর অত্যাচার বিপ্লবের মধ্যে বাঁচিয়া আছে, আমি তাঁহাদেরও অতিশয় ভক্তি করি, প্রত্যুত্তরে আমি কখনই বলিব না, টিকিয়া থাকাই চরম সার্থকতা নয়, এবং অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে। আমি শুধু এই বলিব যে, বড়লোকের নন্দগোপালটির মতো দিবারাত্রি চোখে চোখে এবং কোলে কোলে রাখিলে যে সে বেশটি থাকিবে, তাহাতে কোনোই সন্দেহ নাই, কিন্তু একেবারে তেলাপোকাটির মতো বাঁচাইয়া রাখার চেয়ে এক আধবার কোল হইতে নামাইয়া আরও পাঁচজন মানুষের মতো দু-এক পা হাঁটিতে দিলেই প্রায়শ্চিত্ত করার মতো পাপ হয় না। —— ⑲

## শব্দার্থ ও টীকা

◈ মর্মান্তিকভাবে– মারাত্মকভাবে, তীব্রভাবে, শোচনীয়ভাবে। ◈ খরিশ গোখরো– খুব বিষাক্ত এক প্রজাতির গোখরো সাপ। ◈ ফলিল– সত্য হইল। ◈ বিষহরির দোহাই– মনসার মন্ত্রশক্তি। ◈ মৃত্যুঞ্জয় নাম– মৃত্যুঞ্জয় নামের অর্থ যিনি মৃত্যুকে জয় করেন। বিষকণ্ঠ শিব বা মহেশ্বরের অপর নাম মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুঞ্জয়ের বাবা-মা তাদের পুত্রের নাম মৃত্যুঞ্জয় রাখলেও সে মৃত্যুকে জয় করতে পারল না। তার নাম মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো। ◈ শ্বশুরের দেওয়া মন্ত্রৌষধি– মৃত্যুঞ্জয় তার শ্বশুরের কাছ থেকে অমোঘ মন্ত্রৌষধি পেয়েছিল বলে জনশ্রুতি ছিল। ◈ চক্র তুলিয়া– ফণা তুলে। ◈ ম্যাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা– জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বা হুকুম যা পালন করা বাধ্যতামূলক। ম্যাজিস্ট্রেট চলে গেলেও হুকুম বহাল থাকে। ◈ বাঙালির বিষ– লেখক ব্যঙ্গার্থে বলতে চান, বাঙালির ক্রোধ, বিদ্বেষ ইত্যাদি মুখের বাক্যেই সীমাবদ্ধ এবং ক্ষণস্থায়ী। তা সাপের বিষের মতো অব্যর্থভাবে কার্যকর নয়। ◈ পিণ্ডি– শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে মৃতের উদ্দেশে দেওয়া চালের গোলাকার দলা। ◈ ভুজ্যি উচ্ছুগ্যু– মৃতের আত্মার সদগতি কামনা করে ব্রাহ্মণকে যে ভোজ্য উৎসর্গ করা হয় তা। ◈ বহুদর্শী– জ্ঞানী। অনেক দেখেছেন এমন। বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। ◈ ভূদেববাবু– ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দ) উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ। হিন্দু সমাজের নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করে আধুনিক মানস গঠনের লক্ষ্যে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ' ইত্যাদি এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। ◈ অতিকায় হস্তী– মহাগজ। Mammoth। হাতির এই প্রজাতি বর্তমান কালের হাতির চেয়ে অনেক বড় ছিল। এই প্রজাতির হাতি প্রাণিজগৎ থেকে লুপ্ত হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগে। তাদের অস্তিত্বের চিহ্ন রয়ে গেছে তাদের কঙ্কালে। ◈ যে বস্তুটি– যে শক্তি অর্থে ব্যবহৃত। ◈ উৎকণ্ঠিত– উদ্বিগ্ন, ব্যাকুল। ◈ আচ্ছন্ন– অভিভূত। ◈ প্রকৃতিস্থ– স্বাভাবিক। ◈ চূড়ান্ত মীমাংসা– শেষ নিষ্পত্তি। ◈ নীলবর্ণ হইয়া গেল- বিবর্ণ হইয়া গেল। ◈ বীর দর্পে– বীরত্ব প্রকাশের জন্য তর্জন-গর্জন ও ভাবভঙ্গি করে। ◈ অমার্জনীয়– ক্ষমার অযোগ্য। ◈ কাল করিল যে ঐ ভাত খাইয়া– নিচু জাতের মেয়ে বিয়ে করাকে লঘু ও ক্ষমার যোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে আর অমার্জনীয় বলে গণ্য করা হয়েছে নিচু জাতের হাতে ভাত খাওয়াকে। ◈ অবলীলাক্রমে– অনায়াসে। ◈ অপঘাতে মৃত্যু- অস্বাভাবিক মৃত্যু। অপমৃত্যু। ◈ আত্মপ্রসাদ– নিজের মনে তৃপ্তি বা আনন্দলাভ। ◈ **টিকিয়া থাকাই চরম সার্থকতা নয়, এবং অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে।**– প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আজ অবধি তেলাপোকা টিকে আছে কিন্তু হাতির প্রজাতি মহাগজ সময়ের বিবর্তনে বিলুপ্ত হয়েছে। এভাবে টিকে থাকার চেয়ে দু'একবার মাথা উঁচু করে আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচা শ্রেয়। ◈ **মন্ত্রৌষধি**– মন্ত্রপড়া ওষুধ। ◈ **অকিঞ্চিৎকর**– নগণ্য বা তুচ্ছ। ◈ **অপঘাত**– মৃত্যু হতে পারে এমন আকস্মিক ঘটনা। ◈ **হাঙ্গামা (ফারসি শব্দ)**– মারামারি, দাঙ্গা।

## পাঠ পর্যালোচনা

১৫। একটা সাপ ধরার কিছুক্ষণের মধ্যে আরেকটা গোখরো সাপ মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে ছোবল দেয়। বিষহরির মন্ত্র, সব ধরনের শিকড়-বাকড়, মাদুলি দিয়েও কোনো ফল হলো না। পনের-কুড়ি মিনিট পর মৃত্যুঞ্জয় বমি করে দিলে সবাই তার প্রাণের আশা ছেড়ে দিল। আশেপাশের সকল নামজাদা ওস্তাদ তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর দোহাই দিয়েও বিষকে দোহাই মানাতে পারলো না। বমি করার আধ-ঘণ্টা পর মৃত্যুঞ্জয় বাবা-মায়ের দেওয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম মিথ্যা প্রমাণ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

১৬। স্বামীর মৃত্যুর শোক সইতে না পেরে বিলাসী সাত দিনের মাথায় বিষপানে আত্মহত্যা করেছিল। মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে লেখকও বিষহরির মন্ত্রের অসারতার প্রমাণ পেয়েছিলেন। তাই মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর পর বিলাসীর কথায় লেখকও এই পেশা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

১৭। মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর পর খুড়া পুরো বাগানের দখল নিয়ে নেয় এবং মৃত্যুর কারণ হিসেবে তিনি অন্নপাপকে দায়ী করেন। তিনি বলে বেড়াতে লাগলেন, অন্নপাপের কারণেই তার এমন অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে। গ্রামের সাধারণ মানুষও এই কথা এক বাক্যে স্বীকার করে নিল। নিচু শ্রেণির হওয়ায় বিলাসীর মৃত্যু গ্রামবাসীর মধ্যে কোনো করুণার সঞ্চার করতে পারেনি। বরং অনেকের কাছে তা ছিল পরিহাসের বিষয়। তারা কখনোই বিলাসীর ভালোবাসার মূল্যায়ন করেনি। তারা মনে করে, নিচুকুলের মানুষ হয়ে কায়েতের ছেলেকে বিয়ে করায় বিলাসীর এমন নিষ্ঠুর পরিণতিই প্রাপ্য ছিল। এটি তার কৃতকর্মের ফল।

১৮। বিলাসী অসুস্থ মৃত্যুপথযাত্রী মৃত্যুঞ্জয়কে সেবা-শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুলেছিল। ধীরে ধীরে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে এনেছিল মৃত্যুঞ্জয়কে। সেবার মাধ্যমেই মৃত্যুঞ্জয়ের মন জয় করে নিয়েছিল বিলাসী। ফলে জাত বিসর্জন দিয়ে বিলাসীকে বিয়ে করেছিল মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুঞ্জয় তুচ্ছ হতে পারে, কিন্তু তার মন জয় করার বিষয়টি মোটেও তুচ্ছ নয়।

১৯। হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল সমাজপতিদের ধারণা, কেবল প্রচলিত রীতি-নীতির জোরেই হিন্দু সমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে টিকে আছে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী টিকে থাকাতেই সার্থকতা অর্জিত হয় না। শতাব্দীর পর শতাব্দী টিকে থেকেও হিন্দু সমাজ যে এখনো ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত নয় লেখক তা 'বিলাসী' গল্পে তুলে ধরেছেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের হাতি লোপ পেয়েছে কিন্তু তেলাপোকা এখনো টিকে আছে। কিন্তু সে টিকে থাকা গৌরবের নয়।



CamScanner

## Step 2 পাঠ-পরিচিতি

- **উৎস ও কাহিনি সংক্ষেপ :** শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিলাসী' গল্পটি 'ছবি' (১৯২০) গল্পগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। এই গল্পটি 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের (১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ) বৈশাখ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। 'বিলাসী' গল্পটি 'ন্যাড়া' নামের এক যুবকের জবানিতে বিবৃত হয়েছে। গল্পের কাহিনিতে শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। 'বিলাসী' গল্পে ব্যতিক্রমধর্মী দুই মানব-মানবীর চরিত্রের অসাধারণ প্রেমের মহিমা বর্ণিত হয়েছে, যা জাতিগত বিভেদের সংকীর্ণ সীমা ছাপিয়ে উঠেছে। গল্পে সংঘটিত একের পর এক ঘটনা এবং বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সংঘাতের মাধ্যমেই কাহিনি অগ্রসর হয়। ঘটনার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে কাহিনিতে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। লেখক কোন অবস্থান থেকে কাহিনি বলছেন, সেটা অনেক সময় কাহিনি বর্ণনায় ভূমিকা পালন করে। লেখক সর্বদর্শী অবস্থান থেকেও কাহিনি বর্ণনা করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তিনি সবগুলো চরিত্র ও ঘটনা নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে বর্ণনা করেন। যেমনটি দেখা যায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র 'লালসালু' উপন্যাস এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাসি-পিসি' গল্পে। পক্ষান্তরে গল্পটি উত্তম পুরুষের ভাষ্যেও বর্ণিত হতে পারে। এক্ষেত্রে গল্পে আমি, আমাকে ইত্যাদি সর্বনাম এসে যায়। এরকম ক্ষেত্রে কখনো-কখনো লেখক নিজেই কাহিনির একটা চরিত্রের ভূমিকা নেন, হয়ে ওঠেন কথক। 'বিলাসী' গল্পে লেখক সেই ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। 'অপরিচিতা, 'আহ্বান' ও 'তাজমহল' গল্পে উত্তম পুরুষের ভাষ্য গৃহীত হয়েছে।
'বিলাসী' গল্পের প্রধান চরিত্র কর্মনিপুণ, বুদ্ধিমতী ও সেবাব্রতী বিলাসী' শরৎসাহিত্যের অন্যান্য উজ্জ্বল নায়িকাদের মতোই একজন। যে প্রেমের জন্যে নির্দ্বিধায় বেছে নিয়েছে স্বেচ্ছামৃত্যুর পথ আর তার প্রেমের মহিমাময় আলোয় ধরা পড়েছে সমাজের অনুদারতা ও রক্ষণশীলতা, জীবনের নিষ্ঠুর ও অশুভ চেহারা।
- **পটভূমি ও পারিপার্শ্বিকতা :** গল্পের ক্ষেত্রে পটভূমি বিবেচনাও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন 'হৈমন্তী' গল্পটির পটভূমিতে রয়েছে কেবল একটি পারিবারিক পরিমণ্ডল। পক্ষান্তরে 'বিলাসী' গল্পের পটভূমিতে রয়েছে এই শতকের প্রথম দিককার পল্লিগ্রামের হিন্দুসমাজ। ছোটগল্পের পটভূমির গুরুত্ব বুঝতে হলে গল্পের বিষয়বস্তু ও তাৎপর্য বোঝার ক্ষেত্রে স্থানিক এবং কালিক পটভূমি সম্পর্কে জানা জরুরি।
- **ভাষারীতি :** সাধুরীতি।

## Step 3 অধ্যায়ভিত্তিক ব্যাকরণিক তথ্য

| সন্ধিনিষ্পন্ন শব্দ | |
|---|---|
| গো + এষণা = গবেষণা | ফল + আহার = ফলাহার |
| স্ব + ছন্দ = স্বচ্ছন্দ | পরিঃ + কার = পরিষ্কার |
| উদ্ + বেগ = উদ্বেগ | পর্ + পর = পরস্পর |
| ভয়ম্ + কর = ভয়ংকর | নিঃ + শ্বাস = নিঃশ্বাস |
| প্র + কাণ্ড = প্রকাণ্ড | স্ব + ইচ্ছা = স্বেচ্ছা |
| ইতি + আদি = ইত্যাদি | সম্ + ভাষণ = সম্ভাষণ |
| প্রতি + উত্তর = প্রত্যুত্তর | নিঃ + চেষ্ট = নিশ্চেষ্ট |

| প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় | |
|---|---|
| √জ্ঞা + তি = জ্ঞাতি | অন্ধ + √কৃ + অ = অন্ধকার |
| উপ + √যাচ্ + অক = উপযাচক | প্র + √অন্ + অ = প্রাণ |
| √যম্ + অ = যম | √পিষ্ + আন = পাষাণ |
| প্র + আ + √চি + র = প্রাচীর | অভি + প্র + √ই + অ = অভিপ্রায় |
| প্র + √দীপ্ + অ = প্রদীপ | সম্ + √ধা + অন = সন্ধান |
| সাপ + উড়িয়া = সাপুড়িয়া > সাপুড়ে | সম্ + √দিশ্ + অ = সন্দেশ |

| সমাস নির্ণয় | | |
|---|---|---|
| ব্যাসবাক্য | সমস্তপদ | সমাসের নাম |
| পাঁচ মুখে কথা বলে যে | পঞ্চমুখ | বহুব্রীহি |
| মন্ত্র দ্বারা সিদ্ধ | মন্ত্রসিদ্ধ | তৃতীয়া তৎপুরুষ |
| মন্ত্রের দ্রষ্টা | মন্ত্রদ্রষ্টা | ষষ্ঠী তৎপুরুষ |
| মৃত্যুকে জয় করেছেন যিনি | মৃত্যুঞ্জয় | উপপদ তৎপুরুষ |
| শ্রাব্য ও অশ্রাব্য | শ্রাব্য-অশ্রাব্য | দ্বন্দ্ব সমাস |
| ন পর্যাপ্ত | অপর্যাপ্ত | নঞ্ তৎপুরুষ |
| কৃত বিদ্যা যার | কৃতবিদ্য | সমানাধিকরণ বহুব্রীহি |
| আত্মাকে হত্যা | আত্মহত্যা | দ্বিতীয়া তৎপুরুষ |
| আত্মাকে প্রকাশ | আত্মপ্রকাশ | দ্বিতীয়া তৎপুরুষ |
| ন ক্ষয় | অক্ষয় | নঞ্ তৎপুরুষ |
| শত অব্দের সমাহার | শতাব্দী | দ্বিগু |
| উত্তরের বিপরীত | প্রত্যুত্তর | অব্যয়ীভাব |
| ন (নেই) জ্ঞান যার | অজ্ঞান | বহুব্রীহি সমাস |
| ন ন্যায় | অন্যায় | নঞ্ তৎপুরুষ |
| বীণা পাণিতে যার | বীণাপাণি | বহুব্রীহি সমাস |

| উচ্চারণ | | | |
|---|---|---|---|
| শব্দ | উচ্চারণ | শব্দ | উচ্চারণ |
| গ্রীষ্ম | গ্রিশ্শোঁ | অকস্মাৎ | অকোশ্শাত্ |
| জ্ঞাতি | গ্যাঁতি | অন্ধকার | অন্ধোকার্ |
| স্বেচ্ছা | শেচ্ছা | জনশ্রুতি | জনোস্স্রুতি |
| স্বচ্ছন্দ | শচ্ছন্দো | দস্তুরমতো | দোস্তুর্মতো |

| বাগ্ধারা, প্রবাদ-প্রবচন | |
|---|---|
| লাভের অঙ্কে শূন্য | ফলাফল একেবারেই লাভজনক না হওয়া। |
| কাঁটা দেওয়া | বাধা সৃষ্টি করা। |
| বুক ফাটা | হৃদয়বিদারক। |
| রসাতলে যাওয়া | অধঃপাতে যাওয়া। |
| অকালকুষ্মাণ্ড | অকর্মণ্য, অকেজো। পরিবারের অনিষ্টকারী ব্যক্তি। |
| পঞ্চমুখ | প্রশংসামুখর হওয়া। |
| নাছোড়বান্দা হওয়া | উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মরিয়া হয়ে পিছু লেগে থাকে এমন লোক। |
| দোহাই মানা | নজির দেখানো। |
| পাথর হয়ে যাওয়া | স্তব্ধ হয়ে পড়া। |
| মাথা হেঁট করা | লজ্জায় বা বিনয়ে মাথা নত করা। |

| শব্দের উৎস নির্দেশ | |
|---|---|
| আরবি | আদালত, আসামি, দখল, হুকুম, কবুল, মুশকিল। |
| ফারসি | নালিশ, বারান্দা। |
| পর্তুগিজ | জানালা। |
| দেশি শব্দ | ধুচুনি, কুলো। |
| ফারসি শব্দ | হাঙ্গামা |

| বানান সতর্কতা |
|---|
| মুহূর্ত, মৃতকল্প, সম্ভাষণ, ম্যালেরিয়া, ক্রোশ, কঙ্কালসার, মৃত্যুঞ্জয়, জ্ঞাতি, স্বচ্ছন্দ, অকস্মাৎ, শয্যাগত, জ্যান্ত, জনশ্রুতি, অকালকুষ্মাণ্ড, প্রাতঃস্মরণীয়, এন্ট্রান্স, শীঘ্র, দস্তুরমতো, সদ্ব্রাহ্মণ, নিঃশ্বাস, সন্ন্যাসী, কামাখ্যা, আবৃত্তি, ম্যাজিস্ট্রেট, উচ্ছৃঙ্খল, প্রায়শ্চিত্ত, জঙ্গল, আকাঙ্ক্ষা, ভয়ংকর। |

| উপসর্গযুক্ত শব্দ |
|---|
| অভিপ্রায়, অপর্যাপ্ত, সবিস্ময়, প্রকাণ্ড। |



CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

# Part 3 MCQ প্রশ্নোত্তর

## Step 1 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

**০১. 'বইচি' কী?**
(ক) কাঁটাযুক্ত ছোট গাছ (খ) কাঁটাবিহীন ছোট গাছ
(গ) কাঁটাযুক্ত বড় গাছ (ঘ) কাঁটাবিহীন বড় গাছ **উ: ক**

**০২. 'সম্ভবত তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়' বাক্যটিতে প্রকাশ পেয়েছে–**
(ক) প্রত্যাশা (খ) হতাশা (গ) বিষাদ (ঘ) ব্যঙ্গ **উ: গ**

**০৩. 'পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জন করিতে যাই' এ বাক্যে পথের দৈর্ঘ্য মাইলে প্রকাশ করলে বলতে হবে–**
(ক) দুই মাইল (খ) দুই মাইলের অনেক কম
(গ) দুই মাইলের অনেক বেশি (ঘ) দুই মাইলের কিছু বেশি **উ: গ**

**০৪. 'তোপলক খাঁ'র উল্লেখ আছে যে রচনায়–**
(ক) সৌদামিনী মালো (খ) বিলাসী
(গ) জাদুঘরে কেন যাব (ঘ) রায়ান্নর দিনগুলো **উ: খ**

**০৫. ন্যাড়া কতদিন সন্ন্যাস জীবনযাপন করেছিল?**
(ক) বছরখানেক (খ) বছর দুয়েক (গ) বছর তিনেক (ঘ) বছর চারেক **উ: ক**

**০৬. 'বিলাসী' গল্পটি কার জবানিতে রচিত?**
(ক) ন্যাড়া (খ) বিলাসী (গ) মৃত্যুঞ্জয় (ঘ) খুড়া **উ: ক**

**০৭. 'ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মত' এ উক্তিটি কার প্রসঙ্গে করা হয়েছে?**
(ক) হৈমন্তী (খ) বিলাসী (গ) অঘোরী (ঘ) হাসুনির মা **উ: খ**

**০৮. 'কলি কি সত্যিই উল্টাইতে বসিল?' উক্তিটি কার?**
(ক) মৃত্যুঞ্জয়ের (খ) ন্যাড়ার (গ) বিলাসীর (ঘ) খুড়ার **উ: গ**

**০৯. ন্যাড়ার সন্ন্যাসগিরিতে ইস্তফা দেওয়ার কারণ কী?**
(ক) বাঘের ভয় (খ) সাপের ভয় (গ) মশার কামড় (ঘ) সাধনায় কষ্ট **উ: গ**

**১০. 'কে বলিবে এ আমাদের সেই মৃত্যুঞ্জয়' 'বিলাসী' গল্পে মৃত্যুঞ্জয়ের এই পরিবর্তন কোথায় ঘটেছে?**
(ক) অল্পাপে (খ) জাতবিসর্জনে
(গ) স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ায় (ঘ) সম্পদ হারানোয় **উ: খ**

**১১. বিলাসী কার মেয়ে?**
(ক) সাপুড়ে (খ) ডাক্তার (গ) পুরোহিত (ঘ) কৃষক **উ: ক**

**১২. 'গেল গেল গ্রামটা এবার রসাতলে গেল' কেন?**
(ক) মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসীর বিবাহে (খ) ন্যাড়া বিলাসীকে সহমর্মিতা দেখানোয়
(গ) বিলাসী মৃত্যুঞ্জয়কে ভাত খাওয়ানোয় (ঘ) মৃত্যুঞ্জয়কে সাপে কেটেছে **উ: গ**

**১৩. 'রাত্তা পর্যন্ত তোমায় রেখে আসব কি?' 'বিলাসী' গল্পে কথাটি কার?**
(ক) বিলাসী (খ) মৃত্যুঞ্জয় (গ) ন্যাড়া (ঘ) আত্মীয়া **উ: ক**

**১৪. 'সে প্রদীপটা আমার হাতে দিতেই তাহার উৎকণ্ঠিত মুখের চেহারাটা আমার চোখে পড়িল।' উক্তিটি কার?**
(ক) বিলাসীর (খ) মৃত্যুঞ্জয়ের (গ) খুড়ার (ঘ) ন্যাড়ার **উ: খ**

**১৫. 'তবু এত বড় দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত করিয়াছিল তাহাকে যে বস্তুটা, সেটা কেহ একবার চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইল না?' 'বিলাসী' গল্পে উক্ত বস্তুটা কী?**
(ক) সেবা-যত্ন (খ) সহানুভূতি (গ) প্রেম (ঘ) কর্তব্যবোধ **উ: গ**

**১৬. ন্যাড়াদের বিদ্যালয়ে যাতায়াতে কত ক্রোশ পথ পাড়ি দিতে হতো?**
(ক) দুই (খ) তিন (গ) চার (ঘ) ছয় **উ: গ**

**১৭. 'বিলাসী' গল্পের পল্লিবালকদের কোন সময়ে ধুলার সাগর পাড়ি দিয়ে বিদ্যালয়ে যেতে হতো?**
(ক) গ্রীষ্মকালে (খ) বসন্তকালে (গ) শীতকালে (ঘ) হেমন্তকালে **উ: ক**

**১৮. কারা গ্রামে বাস করলে পল্লির এতো দুর্দশা হতো না?**
(ক) ছেলের দল (খ) কৃতবিদ্য ভদ্রলোক
(গ) অর্থশালী ব্যক্তিরা (ঘ) মেয়ের দল **উ: খ**

**১৯. 'বিলাসী' গল্পে মৃত্যুঞ্জয় কোন ক্লাসের ছাত্র ছিল?**
(ক) ফার্স্ট (খ) সেকেন্ড (গ) থার্ড (ঘ) ফোর্থ **উ: গ**

**২০. 'খাটিয়া খাটিয়া আর রাত জাগিয়া জাগিয়া ইহার শরীরে আর কিছু নাই' উক্তিটি কার প্রসঙ্গে করা হয়েছে?**
(ক) ন্যাড়া (খ) হৈমন্তী (গ) অঘোরী (ঘ) বিলাসী **উ: খ**

**২১. 'সরস্বতী খুশি হইয়া বর দিবেন কী' লেখক একথা বলার কারণ কী?**
(ক) ছাত্রদের আগ্রহ (খ) ছাত্রদের সীমাহীন দুর্ভোগ
(গ) ছাত্রদের শহরমুখিতা (ঘ) ছাত্রদের পড়ায় অনাগ্রহ **উ: খ**

**২২. 'কামঙ্কাটকার' কথা উল্লেখ আছে যে রচনায়–**
(ক) বিলাসী (খ) অপরিচিতা
(গ) আমার পথ (ঘ) রায়ান্নর দিনগুলো **উ: খ**

**২৩. মাঝেমাঝেই স্কুলের পথে কার সাথে ন্যাড়ার দেখা হতো?**
(ক) বিলাসীর সাথে (খ) মৃত্যুঞ্জয়ের সাথে (গ) বুড়ো মালোর সাথে (ঘ) খুড়ার **উ: খ**

**২৪. কোনটি প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়?**
(ক) মৃত্যুঞ্জয়ের থার্ড ক্লাসে উঠার বিষয় (খ) ন্যাড়ার স্কুলে যাওয়ার ইতিহাস
(গ) মৃত্যুঞ্জয়-বিলাসীর প্রেম (ঘ) ন্যাড়ার মল্লসিদ্ধ হওয়া **উ: খ**

**২৫. খুড়ার কাজ কী ছিল?**
(ক) বিলাসীর দুর্নাম করা (খ) ভাইপোর দুর্নাম করা
(গ) বাগান দেখাশোনা করা (ঘ) সাপ খেলা দেখা **উ: খ**

**২৬. মৃত্যুঞ্জয়ের কীসের বাগান ছিল?**
(ক) আম-কাঁঠালের (খ) আম-জামের
(গ) আম-লিচুর (ঘ) কাঁঠাল-লিচুর **উ: খ**

**২৭. মৃত্যুঞ্জয় কতদিন অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে ছিল?**
(ক) সাত-আট দিন (খ) দশ-বারো দিন
(গ) দশ-পনের দিন (ঘ) পনের-কুড়ি দিন **উ: খ**

**২৮. কে মৃত্যুঞ্জয়কে বাঁচিয়ে তোলার ভার গ্রহণ করেছে?**
(ক) বিলাসী (খ) হৈমন্তী (গ) ন্যাড়া (ঘ) বুড়ো মালো **উ: খ**

**২৯. 'ওরে বাপরে! আমি একলা থাকতে পারব না।' উক্তিটি কার?**
(ক) বিলাসীর (খ) ন্যাড়ার (গ) ন্যাড়ার আত্মীয়ার (ঘ) খুড়ার **উ: খ**

**৩০. 'তিনি শুধু তামাশা দেখিতেছিলেন, কোথাকার জল কোথায় গিয়া পড়ে।' এখানে কার কথা বলা হয়েছে?**
(ক) খুড়ার (খ) মৃত্যুঞ্জয়ের (গ) বিলাসীর (ঘ) ন্যাড়ার **উ: খ**

**৩১. 'আর শুধু নিকা নয়, তাও না হয় চুলায় যাক, তাহার হাতে ভাত পর্যন্ত খাইতেছে' এ উক্তিটি কার?**
(ক) সমাজপতিদের (খ) ন্যাড়ার
(গ) মৃত্যুঞ্জয়ের জ্ঞাতি খুড়ার (ঘ) মালোর **উ: খ**

**৩২. খুড়া কখন লোকজন নিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ি উপস্থিত হয়?**
(ক) সকালে (খ) বিকালে (গ) সন্ধ্যায় (ঘ) রাতে **উ: খ**

**৩৩. 'বাবুরা, আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও।' উক্তিটি কে করেছিল?**
(ক) বিলাসী (খ) ন্যাড়া (গ) মৃত্যুঞ্জয় (ঘ) খুড়া **উ: খ**

**৩৪. মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধূ মনের বৈরাগ্যে কত বছর কাশীবাস করেন?**
(ক) দুই (খ) তিন (গ) চার (ঘ) পাঁচ **উ: খ**

**৩৫. ছোটবাবু গ্রামের বারোয়ারি পূজার জন্য কত টাকা দান করেন?**
(ক) একশত (খ) দুইশত (গ) এক হাজার (ঘ) পাঁচশত **উ: খ**

**৩৬. প্রত্যেক সদব্রাহ্মণের হাতে কী দেওয়া হয়েছিল?**
(ক) একটি কাঁসার বাটি (খ) একটি কাঁসার থালা
(গ) একটি কাঁসার গেলাস (ঘ) একটি কাঁসার জগ **উ: খ**

**৩৭. কায়েতের ছেলে মৃত্যুঞ্জয় জাত বিসর্জন দিয়ে কত বছরের মধ্যে পুরোদস্তুর সাপুড়ে হয়ে ওঠে?**
(ক) এক বছর (খ) দুই বছর (গ) তিন বছর (ঘ) চার বছর **উ: খ**

**৩৮. মৃত্যুঞ্জয় কীসের লোভ সামলাতে পারত না?**
(ক) খাবারের (খ) নগদ টাকার (গ) মাছের (ঘ) মিষ্টির **উ: খ**

**৩৯. বিলাসী শাস্ত্রমতে কোথায় গিয়েছে?**
(ক) স্বর্গে (খ) যমালয়ে (গ) নরকে (ঘ) দেবালয়ে **উ: খ**

**৪০. মৃত্যুঞ্জয় কার কাছ থেকে মন্ত্রৌষধি পেয়েছিল?**
(ক) বিলাসীর কাছ থেকে (খ) শ্বশুরের কাছ থেকে
(গ) ঠাকুরের কাছ থেকে (ঘ) বই পড়ে **উ: খ**

**৪১. মৃত্যুঞ্জয়ের বাগানের অর্ধেক অংশ কে নিজের বলে দাবি করত?**
(ক) খুড়া (খ) ন্যাড়া (গ) সাপুড়ে (ঘ) ভূদেব বাবু **উ: খ**

**৪২. 'বিলাসী' গল্পে ন্যাড়া তার এক আত্মীয়ের কাহিনি উল্লেখ করে কী বোঝাতে চেয়েছেন?**
(ক) স্বামীর গুরুত্ব (খ) প্রেমের মহিমা
(গ) স্বেচ্ছাচারিতা (ঘ) মেকি স্বামীপ্রেম **উ: খ**

**৪৩. 'বিলাসী' গল্পে মৃত্যুঞ্জয় প্রসঙ্গে 'সুনাম' কথাটি দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে?**
(ক) দুর্নাম (খ) সম্মান (গ) খ্যাতি (ঘ) প্রতাপ **উ: খ**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

৪৪. মৃত্যুঞ্জয় কোন বংশের ছেলে?
ⓚ মালো ⓚ মিত্তির ⓖ দত্ত ⓖ আচার্য — উ: খ

৪৫. কোন উক্তিটির মাধ্যমে বিলাসীর আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশিত হয়েছে?
ⓚ আমরা কেন মিছামিছি লোক ঠকাতে যাই
ⓚ এসব তুমি আর কখনও কোরো না
ⓖ বাবা আমারে বাবুর সাথে নিকা দিয়েছে জানো
ⓖ বাবুরা আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও — উ: গ

৪৬. বিলাসীকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার পেছনে কী কারণ ছিল?
ⓚ অন্যায়ের শাস্তি প্রদান ⓚ মানসিক সংকীর্ণতা
ⓖ মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে শত্রুতা ⓖ ধর্মীয় নির্দেশ পালন — উ: খ

৪৭. সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা কোনটি?
ⓚ সাপ ধরা ⓚ বিষ ছাড়ানো ⓖ শিকড় বিক্রি ⓖ খেলা দেখানো — উ: গ

৪৮. 'একলা যেতে ভয় করবে না তো?' উক্তিটি কার?
ⓚ ন্যাড়ার ⓚ মৃত্যুঞ্জয়ের ⓖ আত্মীয়ার ⓖ বিলাসীর — উ: ঘ

৪৯. কার গোখরো সাপ পোষার শখ ছিল?
ⓚ ন্যাড়ার ⓚ বিলাসীর ⓖ বুড়া মালোর ⓖ মৃত্যুঞ্জয়ের — উ: ক

৫০. খরিশ গোখরোটি ধরতে মৃত্যুঞ্জয়ের কত সময় লেগেছিল?
ⓚ মিনিট তিনেক ⓚ মিনিট পাঁচেক
ⓖ মিনিট সাতেক ⓖ মিনিট দশেক — উ: ঘ

৫১. মৃত্যুঞ্জয় নামটি কীভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো?
ⓚ মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর ফলে ⓚ অসুস্থতা থেকে বাঁচার ফলে
ⓖ মৃত্যুঞ্জয়কে সাপে কাটার ফলে ⓖ বিলাসীকে বিয়ে করার ফলে — উ: ক

৫২. বিলাসীর আত্মহত্যাটা পরিহাসের বিষয় হলো কেন?
ⓚ বিলাসী মৃত্যুঞ্জয়ের জন্য আত্মহত্যা করেছে বলে
ⓚ বিলাসী সাপুড়ের মেয়ে ছিল বলে
ⓖ মৃত্যুঞ্জয় অন্নপাপ করেছিল বলে
ⓖ সমাজ ভালোবাসার মূল্য দিতে জানে না বলে — উ: ঘ

৫৩. মৃত্যুঞ্জয়ের খুড়া কর্তৃক মৃত্যুঞ্জয়ের দুর্নাম অধিক হারে প্রচারের উদ্দেশ্য কী ছিল?
ⓚ মৃত্যুঞ্জয়কে সৎপথে ফিরিয়ে আনা ⓚ ধর্মীয় বিধিবিধান সুপ্রতিষ্ঠিত করা
ⓖ মৃত্যুঞ্জয়ের যাবতীয় সম্পত্তি লাভ করা ⓖ চৌদ্দ পুরুষের জাত রক্ষা করা — উ: [illegible]

৫৪. বিলাসীর আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে—
ⓚ ভালোবাসার পরাজয় ⓚ ভালোবাসার জয়
ⓖ সমাজের জয় ⓖ সমাজের পরাজয় — উ: [illegible]

৫৫. 'বিলাসী' গল্পের লেখক কেন্দ্রীয় চরিত্রের কোন দিকটিকে প্রধানরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন?
ⓚ মানবতাবোধ ⓚ সেবাপরায়ণতা
ⓖ প্রেমের মহিমা ⓖ চারিত্রিক দৃঢ়তা — উ: [illegible]

৫৬. ন্যাড়া কী দেখে বুঝতে পারল যে, মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসী সুখে আছে?
ⓚ তাদের জীবন প্রণালি দেখে ⓚ তাদের নিত্য সেবন দেখে
ⓖ তাদের কথাবার্তা দেখে ⓖ তাদের মুখে প্রসন্নতা দেখে — উ: [illegible]

৫৭. মৃত্যুঞ্জয় সাপুড়ে জীবন গ্রহণ করল কেন?
ⓚ বিলাসীকে বিয়ে করার কারণে ⓚ সাপ ধরা তার শখ ছিল বলে
ⓖ সাপুড়ে জীবন ভালো লাগত বলে ⓖ গ্রামছাড়া হয়েছিল বলে — উ: [illegible]

৫৮. সাপের সংখ্যা যে একাধিক কে এমন ধারণা করেছিল?
ⓚ মৃত্যুঞ্জয় ⓚ বিলাসী ⓖ ন্যাড়া ⓖ গোয়ালা — উ: [illegible]

৫৯. সাপে কামড়ানোর কত মিনিট পর মৃত্যুঞ্জয় বমি করল?
ⓚ আট-দশ মিনিট পর ⓚ দশ-বারো মিনিট পর
ⓖ চৌদ্দ-পনের মিনিট পর ⓖ পনেরো-কুড়ি মিনিট পর — উ: [illegible]

৬০. 'বিলাসী' কেন আত্মহত্যা করেছিল?
ⓚ স্বামীর শোকে ⓚ প্রতিবাদস্বরূপ ⓖ নিন্দার ভয়ে ⓖ অভিমান করে — উ: [illegible]

৬১. 'আমি তার গায়ে হাত দিতে পারি নাই' ন্যাড়া বিলাসীর গায়ে হাত দিতে না পারার কারণ কী?
ⓚ শক্তি নেই বলে ⓚ মৃত্যুঞ্জয়ের নিষেধ বলে
ⓖ পাপ কাজ বলে ⓖ বিবেকের তাড়নায় — উ: [illegible]

## Step 2 বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

### ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বিলাসী' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় কোন পত্রিকায়? [ক ২২-২৩]
ⓚ বঙ্গদর্শন ⓚ চতুরঙ্গ ⓖ ভারতী ⓖ সাধনা — উ: গ

০২. 'কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় তো পল্লীগ্রামেরই ছেলে, পাড়াগাঁয়ের ... ... ... তো মানুষ।' 'বিলাসী' গল্পের এ বাক্যের শূন্যস্থানে আছে— [খ ১৫-১৬]
ⓚ আলো-বাতাসেই ⓚ জলে-কাদায় ⓖ তেলে-জলেই ⓖ খেয়ে-পরেই — উ: গ

০৩. ভেক ও কচ্ছ দেশের কথা বলা হয়েছে কোন দুটি রচনায়?— [খ ১৪-১৫]
ⓚ হৈমন্তী ও বিলাসী ⓚ অর্ধাঙ্গী ও অপরাহ্নের গল্প
ⓖ একুশের গল্প ও অপরাহ্নের গল্প ⓖ বিলাসী ও একটি তুলসী গাছের কাহিনী — উ: ঘ

০৪. মৃত্যুঞ্জয়কে দংশন করেছিল— [গ ১৩-১৪]
ⓚ কালকেউটে ⓚ উদয়নাগ ⓖ খরিশ গোখরো ⓖ চন্দ্রবোড়া — উ: গ

০৫. 'বিলাসী' গল্পে উনিশ শতকের যে সমাজ-সংস্কারকের কথা আছে তাঁর নাম— [ক ১২-১৩]
ⓚ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ⓚ রামমোহন রায়
ⓖ অক্ষয়কুমার দত্ত ⓖ ভূদেব মুখোপাধ্যায় — উ: ঘ

০৬. ন্যাড়া কোন বঙ্গের অনেক পল্লীতে অনেকদিন ঘুরে গৌরব করবার মতো অনেক বড় বড় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছে? [খ ১২-১৩]
ⓚ পূর্ববঙ্গের ⓚ পশ্চিমবঙ্গের ⓖ উত্তরবঙ্গের ⓖ দক্ষিণবঙ্গের — উ: ঘ

০৭. 'বিলাসী' গল্পে সাপ ধরার বায়না এলে বিলাসী কী করত? [গ ১২-১৩; ক ০৩-০৪]
ⓚ উৎসাহ দিত ⓚ নিরুৎসাহিত করত
ⓖ বাধা দিত ⓖ ভয় দেখাত — উ: গ

০৮. 'বাঘিনির বিষ' কথাটি বলতে শরৎচন্দ্র বুঝিয়েছেন— [খ ১২-১৩]
ⓚ জীবনঘাতী বিষক্রিয়া ⓚ কঠিন প্রতিশোধস্পৃহা
ⓖ ক্ষণস্থায়ী ক্রোধ ⓖ অনিঃশেষ বিদ্বেষ — উ: গ

০৯. 'উচ্ছন্ন' শব্দের অর্থ— [গ ১১-১২]
ⓚ উচ্ছন্ন ⓚ উৎসব ⓖ উচ্ছৃঙ্খল ⓖ উৎসর্গ — উ: ঘ

১০. কামস্কাট্‌কা কোন মাছের দেশ নামে পরিচিত? [গ ১১-১২]
ⓚ ইলিশ ⓚ ভেটকি ⓖ রূপচাঁদা ⓖ স্যামন — উ: ঘ

১১. 'বিলাসী' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় মাসিক 'ভারতী' পত্রিকার কোন সংখ্যায়? [ক ১১-১২]
ⓚ বৈশাখ ১৩২৫ ⓚ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ ⓖ বৈশাখ ১৩২৬ ⓖ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ — উ: ক

১২. 'বিলাসী' গল্পে উল্লেখকৃত ভূদেব বাবু কে? [খ ১১-১২]
ⓚ বিলাসীর পিতা ⓚ রাজনীতিবিদ
ⓖ উনিশ শতকের বাংলার জাগরণের অগ্রদূত ⓖ মৃত্যুঞ্জয়ের কাকা — উ: [illegible]

১৩. ন্যাড়ার মাদুলি-কবচ মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর সঙ্গে কোথায় গিয়েছিল? [খ ১০-১১]
ⓚ শ্মশানে ⓚ জাহান্নামে ⓖ কবরে ⓖ নদীগর্ভে — উ: [illegible]

১৪. 'যাক, তাহার দুঃখের কাহিনীটি আর বাড়াইব না' এ কথা কার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে? [খ ১০-১১]
ⓚ বিলাসী ⓚ কলিমদ্দি দফাদার ⓖ আব্দুল মজিদ ⓖ হৈমন্তী — উ: [illegible]

১৫. 'রাস্তা পর্যন্ত তোমায় রেখে আসব কি?' বিলাসী গল্পে কথাটি কার? [ক ০৯-১০]
ⓚ বিলাসীর ⓚ ন্যাড়ার ⓖ মৃত্যুঞ্জয়ের ⓖ আত্মীয়ার — উ: [illegible]

১৬. 'বিলাসী' গল্পটি কার জবানিতে রচিত? [খ ০৯-১০]
ⓚ বিলাসী ⓚ মৃত্যুঞ্জয় ⓖ ন্যাড়া ⓖ বৃদ্ধ মালো — উ: [illegible]

১৭. কোনটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস নয়? [গ ০৯-১০]
ⓚ পল্লী সমাজ ⓚ দেনাপাওনা ⓖ নৌকাডুবি ⓖ গৃহদাহ — উ: [illegible]

১৮. 'অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে' উক্তিটির লেখক কে? [গ ০৯-১০]
ⓚ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ⓚ দীনেশচন্দ্র সেন
ⓖ প্রমথ চৌধুরী ⓖ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — উ: [illegible]

১৯. 'দেশের নব্বই জন নরনারীই ঐ পল্লী গ্রামেরই মানুষ এবং সেইজন্য কিছু একটা আমাদের করা চাই-ই।' উক্তিটি কোন লেখকের? [গ-০৮-০৯]
ⓚ কাজী মোতাহার হোসেন ⓚ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ⓖ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ⓖ কাজী নজরুল ইসলাম — উ: [illegible]

২০. 'বিলাসী' গল্পে প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ঘটনা কিসের পরিচয়? [খ-০৮-০৯]
ⓚ ঔদার্যের ⓚ মহত্ত্বের ⓖ দান-ধ্যানের ⓖ সংকীর্ণতার — উ: [illegible]

২১. স্বামীর মৃত্যুর কতদিন পর বিলাসী আত্মহত্যা করে? [খ ০৮-০৯]
ⓚ পনের ⓚ দশ ⓖ সাত ⓖ পাঁচ — উ: [illegible]

২২. তোগলক খাঁর উল্লেখ আছে যে রচনায়— [খ ০৬-০৭]
ⓚ সৌদামিনী মালো ⓚ বিলাসী
ⓖ একটি তুলসী গাছের কাহিনী ⓖ যৌবনের গান — উ: [illegible]

২৩. মৃত্যুঞ্জয়ের আমবাগানের আয়তন— [খ ০৬-০৭]
ⓚ দশ-পনের বিঘা ⓚ কুড়ি-পঁচিশ বিঘা
ⓖ পঁচিশ- তিরিশ বিঘা ⓖ তিরিশ-চল্লিশ বিঘা — উ: [illegible]

২৪. 'সহমরণ' প্রসঙ্গ কোন রচনার অন্তর্গত? [খ ০৫-০৬]
ক বিলাসী খ হৈমন্তী
গ অর্ধাঙ্গী ঘ সৌদামিনী মালো
উ: ক

২৫. 'ম্লেচ্ছ দেশে পুরুষদের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে, স্ত্রীলোক দুর্বল এবং নিরুপায় বলিয়া তাহার গায়ে হাত তুলিতে নাই' কথাটি যে গল্প হতে নেয়া হয়েছে, তার নাম– [গ ০৫-০৬]
ক হৈমন্তী খ বিলাসী গ অর্ধাঙ্গী ঘ শকুন্তলা
উ: খ

২৬. 'বিষহরির দোহাই বুঝি বা আর খাটে না।' এটি বোঝা গেল কখন? [ঘ ০৪-০৫]
ক মৃত্যুঞ্জয়কে যখন সাপে কামড় দিল
খ যখন মৃত্যুঞ্জয়কে শিকড়-বাকড় খাওয়ানো হল
গ যখন মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে মাদুলি বেঁধে দেওয়া হল
ঘ যখন মৃত্যুঞ্জয় বমি করল
উ: ঘ

২৭. 'পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জন করতে যাই।' এ বাক্যে পথের দৈর্ঘ্য মাইলে প্রকাশ করতে বলতে হবে– [গ ০৪-০৫]
ক দুই মাইল খ দুই মাইলের কিছু কম
গ দুই মাইলের অনেক কম ঘ দুই মাইলের অনেক বেশি
উ: ঘ

২৮. 'বিলাসী' গল্পে শরৎচন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন– [গ ০৪-০৫]
ক মানবপ্রেমের অপূর্ব মহিমা খ সামাজিক সংকীর্ণতা
গ সাম্প্রদায়িকতার বিষময় ফল ঘ সামাজিক অনৈক্য
উ: ক

২৯. "সে তাহার নামজাদা শ্বশুরের শিষ্য, সুতরাং মস্ত লোক"। উক্তিটির লেখক– [গ ০৪-০৫]
ক শওকত ওসমান খ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ প্রমথ চৌধুরী ঘ জহির রায়হান
উ: খ

৩০. ভূদেব বাবুর পারিবারিক প্রবন্ধের উল্লেখ রয়েছে কোন রচনায়? [ক ০৪-০৫]
ক বিলাসী খ হৈমন্তী
গ সৌদামিনী মালো ঘ সাহিত্যে খেলা
উ: ক

৩১. 'ধুনি' হলো– [ক ০৪-০৫]
ক বাঁশের ঝুড়ি খ মাটির পাতিল গ পিঠা ঘ চুলা
উ: ক

৩২. 'কাগজ তো ইঁদুরেও আনতে পারে।' 'বিলাসী' গল্পে এই উক্তি কার? [ক ০৩-০৪]
ক বিলাসীর খ মৃত্যুঞ্জয়ের
গ খুড়ার ঘ মৃত্যুঞ্জয়ের বন্ধুর
উ: খ

৩৩. বিলাসী গল্পে বিলাসীর মৃত্যু হয় কীভাবে? [ঙ ০৩-০৪]
ক অসুখে খ অনাহারে গ সর্পদংশনে ঘ বিষপানে
উ: ঘ

৩৪. মৃত্যুঞ্জয়ের কিভাবে মৃত্যু হয়েছিল? [গ ০০-০১]
ক অনাহারে খ সাপের কামড়ে গ নৌকাডুবিতে ঘ জ্বরে
উ: খ

৩৫. 'বিলাসী' গল্পে কে কাকে অন্নপাপের জন্য দায়ী করেছে? [গ ০০-০১]
ক মৃত্যুঞ্জয়ের লোভী খুড়া মৃত্যুঞ্জয়কে খ মৃত্যুঞ্জয় লোভী খুড়াকে
গ ভূদেব বাবু নারায়ণকে ঘ শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণকে
উ: ক

৩৬. 'এমন সব যারা বড় লোক তাদের বাড়িতে বাড়িতে, মাসে মাসে এমন সদানুষ্ঠানের আয়োজন হয় না কেন?' এ অংশটুকু কোন গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে? [গ ০০-০১]
ক হৈমন্তী খ বিলাসী
গ যৌবনের গান ঘ জীবন ও বৃক্ষ
উ: খ

৩৭. শরৎচন্দ্রের বিলাসী গল্পে হুমায়ূনের বাপের নাম কী হয়েছিল? [খ ০০-০১]
ক বাবর খ আকবর গ শের খাঁ ঘ তোগলক খাঁ
উ: ঘ

৩৮. 'তাহার হাতের উল্‌টো পিঠ দিয়ে ঝরঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছিল।' এখানে কার হাতের কথা বলা হয়েছে? [ক ০০-০১]
ক মৃত্যুঞ্জয়ের খ বিলাসীর গ ন্যাড়ার ঘ শাহজীর
উ: ক

৩৯. মৃত্যুঞ্জয়ের জাত কী ছিল? [ক ০০-০১]
ক সদ্‌ব্রাহ্মণ খ কায়স্থ গ শূদ্র ঘ বৈশ্য
উ: খ

৪০. 'বিলাসী' গল্পের মৃত্যুঞ্জয় কতদিন শয্যাগত ছিল? [গ ৯৮-৯৯]
ক একমাস খ একমাস সাতদিন গ আড়াই মাস ঘ দেড় মাস
উ: ঘ

৪১. 'তবু এতো বড় দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত করিয়াছিল তাহাকে যে বস্তুটা, সেটা কেহ একবার চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইল না?' বিলাসী গল্পে উক্ত বস্তুটা কী? [ঘ ৯৭-৯৮]
ক সেবা-যত্ন খ সহানুভূতি গ কর্তব্যবোধ ঘ প্রেম
উ: ঘ

৪২. 'ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মত। হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতটুকু নাড়াচাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে।' এ উক্তি কার সম্পর্কে করা হয়েছে? [ঘ ৯৬-৯৭]
ক মৃত্যুঞ্জয় খ বিলাসী গ বুড়ামাল ঘ খুড়া
উ: খ

৪৩. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস– [গ ৯৬-৯৭]
ক বৈকুণ্ঠের উইল খ বড়দিদি
গ বিন্দুর ছেলে ঘ রামের সুমতি
উ: খ

৪৪. 'মেয়েটি প্রথমেই সেই যা একবার আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল, তারপরে একেবারে চুপ করিয়া গেল।' এই মেয়েটি হলো– [ক ৯৬-৯৭]
ক হৈমন্তী খ কুবেরের স্ত্রী গ আজরের স্ত্রী ঘ বিলাসী
উ: ক

৪৫. শরৎচন্দ্র কোন সালে মৃত্যুবরণ করেন? [গ ৯৫-৯৬]
ক ১৯৩৭ খ ১৯৩৮ গ ১৯৩৯ ঘ ১৯৪০
উ: খ

৪৬. 'সে প্রদীপটা আমার হাতে দিতেই তাহার উৎকণ্ঠিত মুখের চেহারাটা আমার চোখে পড়িল।' উক্তিটি কার? [ক ৯৫-৯৬]
ক বিলাসীর খ মৃত্যুঞ্জয়ের গ খুড়ার ঘ গল্পকারের
উ: খ

## জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বিলাসী' গল্পে ব্যবহৃত 'ফোর্থ ক্লাস' শব্দটি বর্তমানে কোন শ্রেণিকে বোঝায়? [খ ১৩-১৪]
ক সপ্তম শ্রেণি খ চতুর্থ শ্রেণি গ নবম শ্রেণি ঘ অষ্টম শ্রেণি
উ: খ

০২. কোন বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে ডি. লিট. ডিগ্রি প্রদান করে? [ক ১২-১৩]
ক কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় খ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
গ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ঘ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়
উ: গ

০৩. কোন গল্প রচনা করে শরৎচন্দ্র 'কুন্তলীন পুরস্কার' পান? [খ ১২-১৩]
ক অভাগীর স্বর্গ খ মামলার ফল গ মন্দির ঘ বড়দিদি
উ: খ

০৪. ন্যাড়া কে? [ঘ ১০-১১]
ক মৃত্যুঞ্জয় খ অপু
গ বিলাসী গল্পের কথক ঘ মৃত্যুঞ্জয়ের খুড়ো
উ: ঘ

০৫. ন্যাড়া চরিত্রে কোন লেখকের জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে? [ক ০৯-১০]
ক বঙ্কিমচন্দ্র খ মানিক
গ শরৎচন্দ্র ঘ বিভূতিভূষণ
উ: গ

০৬. বিলাসীকে নির্যাতন করার জন্য কত লোক গিয়েছিল? [ক-০৮-০৯]
ক পাঁচ-ছয় জন খ সাত-আট জন
গ দশ-বারো জন ঘ পনের-কুড়ি জন
উ: গ

০৭. 'মহত্ত্বের কাহিনি আমাদের অনেক আছে।' উদ্ধৃতাংশটি কোন লেখার অন্তর্গত? [ঘ ০৮-০৯]
ক হৈমন্তী খ বিলাসী
গ একটি তুলসী গাছের কাহিনী ঘ যৌবনের গান
উ: গ

০৮. 'বিলাসী' গল্পে কে মৃত্যুঞ্জয়কে অন্নপাপের জন্য দায়ী করেছিল? [খ ০৭-০৮]
ক মৃত্যুঞ্জয়ের খুড়া খ নালতের মিত্তির
গ হরিপুরের সমাজ ঘ মৃত্যুঞ্জয়ের শ্বশুর
উ: গ

০৯. 'কিন্তু কাল করিল যে ঐ ভাত খাইয়া' কোন রচনার বাক্য? [ঘ ০৬-০৭]
ক অর্ধাঙ্গী খ হৈমন্তী গ সৌদামিনী মালো ঘ বিলাসী
উ: খ

## জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা নয় কোনটি? [C : ২৩-২৪]
ক পল্লি-সমাজ খ পথের দাবী গ রাঙা প্রভাত ঘ পরিণীতা
উ: গ

০২. 'আমরা বলি যাহারই গায়ে জোর নাই, তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়। তা সে নরনারী যাই হোক না কেন।' বাক্যাংশটি কোন গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে? [C : ২৩-২৪]
ক মাসি-পিসি খ বিলাসী গ মানব-কল্যাণ ঘ আমার পথ
উ: খ

০৩. শরৎচন্দ্রের 'বিলাসী' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়– [C : ২৩-২৪; চবি DI : ২৩-২৪; ঢাবি ক ২২-২৩; গ ০২-০৩, ঘ ৯৮-৯৯]
ক 'ভারতী' পত্রিকায়, ১৯১৮ সালে খ 'ভারতী' পত্রিকায়, ১৯২৮ সালে
গ 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকায়, ১৯৩৮ সালে ঘ 'সবুজপত্র' পত্রিকায়, ১৯১৪ সালে
উ: ক

০৪. সাপ ধরার বায়না আসলে মৃত্যুঞ্জয় না করতে পারেনি কেন? [C : ২৩-২৪]
ক নগদ টাকার প্রতি তার লোভ খ বিলাসীর প্রতি ভালোবাসা
গ সাপ ধরার নেশা ঘ নামজাদা শ্বশুরের শিষ্য হওয়া
উ: ক

০৫. 'বিলাসী' গল্পে মৃত্যুঞ্জয় কয়দিন অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিল? [B ২২-২৩]
ক ১৫-২০ দিন খ ১০-১৫ দিন গ ৫-৭ দিন ঘ ১০-১২ দিন
উ: খ

০৬. "টিকিয়া থাকাই চরম সার্থকতা নয়" বাক্যাংশটি নিচের কোন গদ্য থেকে নেওয়া হয়েছে? [IBA ২২-২৩]
ক অপরিচিতা খ মাসি-পিসি গ বিলাসী ঘ রেইনকোট
উ: গ

০৭. 'দেবী বীণাপাণির বরে সংকীর্ণতা তাহদের মধ্যে আসিবে কি করিয়া।' উদ্ধৃত অংশটুকু কোন গদ্যাংশ থেকে চয়ন করা হয়েছে? [আইবিএ ১০-১১]
ক একুশের গল্প খ বিলাসী গ সৌদামিনী মালো ঘ হৈমন্তী
উ: খ

০৮. 'মালো' শব্দের অর্থ– [আইবিএ ১০-১১]
ক মুচি খ মলয়ের অধিবাসী গ সাপের ওঝা ঘ মা
উ: গ



CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

## রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসীর মধ্যে রূপায়িত হয়েছে– [A : ২৩-২৪]
ক) বন্দনা খ) বিরহ গ) প্রেম ঘ) দায়িত্ববোধ **উ: গ**

০২. 'কলার কাঁদি' অর্থ- [A : ২৩-২৪; চবি গ ০৫-০৬]
ক) কলার ছড়া খ) অকর্মণ্য ব্যক্তি
গ) উত্তীর্ণ হওয়া ঘ) কাঁটা জাতীয় গাছ **উ: ক**

০৩. কোনটি বিলাসীর উক্তি? [A : ২৩-২৪]
ক) 'ওরে বাপরে! আমি একলা থাকতে পারব না'
খ) 'একলা যেতে ভয় করবে না তো?'
গ) 'গেল গেল, গ্রামটা রসাতলে গেল'
ঘ) 'কাজ তো ইঁদুরেও আনতে পারে।' **উ: খ**

০৪. 'মহত্ত্বের কাহিনি আমাদের অনেক আছে।' এখানে 'মহত্ত্ব' ব্যবহৃত হয়েছে কী অর্থে? [A : ২৩-২৪; FASS : ২৩-২৪; চবি A ২২-২৩]
ক) প্রশংসার্থে খ) নিন্দার্থে গ) ব্যঙ্গার্থে ঘ) কুৎসা রটনায় **উ: গ**

০৫. প্রকৃতিবেষ্টিত 'দেবানন্দপুর' গ্রামটি কার জন্য বিখ্যাত? [A : ২৩-২৪]
ক) বঙ্কিমচন্দ্র খ) রবীন্দ্রনাথ গ) বনফুল ঘ) শরৎচন্দ্র **উ: ঘ**

০৬. বিলাসীর আত্মহত্যার কারণ কী? [C : ২৩-২৪]
ক) বিধাতার আজ্ঞা খ) সামাজিক রক্ষণশীলতা
গ) গ্রামীণ বিচার ব্যবস্থা ঘ) অন্নপাপ **উ: খ**

০৭. 'অন্নপাপ। বাপ রে! এর কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে।' অন্নপাপ কে করেছিল? [A ২২-২৩]
ক) খুড়া মশাই খ) বিলাসী গ) ন্যাড়া ঘ) মৃত্যুঞ্জয় **উ: ঘ**

০৮. 'বিলাসী' গল্পে উল্লেখকৃত 'পারশিয়া' বর্তমানে– [D ১৩-১৪]
ক) ইন্দোনেশিয়া খ) ইরান গ) ইসরাইল ঘ) ফিলিস্তিন **উ: খ**

০৯. 'তাহার ফোর্থক্লাসে পড়ার ইতিহাস কখনো শুনি নাই' 'বিলাসী' গল্পে উল্লেখকৃত 'ফোর্থ ক্লাস' বর্তমানে কোন ক্লাস? [E ১৩-১৪]
ক) চতুর্থ শ্রেণি খ) সপ্তম শ্রেণি গ) অষ্টম শ্রেণি ঘ) নবম শ্রেণি **উ: খ**

১০. শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো' কী ধরনের রচনা? [খ ১১-১২]
ক) গল্প খ) উপন্যাস গ) নাটক ঘ) প্রবন্ধ **উ: ক**

১১. 'বিলাসী' গল্পে কোন পশুর নাম নেই? [ঙ ১০-১১]
ক) হাতী খ) শিয়াল গ) হরিণ ঘ) গরু **উ: গ**

১২. 'পল্লী সমাজ' গ্রন্থটির লেখক কে? (০৯-১০)
ক) জসীমউদ্দীন খ) নজরুল ইসলাম গ) রবীন্দ্রনাথ ঘ) শরৎচন্দ্র **উ: ঘ**

১৩. 'বাঙালির বিষ' বলতে বুঝিয়েছেন– (০৮-০৯)
ক) তীব্র বিষ খ) মুখের বাক্যে সীমাবদ্ধ
গ) দুর্বল বিষ ঘ) যে বিষে মানুষ মরে না **উ: খ**

১৪. 'চক্র তোলা' বলতে বুঝায়– [০৮-০৯]
ক) ফণা বিস্তার করা খ) সর্পের দাঁত তোলা গ) মন্ত্র প্রয়োগ ঘ) অস্ত্র ধারণ **উ: ক**

১৫. 'সেসব মনে পড়িলে আমার আজও গা কাঁপে'। বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে– [০৮-০৯]
ক) একুশের গল্প খ) হৈমন্তী গ) বিলাসী ঘ) সৌদামিনী মালো **উ: গ**

১৬. 'স্বমতে সে নিশ্চয় নরকে গিয়াছে' উক্তিটি যার সম্পর্কে করা হয়েছে– [গ ০৭-০৮]
ক) হৈমন্তী খ) বিলাসী গ) সৌদামিনী মালো ঘ) শকুন্তলা **উ: খ**

১৭. 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসটির রচয়িতা– [০৬-০৭]
ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ) হুমায়ূন আহমেদ ঘ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **উ: ঘ**

১৮. বিলাসীর হাতে ভাত খেয়ে মৃত্যুঞ্জয় কী ধরনের পাপ করেছিল? [০৬-০৭]
ক) অন্নপাপ খ) খাদ্যপাপ
গ) ধর্মত্যাগের পাপ ঘ) ধর্ম গ্রহণের পাপ **উ: ক**

১৯. খুড়ার ভাষায় মৃত্যুঞ্জয়ের সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল– [০৫-০৬]
ক) বিলাসীকে বিয়ে করা খ) সাপুড়ে হওয়া
গ) বিলাসীর হাতে ভাত খাওয়া ঘ) সাপ ধরে বিক্রি করা **উ: গ**

২০. 'রাস্তা পর্যন্ত তোমায় রেখে আসব কি?' কে, কাকে বলেছে? [০৪-০৫]
ক) ন্যাড়াকে বিলাসী খ) মৃত্যুঞ্জয়কে বিলাসী
গ) বিলাসীকে মৃত্যুঞ্জয় ঘ) ন্যাড়াকে মৃত্যুঞ্জয় **উ: ক**

২১. 'গেল, গেল, গ্রামটা এবার রসাতলে গেল' উক্তিটি কার? [০৪-০৫]
ক) মৃত্যুঞ্জয়ের খ) মৃত্যুঞ্জয়ের খুড়ার গ) বিলাসীর ঘ) ন্যাড়ার **উ: খ**

২২. 'সাপের বিষ যে বাঙালির বিষ নয় তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম' লেখকের নাম কী? [০৪-০৫]
ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ) শওকত ওসমান ঘ) প্রমথ চৌধুরী **উ: খ**

## চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কামাখ্যা কোথায়? [B : ২৩-২৪]
ক) আসামে খ) বিহারে গ) মহারাষ্ট্রে ঘ) মেদিনীপুরে **উ: ক**

০২. ন্যাড়ার স্কুলে যাতায়াতের পথ কত ক্রোশ দূরে? [D : ২৩-২৪]
ক) এক ক্রোশ খ) দুই ক্রোশ গ) তিন ক্রোশ ঘ) চার ক্রোশ **উ: ঘ**

০৩. 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পটি কার রচনা? [D : ২৩-২৪]
ক) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ **উ: গ**

০৪. 'বিলাসী' গল্পের নায়ক সকাল কটার সময় ঘর থেকে স্কুলের উদ্দেশ্যে বের হতো? [D : ২৩-২৪]
ক) সাতটা খ) আটটা গ) নয়টা ঘ) দশটা **উ: খ**

০৫. 'বিলাসী' গল্পে উল্লিখিত ভূদেব বাবু ছিলেন– [B ২২-২৩]
ক) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খ) ব্রহ্মবাদী পত্রিকার সম্পাদক
গ) ন্যাড়ার খুড়া ঘ) বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ **উ: ঘ**

০৬. 'বিলাসী' গল্পে বর্ণিত স্কুলের সেকেন্ড ক্লাস বর্তমানে কোন শ্রেণি? [D ২২-২৩]
ক) সপ্তম খ) অষ্টম গ) নবম ঘ) দশম **উ: গ**

০৭. মৃত্যুঞ্জয় যে ক্লাসে পড়ত, তা বর্তমানে কোন শ্রেণি? [D : ২১-২২]
ক) তৃতীয় খ) চতুর্থ গ) ষষ্ঠ ঘ) অষ্টম **উ: ঘ**

০৮. 'বিলাসী' গল্পের ন্যাড়া চরিত্রে কোন লেখকের জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে? [B, ১২-১৩]
ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ) প্রমথ চৌধুরী **উ: খ**

০৯. 'বিলাসী' গল্পটি কার জবানিতে বিবৃত? [খ ১০-১১]
ক) ন্যাড়ার খ) বিলাসীর গ) খুড়োর ঘ) মৃত্যুঞ্জয়ের **উ: ক**

১০. 'বিলাসী' গল্পের কথক কতটা পথ হেঁটে স্কুলে যেত? [জ ০৯-১০]
ক) এক ক্রোশ খ) দুই ক্রোশ গ) তিন ক্রোশ ঘ) চার ক্রোশ **উ: খ**

১১. শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটি কয় পর্বে বিভক্ত? [ঙ ০৯-১০]
ক) দুই খ) তিন গ) চার ঘ) পাঁচ **উ: গ**

১২. কোন সাহিত্যিক মনের ঝোঁকে সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন? [ঘ ০৯-১০]
ক) বঙ্কিমচন্দ্র খ) মানিক গ) প্রমথ চৌধুরী ঘ) শরৎচন্দ্র **উ: ঘ**

১৩. শরৎচন্দ্রের কোন উপন্যাসটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল? [ঙ-০৮-০৯]
ক) পথের দাবী খ) শেষ প্রশ্ন গ) চরিত্রহীন ঘ) দেনা-পাওনা **উ: ক**

১৪. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন- [গ-০৮-০৯]
ক) চব্বিশ পরগনায় খ) হুগলিতে গ) বর্ধমানে ঘ) কলকাতায় **উ: খ**

১৫. শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত রচনা 'মন্দির' একটি– [ক ০৭-০৮]
ক) উপন্যাস খ) নাটক গ) গল্প ঘ) কবিতা **উ: গ**

১৬. 'বিলাসী' গল্পের কথক কতটা পথ হেঁটে স্কুলে যেত? (ঘ ০৬-০৭)
ক) পাঁচ ক্রোশ খ) দুই ক্রোশ গ) চার ক্রোশ ঘ) তিন ক্রোশ **উ: খ**

১৭. নিচের কোন গ্রন্থটি বিলাসী'র লেখকের? [০৬-০৭]
ক) চরিত্রহীন খ) নীল-দর্পণ গ) জমীদার দর্পণ ঘ) ভ্রান্তিবিলাস **উ: ক**

## GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. মৃত্যুঞ্জয়ের 'অন্ন পাপের' পেছনে কারণ কী ছিল? [A : ২৩-২৪]
ক) বিলাসীর প্রতি ভালোবাসা খ) সমাজপতিদের নির্দেশ
গ) অত্যধিক অভাব ঘ) খেয়াল **উ: ক**

০২. 'এ আবার একটা কী কথা!' 'বিলাসী' গল্পে এই 'কথা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [B : ২৩-২৪]
ক) মৃত্যুঞ্জয়ের অন্নপাপ খ) বিলাসীর সেবাপরায়ণতা
গ) স্ত্রীলোকের গায়ে হাত না তোলা ঘ) সাপুড়ের মেয়েকে নিকা করা **উ: গ**

০৩. 'সাপের বিষ যে বাঙালির বিষ নয়, তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম।' এখানে 'বাঙালির বিষ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [C : ২৩-২৪]
ক) অনিঃশেষ বিদ্বেষ খ) ক্ষণস্থায়ী ক্রোধ
গ) প্রাণঘাতী বিষ ঘ) কঠিন প্রতিশোধস্পৃহা **উ: খ**

০৪. 'ভুজিয়া উচ্ছুগ্য' শব্দদ্বয় কোন গল্পে ব্যবহৃত হয়েছে? [B ২২-২৩]
ক) বিলাসী খ) মাসি-পিসি গ) অপরিচিতা ঘ) মহুয়া **উ: ক**

০৫. 'চার ক্রোশ পথ ভেঙে স্কুলে যাতায়াত করতে হয়।' এক ক্রোশে কত মাইল? [A ২২-২৩]
ক) ১ মাইল খ) ২ মাইল গ) ২.৫ মাইল ঘ) ১.৫ মাইল **উ: খ**

০৬. 'চল্লিশের কোঠা' অর্থ– [C : ২১-২২]
ক) চল্লিশ বছর খ) চল্লিশ–একচল্লিশ বছর
গ) চল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ বছর পর্যন্ত ঘ) চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত **উ: গ**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

## খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'শেষ প্রশ্ন' এর রচয়িতা কে? [খু. বি. ১০-১১]
ক) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ) কোনোটিই না উ: গ

## ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. থার্ড ক্লাসে পড়িত কে? [B ১৩-১৪]
ক) ধনঞ্জয় খ) মৃত্যুঞ্জয় গ) আবদুল্লাহ ঘ) ইন্দ্র উ: খ

০২. সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সম্মানসূচক ডি. লিট. ডিগ্রি প্রদান করে– [B ১৩-১৪]
ক) ১৯৩৪ খ) ১৯৩৬ গ) ১৯৩৮ ঘ) ১৯৪০ উ: খ

০৩. ভদ্রলোকেরা কীভাবে পল্লির দুর্দশার জন্য দায়ী হন? [H ১৩-১৪]
ক) পল্লিকে ভালোবেসে খ) পল্লিকে ত্যাগ করে
গ) শহরকে ভালোবেসে ঘ) কোনোটিই নয় উ: খ

০৪. মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর পর খুড়ো বাগানের কত অংশ দখল করলো? [খ ১১-১২]
ক) চার আনা খ) ষোলো আনা গ) চৌদ্দ আনা ঘ) আট আনা উ: খ

০৫. 'গৃহদাহ' উপন্যাসটির রচয়িতা কে? [ক ১০-১১]
ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উ: গ

০৬. 'বিলাসী' গল্পে বিলাসীকে হিড়হিড় করে টেনে নেওয়া হলো কেন? [ক ১০-১১]
ক) স্বদেশের কল্যাণের জন্য খ) ধর্মের কল্যাণের জন্য
গ) মানবের কল্যাণের জন্য ঘ) খুড়োর কল্যাণের জন্য উ: ক

০৭. 'বিলাসী' গল্পে সর্পদংশনের কত মিনিট পর মৃত্যুঞ্জয় মারা যায়? [খ ০৯-১০]
ক) ৩০-৪০ মি. খ) ৪৫-৫০ মি. গ) ৫০-৬০ মি. ঘ) ২০-২৫ মি উ: খ

০৮. 'বিষহরির দোহাই বুঝি আর খাটে না।' এটি বোঝা গেল কখন? [০৭-০৮]
ক) মৃত্যুঞ্জয়কে যখন সাপে কামড় দিল
খ) যখন মৃত্যুঞ্জয়কে শিকড়-বাকড় খাওয়ানো হল
গ) যখন মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে মাদুলি বেঁধে দেয়া হল
ঘ) যখন মৃত্যুঞ্জয় বমি করল উ: ঘ

০৯. শরৎচন্দ্রের উপাধি ছিল– [ছ ০৫-০৬]
ক) গদ্যের জনক খ) কথাশিল্পী গ) ভোরের পাখি ঘ) পল্লিকবি উ: খ

১০. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প কোনটি? [চ ০৪-০৫]
ক) সতী খ) অভাগীর স্বর্গ গ) মামলার ফল ঘ) সবগুলো উ: ঘ

## বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'তাহার বয়স আঠারো কি আটাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না।' কার বয়স? [A ১৩-১৪]
ক) অপু খ) হৈমন্তী গ) মৃত্যুঞ্জয় ঘ) বিলাসী উ: ঘ

০২. 'বইচি' কী? [১১-১২]
ক) পাখি খ) কাঁটাযুক্ত গাছ ও তার ফল
গ) বেগুনি ফুল ঘ) খেলার সাথী উ: খ

০৩. 'বিলাসী' গল্পে উদ্ধৃত মন্ত্রের শেষ চরণ কোনটি? [১১-১২]
ক) কার আজ্ঞা– বিষহরির আজ্ঞা খ) দুধরাজ, মণিরাজ
গ) ওলটপালট পাতাল– ফোঁড় ঘ) মনসা দেবী আমার মা উ: ক

০৪. 'বিলাসী' গল্পে উল্লেখকৃত 'ভূদেববাবু' কে? [১১-১২]
ক) ভবতোষ দত্ত খ) ভূদেব চৌধুরী
গ) ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঘ) ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায় উ: গ

০৫. 'দেখ, এমন করে মানুষ ঠকায়ো না।' কে, কাকে উক্তিটি করেছে? [খ ১১-১২]
ক) হৈমন্তী অপুকে খ) হৈমন্তী তপুকে
গ) ন্যাড়া বিলাসীকে ঘ) বিলাসী মৃত্যুঞ্জয়কে উ: ঘ

## জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. স্বামীর মৃত্যুর যতদিন পর বিলাসী বিষপানে আত্মহত্যা করেছিল– [A ১৩-১৪]
ক) তিন দিন খ) পাঁচ দিন গ) সাত দিন ঘ) নয় দিন উ: গ

## বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'থাক তাহার দুঃখের কাহিনী আর বাড়াইব না'– কার দুঃখের কাহিনী? [D ১৩-১৪]
ক) রেণু খ) হৈমন্তী গ) বিলাসী ঘ) অপু উ: গ

## মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কোনটি? [D ১৩-১৪]
ক) রমা খ) সতীশ গ) বিজয়া ঘ) কমল

## হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'পথের দাবী' কোন ধরনের রচনা? [C ১৩-১৪]
ক) আত্মজীবনী খ) সামাজিক গ) রাজনৈতিক ঘ) কোনোটিই নয়

## পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বিলাসী' গল্পটি কার জবানিতে বর্ণিত হয়েছে? [C ১৩-১৪]
ক) ন্যাড়ার খ) খুড়ার গ) মৃত্যুঞ্জয়ের ঘ) বিলাসীর

০২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজৈবনিক উপন্যাস কোনটি? [C ১৩-১৪]
ক) পল্লী সমাজ খ) দেবদাস গ) শ্রীকান্ত ঘ) গৃহদাহ

০৩. 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধটি কার রচনা? [C ১৩-১৪]
ক) শরৎচন্দ্রের খ) বঙ্কিমচন্দ্রের গ) রবীন্দ্রনাথের ঘ) প্রমথ চৌধুরীর

## কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ওর যদি না অপঘাতে মৃত্যু হবে, তা হবে কার?' উক্তিটি কার? [D ১২-১৩]
ক) বিলাসীর খ) ঋষিদের গ) ভিক্ষুদের ঘ) কৃষকদের
**Note:** ঠিক উত্তর নেই। ঠিক উত্তর হবে– মৃত্যুঞ্জয়ের জ্ঞাতি খুড়ার।

০২. 'শেষ প্রশ্ন' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কোন জাতীয় রচনা? [D ১২-১৩]
ক) উপন্যাস খ) প্রবন্ধ গ) গল্প সংকলন ঘ) নাটক

## বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন দুটি রচনায় সমাজের কুপ্রথা তুলে ধরা হয়েছে– [D ১৩-১৪]
ক) হৈমন্তী, বিলাসী খ) একুশের গল্প, একটি তুলসী গাছের কাহিনী
গ) হৈমন্তী, অপরাহ্নের গল্প ঘ) কলিমদ্দি দফাদার, অর্ধাঙ্গী

০২. শরৎচন্দ্র দেশ ছেড়ে বার্মা গিয়েছিলেন কীসের তাগিদে? [B ১৩-১৪]
ক) ব্যবসায়ের খ) প্রেমের গ) জীবিকার ঘ) আত্মগোপনের

০৩. ন্যাড়ার প্রথম দৃষ্টিতে বিলাসীর রূপ ছিল– [A ১৩-১৪]
ক) তাজা ফুলের মতো খ) শুকনো পাপড়ির মতো
গ) রঙিন গোলাপের মতো ঘ) বাসি ফুলের মতো

০৪. কোনটি ঠিক? [B সেট ২, ১২-১৩]
ক) পথের দাবী (উপন্যাস) খ) কাঁদো নদী কাঁদো (গল্পগ্রন্থ)
গ) বকুল কথা (কবিতাগ্রন্থ) ঘ) ছাড়পত্র (রচনাসমগ্র)

## বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

০১. 'অন্নপাপ। বাপ রে! এর কি প্রায়শ্চিত্ত আছে?' মৃত্যুঞ্জয়ের অন্নপাপের কারণ কী? [FASS ২৩-২৪]
ক) বিধর্মীর রান্না খাওয়া খ) মেয়ে মানুষের রান্না খাওয়া
গ) অসুস্থ অবস্থায় ভাত খাওয়া ঘ) নিচু জাতের খাবার খাওয়া

০২. 'ওরে বাপরে! আমি একলা থাকতে পারবো না'। উক্তিটির মাধ্যমে ন্যাড়ার জনৈক আত্মীয়ের কেমন মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে? [FASS : ২৩-২৪]
ক) একা থাকার ভয় খ) লাশের সাথে থাকার ভয়
গ) সম্পর্কের মেকি স্বভাব ঘ) স্বার্থপরতা

## গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. 'বিলাসী' গল্পে ছোটবাবু গ্রামের বারোয়ারি পূজাবাবদ কত টাকা দান করেছিলেন? [২২-২৩]
ক) দুইশত খ) তিনশত গ) চারশত ঘ) একশত

## ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. 'বিলাসী' গল্পের ন্যাড়া কত ক্রোশ পথ হেঁটে স্কুলে যেত? [বিজ্ঞান ২২-২৩]
ক) দুই ক্রোশ খ) তিন ক্রোশ গ) চার ক্রোশ ঘ) পাঁচ ক্রোশ

০২. 'রম্ভা' কী? [বিজ্ঞান ২২-২৩]
ক) আম খ) খেজুর গ) কলা ঘ) তরমুজ



CamScanner